মহাশ্বেতা দেবী

বিবেক বিদায় পালা

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫০ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

ডক্টর অমলকুমার দাশ

প্রস্তাব

যেহদিনে জন্মেন চৈতন্য অবতার
সেহদিনে জন্মে এক ব্রাহ্মণকুমার ॥
খর্বতনু বক্রকায় ভীষণ দর্শন
যেহো দেখে সেহো ডরে চিন্তে কিছুক্ষণ ॥
মাতা কান্দে, আয়ী কান্দে. কান্দেন পড়োশী
পিতা বোলে মুঞি জাঞে খড়ি পেতে বসি ॥
খড়ি পেতে গোণে পিতা জয়ধ্বনি দেয়
বোলে এ দৈবের ইচ্ছা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥
দৈবযোগে জন্মে নিমাই দেবতা সে হবে
মোর পুত্র নরাকারে কীর্তি রেখে যাবে ॥

ই বাম্ভোনের ঘরে বিধি বামন সির্জায়। ই ছেলা বামন, গেঁড়া, মুণ্ড বড়, দেহ টলমল করে। ছেলা দেখে ডর খায়ে মা, দুধ দিতে ডরায় কিন্তু ছেলার চক্ষু যেমন লবণসাগর। এক লগ্নে কত ছেলা জন্মে মা, কুন্‌টি হাসিতে আইল, কুন্‌টি কান্দিতে, বিধাতা ছাড়া কে জানে গো? রক্তের ডেলার চক্ষুতে এত কান্না দিয়া কে পাঠাইলে গো? চক্ষে পানি বর্ষে না তবু যেমন কান্না হা হা করে।

আখ্যান

১

ধানকাটা মাঠ, নবদ্বীপের গঙ্গায়, মায়াপুরের আকাশে ফাল্গুন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। সূর্য ডুবছে কি ডোবে নি। এক বামুনের বামনীর ব্যথা উঠল। বামনী ধান সিজছিল। বামুনের ঘর মায়াপুরে এককোণে। ছেঁচা বেড়া, ছোনের চাল, মাটির ঘরটি নুয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যে দুঃখে ঘরটি যেন মাথা ডুবিয়ে লজ্জায় মরে। ঘরটি বামুনের কিন্তু গায়ে-খাটা ডোমের ঘরেও বুঝি এর চেয়ে ছিরি আছে। কতকগুলি উপোসী ছেলেপিলে "মা খেতে দে!" বলে কলকল করছিল। বামনী তাদের কথা কানে নেয় না। সে ঝটিতি এক বাঁশের চেঁচারী নিল। চরখা থেকে পৈতের সুতো ছিঁড়ে নিয়ে, কয়েকটি নেকড়াকানি, একটি কাঠের লড়ি, একটি ধামা নিয়ে বামনী এখন কাঁদতে কাঁদতে মাঠের দিকে যায়। মাঠের দিকে বামনী আঁতিপাঁতি ধায়। বামনী জিরেন ব্যথা জানে না। সাত ছেলের মা, সাতটি ছেলেই তড়পান ব্যথার পর জন্মেছে। বামনী নিজের ধাত জানে তাই চষা ক্ষেতে উঁছট খেতে খেতে বামনী "ষষ্ঠী ঠাইরন গো!" বলে ছেলেপিলের ঠাকুরকে ডাকল।

ফাল্গুনের মাঠে ধান নেই। ধান এখন ভাগ্যবানের গোলায় গন্ধে মৌ মৌ করে। এখনো আকাশে চাঁদ নেই কিন্তু চাঁদের আভা আছে, তাতে মাঠ দেখা যায়। অন্ধকার যেন কাকের চোখের মতো নির্মল।

বামনী ধামা নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। ব্যথা চাপতে সে ধামার কানা কামড়ায়। মনে মনে বামনী বলতে লাগল, "ঠাইরন, তোমার নামে পুকুরে জীয়ন্ত শোল মাছ ছাড়ব, মাছের নাকে নথ পরাব। আর ছেলে দিও না ঠাইরন! আর ছেলে হবার ব্যথা সহে না। নাড়ী ছিঁড়ে পোঞাগুলিকে মাটি ধরাতে আমার প্রাণ বাইরায়। মেয়েছেলের এমত কথা বোলতে নাই কিন্তু ঠাইরন। ক্ষুধার দুঃখ আর সয় না!"

আহা গো ! বামনীর অন্তর-নাড়ীতে কড়ক ব্যথা !

বামনী ধানের লুড়ি দাঁতে চাপল। আ গো ! এখন আর মাটিতে ধান নেই। যতদিন মাটিতে পাকা ধান ঝরত, বামনী আঁধারে এসে ক্ষেত গুড়াত। ধূলা মাটি-খড়-শিয়ালের বিষ্ঠা ধান সঙ্গে মাখামাখি করে ধামাতে নিয়ে কাঁখে তুলত। পুষ্করিণীর জলে সেই আবর্জনা কেচে কেচে বামনী ধান নিকুশে নিত। চাষা মাহিন্দার সবাই জানে বামনীর দুঃখের পারাপার নেই তাই পেতনীর মতো ধামা কাঁখে বামনীকে আলপথ ছেড়ে আনপথে, গো-বাটে ছুটে যেতে দেখেও তারা "চোর ! চোর!" বলে চেঁচায় নি।

এখন আর ধানের চিন্তা নেই। এখন পোঞাটিকে মাটি ধরাতে বামনীর নাড়ী ছিঁড়ে। হাজার হাজার নাড়ীর কুণ্ডলীতে পোঞা মায়ের জঠরে বাঁধা থাকে যেমন গোক্ষুর সাপের কুণ্ডলীতে মণি।

বামনী বুঝতে পারল ভেতরে নাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে।

"ঠাইরন গো ! ঠাইরন গো !" বামনী ব্যথায় কাঁদতে লাগল। মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে সে কাঁদে। আকাশের কোণায় এখন সোনার থালার মতো পূর্ণ চাঁদ উঠছে বামনী মুখ তুলে তা দেখল না। গতকাল ছেলেরা মাঠে এসে খড়পাতা জ্বেলে নেড়া পোড়া করেছিল তার ছাই বাতাসে উড়তে লাগল।

সহসা বামনীর অন্তরে চাঁদের ছায়া পড়ল। সহসা ব্যথায় ব্যথায় বামনী যেন আকাশ হয়ে গেল, মাটি হয়ে গেল, বামনী বুঝি অঘ্রানে আমনের ক্ষেত, ধান হয়ে সকল মানুষের গোলা ভরে দিতে পারে ! আকাশ মাটি পূর্ণ চাঁদ এখন বামনীর পুজো করছে। কে যেন বলল "বামনী, মাটিকে রক্ত দে ! মাটিকে রক্ত দে ! তোকে দিতে হয় !"

বামনীর মনে পড়ল আজ গ্রহণও বটে। কোন্ দেশে বা গ্রহণের চাঁদে রাহুর ছায়া। বামনী একলা ছেলে বিয়োবে বলে মায়াপুরের চাঁদে আজ ছায়া নেই।

গ্রহণের সময় গ্রহণদান দিতে হয়। তাই কি কে তার কাছে রক্ত চাইল ?

'দিব, দিব গো ! রক্ত ঢেলে দিব।'

বামনী ফুকরে উঠল, চোখ বুজল।

বামনীর রক্তে ঊষর ধানক্ষেত ভিজে ওঠে। কত শান্তি, কত আনন্দ!

'বাছা রে!' বামনী চোখ মুদেই বলল! এ কথায় স্বর নেই, শব্দ নেই!

শিশু টেঁঙা-টেঁঙা কেঁদে উঠল। মা দেখবার আগে শিশুর মুখ চাঁদ দেখল।

ওদিকে জগন্নাথ মিশ্রের ঘর থেকে উ-লু-লু-লু হুলুধ্বনি ভেসে আসছে, শঙ্খঘণ্টা বাজছে। বড় আনন্দে মিশ্রের মাটির উঠোনে আজ পুরাঙ্গনারা হুলাহুলি করে।

চাঁদ যখন আকাশে একটি তাল গাছের সমান উঁচু, তখন বামনী নেকড়াকানিতে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে লাঠির ওপর ভর করে গুটিগুটি ঘরে গেল।

বামুন ঘরে নেই, প্রায়ই থাকে না। এমন অভাব-অনাহারে বামুনকে চাবেচা হয়ে যায় তাই ঘরে থাকে না। বড় ছেলেটি, বড় মেয়েটি দা দিয়ে তালপাতা কাটতে লাগল। ঘরে তালপাতা, খুঁটি, দড়ি সবই রাখা ছিল। উঠোনে একটি আঁতুড়ঘর না হলে একুশদিন মা থাকবে কোথায়?

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে চাঁদকে লজ্জা দিয়ে এক আশ্চর্য ছেলে হয়েছে। মিশ্র আর মিশ্রানীর স্নেহে মায়াপুরের মানুষ মরে। ষষ্ঠী পুজোয় কত ধুমধাম হয়েছিল, পড়শিনীরাই আনন্দে মেতে ঘর থেকে ধামা ধামা খৈ-মুড়ি-মুড়কী-ছাঁইচ এনে ছেলেদের দিয়েছিল। বামনীর ঘরে এখন আটটি ছেলে তাই আট ওক্ত খৈ-মুড়ি এসেছিল।

কোলের রক্তের ডেলাটি বাদে আর সাতটা ছেলেমেয়ে বামনীর উঠোনে কলকল করে। তাদের মুখে শুধু কয়টি কথা।

"কি খাব ? মা খেতে দে ! মা ভাত রাঁধবি না ?" তারা আর শব্দ চেনে না ? অথচ বিধি যখন বিশ্বভুবন গড়েন তখন তো কত শব্দও গড়ে-ছিলেন? মা বলতে মা-জননী আই-মা ধা'ন-মা গো! কত ডাক ! ধানের কত নাম, মাটির কত নাম, ফুলের কত নাম, কত সুন্দর সুন্দর শব্দ বিধি দিয়েছেন। কিন্তু বামনীর আবাগে ছেলেপিলে সে-সব শব্দ চেনে না। মিশ্রবাড়ির খৈ-মুড়ি ছেলেপিলেকে দুটি দুটি দিয়ে বামনী নিজে, আঁচলে দুটি নিয়ে খাচ্ছিল। বাকি খৈ-মুড়ি শিকেয় তোলা আছে। পেটে দুটি খৈ-মুড়ি পড়লে বামনীর ছেলেমেয়েরা পুকুরের জল আঁজলা আঁজলা খায় ও সুখে নিদ্রা যায়। বড় মেয়ের তোলা নাম অন্নপূর্ণা, আটপহুরে নাম রাঙী। অন্নপূর্ণা-জগজ্জননী-জাহ্নবী-থাকোমণি-প্রহ্লাদ-বিশ্বনাথ-বনমালী বামনীর ঘরে নামের ছটা। শুধু ছোটটার নাম হয় নি। আবার আটপহুরে নাম রাঙী-বেঙি-চেঙি-দুলী-পেল্লাদ-বিশু-বুনো। রাঙীর বয়েস বারো, বেঙির নয়, চেঙির বুঝি তিন। তা, তিন বোনকে রাঙীর বাপ একই বরে বিয়ে দিয়ে আইবড় নাম খণ্ডে রেখেছে।

বর কাটোয়ায় থাকে। তেমন বুড়ো নয়। রাঙীর বাপ থেকে কিছু ছোট হবে। এখন ঘরবসতে বাসনকোসন না হোক, চালের ছোন, গোয়ালের খুঁটি চারখানি, একটি উদুখল, একখানি শীতলপাটি দিলে জামাই রাঙী

বেঙিকে নেয়। চেঙি এখনো হামাটানে রাতে কাঁথা ভেজায়, সে বড় হলে যাবে।

রাঙী বারো বছরের মেয়ে। বড় স্নুবুদ্ধি মেয়ে। পুষ্করিণীর জল হতেও তার স্বভাব যেমন শীতল। রাঙী বোঝে ওরা দুইবোন স্বামীর ঘরে গেলে বাপের মায়ের মাথা থেকে ভার কমে যায়। তা ছাড়া মায়ের জামাইয়ের আট দশটি যজমান আছে। রাঙী-বেঙি হয়তো এক ওক্ত তপ্ত ভাত এক ওক্ত চাল ভিজে খেয়ে বাঁচবে। রাঙী তাই, শিকা নিয়ে বসল।

'আ লো রাঙী, সইয়ের বেটার নাম হৈল কি ?'

'সে মা কত নাম ! একোজনে একোনামে ডাকে। সইমা বুঝি নিমাই বলে ডাকবে।'

এই রাঙীর মা আর মিশ্রানী এক সময়ে দুজনে বউ ছিল। কপাল গুণে মিশ্রানীর ঘরে অন্ন, সংসারে শ্রী, স্বামীতে বিদ্যা, পাড়ায়-দশে সম্মান।

এক সময়ে, যখন দুজনে বউ, আম বারুণীর স্থানে দুজনেই গিয়েছিল। হাতে হলুদ স্নুতো বেঁধে, একবুক গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে, সূর্যকে সাক্ষী মেনে গঙ্গাকে প্রণাম করে তারা গঙ্গাজল পাতিয়েছিল।

সই পাতালে খাওয়াতে হয়। মিশ্রানী সইকে সরু চিড়া, ক্ষীর খণ্ড, চিনির সাঁইচ খাওয়ান। রাঙীর মার শাশুড়ী তখন জীন্দা! বউয়ের পিঠে তিনি নিয়ত একটি চেলাকাঠ ভাঙেন। শাশুড়ীর ভয়ে রাঙীর মা কচুবনে—বেতবনে পালিয়ে বাঁচত। কতদিন হাত জোড় করে বলত—আমায় সাপে খাক্ মা ! শাশুড়ীর চে' সাপ ভালো।

রাঙীর মা মিশ্রানীকে তাই দু'টি পদ্মবীজের মোওয়া পদ্মপাতায় মুড়ে দিয়ে এসেছিল। তখন তার ছেলে হয় নি, রাঙীর বাপ দু'একঘর শিষ্য-যজমান করত ও এটা-ওটা এনে বউকে খেতে দিত। তাই পদ্মবীজের মোওয়া দুটি ঘরে ছিল।

এখন আর দেখাশোনা হয় না। তা ছাড়া বামনীর কপালে এখন নিত্য শূন্য উনোনের ছাই ওড়ে তাই বামনী আর গেরস্ত পাড়ায় মুখ দেখাতে

যায় না। কিন্তু সইয়ের গৌরবে, সইয়ের পণ্ডিত বরের গৌরবে, সইয়ের সুসন্তান বিশ্বরূপের গৌরবে বামনীর শুকনো বুকে দুধ ডাকে।

নিমাই নাম শুনে বামনী বলল, 'নিমগাছ উঠোনে আছে তাই কি সই নিমাই নাম দিল ?'

'কি ছেলে মা! ঘর যেমন আলা !'

'তা আর হবে না বাছা ? সুখের ঘরে রূপের বাসা।'

'বাপ মা দুই সুন্দর তাই নয় মা ?'

'বড় ছেলের বা কি রূপ মা! যেমন রাজপুত্র! আর মনে দয়া কত। সই মা! বলে বাছা ডাকে যেমন আর পরাণ জুড়ায়।

'তার দয়ার শরীর তাই না মা ?'

'দেবাংশী ছেলে মা! দেব অংশে জন্ম হলে তভে ছেলেপিলে ঘর ফেলে পরের ভাল করতে ধায়।'

রাঙীর মা মাঝে মধ্যে এমন দু'একটি ভালো কথা বলে। মন্দ হাতে পড়ে মন্দকপালী হয়েছে নইলে রাঙীর মা পণ্ডিত ঘরের মেয়ে। ব্রাহ্মণের গৌরব, দেবতার মাহাত্ম্য, ধর্মের মাহাত্ম্য, এ সব কথা ও ছোটবেলা শুনেছে। মনের কোথায় যেন কথাগুলো ওর লুকোনই থাকে। যেন তুষের নিচে ধানের কণা। চিন্তা ভাবনার তুষ ওড়াতে ওড়াতে বামনী মাঝে মধ্যে এমন একেকটি অমূল্য কথা পেয়ে যায়।

কোলের ছেলেটি ঘুমিয়েছে। বামনী ধারে ছেলেটিকে মাদুরে শোয়াল। মায়ের শরীর কঙ্কালসার, ছেলেটি ভালো হবার কথা নয়। তবু, যত মন্দ হবার কথা, ছেলেটি তা হতেও মন্দ। এতবড় মাথা, লড়লড়ে শরীর, বড় বড় চোখ, আর চোখের চাউনি দেখলে মনে হয় যেন কত দুঃখ কষ্ট পাবে, সব ও জানতে পারছে।

ছেলে দেখে বামনীর মনে মমতা হয় নি। একুশদিনে কামান দিতে এসে নাপিত বউ বলেছিল "দুধ দিও না গো ঠাক্‌রাইন! দুধ দিলে উ ছেলা লখে লখে বাড়বে! যত বাড়বে তত তোমার কষ্ট গো! উ ছেলা ত 'বামন গেঁড়া হবে ? তা' হতে উ-কে দুধ লা দাও যদি !"

'আ লো মাগী! তুই দেখি জেত ভুলে কথা ক'স্?'
বামনী নাপিত বউকে খুবই হেনা-ছেনা করেছিল কিন্তু নিজের মনে মনে কথাটা বেজেছিল। এই অভাবের সংসারে একটা বামন ছেলে হবে? তাকে দেখবে কে? এই এত বড় মাথা, এই এতটুকু শরীর! এই বেঁকা বেঁকা পা! দেখে সবাই ভয় পায়। বামনী ভেবেছিল ছেলেটা যদি মরা জন্মাত বা জন্মিয়ে মরে যেত ভালোই হত। কিন্তু ছেলের চোখে চোখ পড়তেই বামনীর অন্তরে যেন বিদ্যুৎ চমকে সব আলো হয়ে গেল। বামনীর মনে হল ও সব জানে! সেই ধান ক্ষেতের ওপরে চাঁদের আলো! সেই উজ্জ্বল আকাশ আর ব্যথায় নাড়ীতে নাড়ীতে আশ্চর্য আনন্দ! ওকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে না বামনী যেন আকাশ-বাতাস-আলপনার পৃথিবী-অঘ্রানে আমনের ক্ষেত হয়েছিল? ও সব জানে! শিশু মা'র দিকে চাইল। শিশুর দু'চোখে কান্না! এ কেমন কান্না? এ কি আশ্চর্য কান্না? চোখে জল নেই, তবু যেন কান্নায় বান ডাকছে? বামনীর অন্তর পুড়ে গিয়েছিল! 'বাপ আমার! মোকে মাপ কর্ বাপ! মুঞি তোর অনিষ্ট চিন্তিনি বাপ! মোকে মাপ কর্ বাপ?'
বামনী ওর বামন-গেঁড়া ছেলেকে কোলে নিয়ে চেপে ধরেছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের বলেছিল, 'ক্যাও যেমন জানে না ভাই তুদের বামন-গেঁড়া।'
এ কথা শুনে বিশু ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বলেছিল, 'ক্যাও যেমন জানে না! তোর কথা শুনে না! কি বলি তা জানি না।'
'কথাটা মন্দ কি?'
'ঘরে এ গুলান্‌কে মনিষ বললে মনিষ, মহিষ বললে মহিষ! ঐ বুনো যেঞে বাগ্‌দীপাড়ায় গুলী খেলছিল তা বাগ্‌দী কাকা যেমন বোললে ঘরে কি হল গো ঠাকুর? ভাই না বোন?
'বুনো বেটা ফট্ করে বললে, ভাই বটে! তা বামন-গেঁড়া।'
'ধুর দাদা! আমি কি তাই বলে এলাম?'
'লয় তো কি বললে শালা?'

'আমি তো বন্নু এবার মোদের ভাই হএেছে।'
'বলবার দরকার? উ বেটারা কি দেখতে যেত ভাই না বোন?'
'মোকে বলতেছ কেন? চেঙি যেঞে বোলেনি সভারে?'
'কি বোলেছি?'
'আরে! তু চিল্লে বুল্‌লি না মোদের ভাই বামন-গেঁড়া, তুদের এমত বামুন-গেঁড়া ভাই আছে?'
ছেলাপিলাদের কল্‌কলা শুনে বামনী জানেনা সে হাসে বা কি! কান্দে বা কি?
'যা হোক! তুদের বাপ এসে খড়ি পেতে গোণে দিক কেন এমত হৈল!' বামনীর মনে বড় দুঃখ। সে ঝটিতি গিয়ে পোঞাটিকে কোলে লয় ও আঁতিপাঁতি দেখে। বামন-গেঁড়া সন্তান কি মানুষের ঘরে জন্মে? আহা গো! এই মায়াপুর—নবদ্বীপ এখন জঙ্গল হতে ভয়ের ঠাঁই। এখানে মানুষ মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদতে ভুলেছে। যদি কোন অনাথিনী বাগ্‌দী-বুড়ী অভাবে-অভাবে স্বভাব হারায়, ডাইনী হয়, তবে মায়াপুরের বুনোরা তারে সত্বর খুঁচিয়ে মারে। মেয়েছেলে বোলে রেওয়াৎ করে না।
এই মায়াপুরে মায়ার বড় অনটন গো! ধনী গরীবকে খায়, গরীব যেঞে অনাথ-আতুরের মাথায় ডাঁশ বসায়। কেউ নরবলি দিয়ে সবে দেখিতে ছুটে। কচিমেয়েকে বুড়োবরের মড়ার সহিত যুগীরা জীয়ন্তে মাটির নীচে সতী-গাড়া করলে সে যখন কান্দে, মানুয জয়-জয় জোকার দিয়া উল্লাসে নাচে। তাই সাধু সন্ন্যাসী বলে, 'ই তিনকোণা পিরথিবীর যত পাপ সব এখনই মায়াপুরে গড়াইয়া আসিয়াছে।' তাই! তাঁরা বোলেন!
'কুন-অ ইক্ দেবতা ই-দেশে জন্মিবে লহে তো মনিষের মুক্তি লাই।'
'সি দেবতা সকল কিছু আনিবে।'
'কি আনিবে?'
দয়া-মায়া-বিবেক-বিবেচনা!
বাস্তোনী চোখ বুজলে দেখতে পায় এক নতুন দেবতা আসছে। ভগীরথের পেছনে পেছনে মা গঙ্গা এসেছিলেন। এই দেবতার পিছন পিছন

সাতটি নদী বহিবে। তাতে সাতটি ডিঙা। সে ডিঙার কানায় কানায় জীবে দয়া—আতুরে মায়া।
সে যবে হবে তবে হবে। এখন বাস্তোনীর-বামন-গেঁড়া ছেলের কথা প্রচার গেলে কথার ঝড় উঠবে। মেয়েরা উঠোনে কাতার দেবে। সবাই বলবে, ও বামনী, বেটাছেলা না মেঞাছেলা তা দেখা?'
তাই! বামনী ছেলেপিলেকে সাবধান করল। কথায় কথা রটলে কি হবে মা! অবিয়্যতির বিয়ে হবেনা। আইয়তিকে স্বামী ঘরে নেবে না! মানুষ নিন্দা করে বাতাসে তুলো ওড়াবে।

৩

রাঙীর বাপ ফুলে-নব্‌লে থাকে। গ্রামটি মন্দ নয়। বহু গৃহস্থ-সজ্জনের বাস। রাঙীর বাপ গৃহস্থ পাড়ায় থাকে না। সদি ঘোষাণী দুধ-দই বেচা কড়ি কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে ইট পুড়িয়ে দালান তুলেছিল।

এ নবদ্বীপ-মণ্ডলীর আশেপাশে কেউ চট করে দালান তোলে না। ধুমে-ধামে শারদ পূজা করে না। করলেই সুলতানের আমীন আমলাদের নজর পড়ে ও অগৌণে খাজনা বেড়ে যায়।

সদি ঘোষাণী তা জানত না। তা ছাড়া বাড়িতে ইট পুড়তে শুরু যেই হল অমনি রাতে বাড়িতে ঢেলা পড়তে লাগল। দিনেমানে পুকুর থেকে বামুনরা জল নিতে দেয় না। দুধ দইয়ের কৃপায় সদি ঘোষাণীর শরীর এখন গিরিগোবর্ধন বললেও হয়। নড়তে কষ্ট, হাঁটতে কষ্ট। সদি মেয়েকে বলল, 'ভোমরা, ঠাকুরদের বাড়িতে একভাঁড় খাসা-দই দিয়ে শুধা কেনী কি দোষ করেছি? হাঁ দেখ! গড় খেতে ভুলিস্ না আর গায়ের আঁচল যেমন গায়ে থাকে লয় তো মোষ বাঁধবার খেঁটে লয়ে পিঠে ভাঙব।'

সদির দোষ নেই। ভোমরার গায়ের কাপড় সর্বদা গায়ে থাকে না। থাকবার কথাও নয় কেন না ভোমরার বয়স মাত্রই এগারো। কিন্তু শৈশবে সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল তারপর থেকে ভোমরার বুদ্ধি বাড়েনি। জিভ এড়ে আছে। কথা কইতে গেলে ল-ল-ড়-ড় শব্দ হয়। এদিকে শরীর বেড়ে প্রকাণ্ড হয়েছে, ষোল বছরের মেয়ের মতো।

ভোমরা মায়ের কথায় মাথা নাড়ল। তারপর, খোঁপায় সোনার কাঁটা গুঁজে কুসুম রঙে ছোবানো কাপড় পরে, ভোমরা বামুনবাড়ি দই দিয়ে গেল। মা-র কথা মনে ছিল তাই গড় খেয়ে ভোমরা হাত যোড় করে দাঁড়াল। ঘোষাল ঠাকুরের কোনো গুণে ঘাট নেই। তিনি দুই চোখে ভোমরাকে লেহন করতে করতে সরোষে বললেন, 'মা-রে যেয়ে বল্‌গা আকাশে মেঘ হলে উচ্চিংড়া বাতাসে উড়ে যখন! তারে ক্যাও পাখি

বলে না। সি যে পতং সি পতং থাকে। ঘোষাণী ই গাঁয়ে বস্যে সভার চোখের উপর ইট পুড়ায় ? ই হতে কলির আর বাকি রৈল কি ? মোর মাহিন্দার বীজ আনতে কাটোঞা যেঞেছে লয়তো আমি সামাজ ডেকে ই কথা সভার গোচারি কত্তাম।'

ঠাকুরানী সদাই ভিজে চুল চুড়ো করে রাখেন ও তাঁর চোখ ভাঁটার মতো এ সংসারের দশদিকে ঘোরে। তিনি বিরসবদনে বললেন, 'যেঞে পরামানিককে ডাক্ গা!'

'কেনী ?'

'তোর মায়ের মাথা মুড়াবে।'

সদি ঘোষাণী এইসব কথা শুনে বুঝল এখন তার সমূহ বিপদ। তার সমাজের লোকেরাও বলল, 'তো জেতের দশটা মোলে বুদ্ধি সাঁঝায় ই কথা সত্য। তু মাগী যেঞে ইট পুড়ালি ই দেখে এখন কাজির কারকুন গমস্তা—প্যায়দা সভে যদি বোলে ই ঘোষ বেটাদের টেঁকের গরম ভাঙতে হবে ? তখন তু কি বেবস্থা করবি ?'

সকলেই সদি ঘোষাণীকে নকড়া-ছকড়া করে। গরু পাঁকে পড়লে যেমন আঁকুপাঁকু করে সদি তেমনি কই-আছাড় খেতে লাগল। সে-সময়ে কি কারণে সে গ্রামে রাঙীর বাপ উপস্থিত। গাছের নিচে বসে বাতাস খেতে খেতে রাঙীর বাপের চোখে ঘুম এসেছিল এমন সময়ে শুনতে পেল, 'বাপ গো! অধমে তারো। দয়া কর। আবাগী মরে!'

চেয়ে দেখে আহা। কনকপ্রতিমা। তারই পায়ের কাছে হাত যোড় করে বসে আছে। ভোমরার পাশে সদি ঘোষাণী।

রাঙীর বাপের দয়া হল।

ফুলিয়ার নাম ফুল্লবাটি। বড় রম্‌রমার গ্রাম। এ গ্রামে কুলীন সমাজের দাপটে বনের বাঘিনী গরুর গোহালে এসে শাবক বিয়ায়। আকাশের জল রোদ চাঁদ সূর্য নদীর স্রোত আর মানুষের জন্ম-মৃত্যু ছাড়া আর যা কিছু আছে মানবসংসারে সবই কুলীন কুলপতিদের শাসনে চলে। এক ফুলিয়া নামে পাঁচ-সাতটি গ্রাম বিখ্যাত। যেমন ফুলে নবলা,

ফুলে বয়ড়া, ফুলে মালিপোতা।

অদূরে মায়াপুরে গঙ্গার ঘাটে পণ্ডিতদের কচ্‌কচি কিন্তু এমন মানুষও আছেন যদি একখানি পুঁথি পান্‌ তো "পুঁথি পড়ে ক্যাও? পুঁথি পড়ে যি সি-জন মহামূর্খ!"

বলে পুঁথিটি লয়ে লালখেরোতে মুড়ে তাবে চন্দনের ফোঁটা পরান ও কুলঙ্গীতে রেখে দেন।

গৌড়বঙ্গে গ্রামসমাজে উচ্চবর্ণ ছাড়া কেউ 'মাথায় পুঁটুলী খ', 'নাক পুঁটুলী অ'র চর্চা করে না। মানুষকে যে যা বলে সে তাই বিশ্বাস করে।

রাঙীর বাপ বললে, 'সদি ঘোষাণী ইট পুড়ায় কেনী? সি কি বামুনদের লাকে ঝামা ঘষতে? তা যদি জানতাঙ, তভে সত্বর উ-মাগীকে গোবরগাড়া করতাঙ গো! শূল চড়াতাঙ!'

'কেনী ইট পুড়ায় আপনি বোল না গো!'

'ঠাকুবেব আদেশ!'

এই কথা বলে রাঙীর বাপ কিছুক্ষণ চোখ উল্‌টে ধ্যানে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বোললে বিশ্বাস উপোজ্‌বে কি? ই মাগীকে ই কথা স্বপ্নে আদেশ জুঁয়ায়! মোকে মায়াপুরে স্বপ্নে আদেশ জুঁয়ায়। মন্দির লইলে লয়!'

'কোন্‌ দেবতা গো!'

'শিব।'

এখন আর কোনো বাধা আপত্তি রৈল না। আহা, শিবের মতো দেবতা আর কে আছে! তাঁর নাম করে গাঁজাটা, ভাঙটা, ক্ষীরমালাই আর সিদ্ধিব প্রসাদটা চলে।

কেউ কেউ বলল, 'দেশে অর্বুদ-অর্বুদ মানুষ রৈতে শিব যেঞে ঘোষাণীকে স্বপ্ন দেলাঙ্‌ কেনে? লা কি তিনি পাগলঠাকুর, ভাঙ খেয়ে কানা তাই বাম্ভোনের ঘর চিনে না?'

রাঙীর বাপ মুখ ভেংচে বলল, 'দাদা যেনী লাজবীজ যেঞে বস্তে আছে? জেত্তে বাম্ভোন তুম্ভি আছ, আম্ভি আছি। মোদের ঘরে শিব রৈলে তৈল-

বিনা পাতরের অঙ্গ ফাটবে। উ-ঘোষাণী একবিয়েনের গাইয়ের দুধে ঠাকুররে স্নান দেবে তা সোম্‌রে দেখেছ ?'
সদি ঘোষাণীকে বলল, 'ই গাঁয়ে রঞে বেঁচ্যে গেলি! মায়াপুরে হলে তো' মাগীকে কাঁধে যোয়াল দিয়ে নাঙল টানা করাতাঙ! আমি কে তা জানিস ? সমাজকে না কয়্যে ইট পুড়া ক্যাও কর্যে ? যা! যেঞে ঠাকুরের পায়ের মাটি জিভে ঠেকা, তা বাদে মন্দিরের কথা হবে।'
ঠাকুররা তুষ্ট হলেন। সদি ঘোষাণীর মন্দির হল। মন্দিরের সঙ্গে দালান হল। এই এতটুকু পাতলা পাতলা ইট।
রাঙীর বাপ বলল, 'গৌড়ে দেখে আলাঙ ইটের পরে চেকনচাকন পালিশ।'
'কড়ি ফেললে পালিশ হয় গো! লয় তো লয়!'
সদির মন্দির হল। রাঙীর বাপই তার পূজারী। ভোমরা তাকে 'বামুন বাবা' ডেকে সেবা করতে এসেছিল। রাঙীর বাপ সদি ঘোষাণীকে বলল, 'হ্যাঁ রে! তোর মেঞা মোকে বাপ বোলে কেনী ?'
'ই কেন (কেমন) কথা গো ?'
'কেনী ? উ মোকে আ গো! হ্যাঁ গো! বোলে ফুক্‌রোতে পারে না ?'
সদি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'পারে ঠাকুর! পারে! উ মোর হাবা মেঞা কার লজর হতে বা বেঁচয়্য রাখি'! তা ঠাকুর! লোকের মুখ অপবেশে ভার হবে, তুমি ই গ্রামে একটা বিয়ে কর না কেনী ?'
'নবলের শীতল বেম্বোচারীর সওদরা আছে যি! উনি মোর ধর্মপত্নী লয় ?"
শীতলের বোনকে পাওয়া গেল। কুলীনের বউ স্বামীর হাঁড়িতে চাল দেয় কোটিতে গোটিক্। এ মেয়েটির নাম কালী, রঙও কালো কিন্তু স্বভাব বড়ঠাণ্ডা। তাকে সামনে রেখে রাঙীর বাপ দাপটের সঙ্গে মায়ের মন্দির আর মেয়ের ভালোমন্দ একই সঙ্গে দেখতে লাগল।
দেখেশুনে সদির মুনিষ-মাহিন্দার বলাবলি করলে, 'ভাই! শোনুতে পাই গৌড়ে না কি সুলতান আছঙ. তিনি ভারী রাশের মনিষ! সভার পরে

ভগবান আছঙ্‌। তভে কি ভাই। সভে চোক্ষু রৈতেও কানা? ই বাস্তো-
নের মতো চামার গুলাঙের নাতি খেঞে মোদের জীবন চলে যাব্যে তার
বিধান লাই কেনী?'
'পাপ। মহাপাপে ভারা উল্‌টায় বুঝি।'
'ভোমর! ভোমর! ঠাকুর য্যাতক্ষণ ফুক্‌রোয়ে বোলে মনে লয় পাঁচন
কোত্‌কা মেরে ঠাকুরের পা ভেঙ্গে পাতকী হই!'
'ভাতপাতে উচ্ছা-নিম-হেলঞ্চা খা তুই! মুনিষ মাহিন্দারের দেহে ত্যাত
আগ থাকতে লাই। ওদে ভিজে জলে পুড়্যে কাজ্‌।'
রাঙীর বাপ মায়াপুরে যায়। মাঝে মাঝে যায়। এ সংসার থেকে চারটি
চাল-ডাল, তেলের ভাঁড়, দইয়ের সরা নিয়ে যায়। বামুনের ছেলেমেয়ে-
গুলি যেন দুর্ভিক্ষের পঙ্গপাল, পোড়োভিটেয় নৈপাল, পতিত গ্রামের
কুকুর।
খাই-খাই করে তাদের চোখ ভাঁটার মতো ঘোরে। বড় ছেলে পেল্লাদ
এমন কথাও বলে, 'আঃ! দেশে আকাল খরা হল্যে আগে রাজা থাকত,
মানুষ বলি দিত! যে ঘর হতে বলি কিনত তাদের ক'ত ধনরত্ন দিয়ে
কুবের কর্যে দিত! ই ঘোর কলিকাল। তায় যবন রাজা! ওঃ! শূল
চড়াতে, ফাঁস দিতে, মশানে নিতে উনির মন লাই! দয়ার দেহ! যদি
এমন বল্যে, বলির কাজে বাস্তোনের ছেলা চাই! আমি যেঞে এখনি
সামিল হই! 'শুধা এক কথা! যা চাইব, খেতে দিতে হবে!' বামুন
বামনীকে খড়মপেটা করে। বামনীর স্বভাব মন্দ না হলে বামুনের ছেলের
কথা এমন রুক্ষ চড়া হয়!
বামুন তাই। একবেলা থাকুক, একদিন থাকুক, নিজের খাওয়ার যোগাড়-
টুকু লয়ে আসে। ঘরে ঝাঁপ টেনে ভাত রেঁধে খেয়ে নেয়। আসে
বামনীকে শাসন করতে।
'খেতে যেঞে ধান গুড়াবি তো গুড়া। কিন্তুক আতের বেলা যাবি।
ক্যাও য্যামন ছেঁয়াটি দেখতে লারে। ক্যাও য্যামন না বোলে চিন্তা-
মণি বাস্তোনের পরিবার ডোমনীর মতো মুখ আছড়িড়ে থাকে?'

এ মায়াপুরে সবাই কিছু পাষণ্ড নয়। মাঝে মাঝে এয়োকাজে যখন খৈ-তেল-গুয়া-পান-দৈ-কলা-সিঁদুর দিয়ে এয়োবরণ করতে হয় তখন বাস্তোনীকে কেউ কেউ সোঙ্‌রায় ও ডালা পাঠায়। বামনী তখন মাথায় তেল মাখে ও কাঠের কাঁকইয়ে জটা ছাড়িয়ে চুল বাঁধে।

বামনীর মাথায় তেল, হাতে রাঙা কড় ও পায়ে আলতা দেখলেই বামুন সন্দেহে গর্জন করে। বামুনের জীবনে এখন অবধি শুধু মেয়েদের সঙ্গেই পরিচয় হচ্ছে। অনেক মেয়ের সর্বনাশ বামুন হতে হয়েছে তাই মেয়েদের সে বিশ্বাস পায় না।

ছেলেকে বলে 'য্যাতকাল পারবে পায়ের নিচে রাখবে, জাঁন্নু বাপ। তা বাদে হেঁসেলে ঢেঁকশেলে মেয়েছেলার ঠাঁই! আমার দেহ গত হলে বেঁধেছেঁদে মাগীকে সঙ্গে দেবে, জাঁন্নু? ই কাজটি তুমার।'

পেল্লাদ তা জানে। বামুন এখন ঘন ঘন আসে যায় তাই বামনীর উঠোনে ঘরে ছেলেপিলার কলকল শুনা যায়।

'বামন-গেঁড়া হৈলে হৌক, ছেলের নামকরণের বেবস্থা কি?'

এ কথা ভেবে বামনী বড়ই আকুল। বামন ছেলে, মাথা বড়, দেহ ছোট, হাত লম্বা, সকলই বামনের লক্ষণ।

তবু ছেলেটি, মধ্যে কি যেন কি আছে বামনীর মন শুধু টানে আর টানে। বুকে দুধ নেই, পেটে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, বামনী একদিন এক বুনো মেয়েকে ডাকল।

বুনো মেয়েটি জাতে ছোট কিন্তু বচনে বড়। অনেক ওষুধ বড়ির খবর রাখে ও। বনের গাছপালা—শেকড়-বাকড় জানে। মায়াপুর ও আশেপাশের পল্লীর অনেক জায়গাতেই, নবদ্বীপ মণ্ডলীর সর্বত্রই কিছু কিছু মানুষের হাতে এখন অগাধ প্রতিপত্তি ও টাকা। কোথায় গৌড় আর কোথায় সুলতান। সুলতানের নখের নখ, দাসের দাস সব রাজপুরুষদের দাপটে নবদ্বীপ মণ্ডলীর মানুষজন অস্থির।

সবচেয়ে বিপন্ন বোধহয় মেয়েরা। তারা রামের হাতেও মরে, রাবণের হাতেও।

এই বুনোমেয়ের মতো হাড়িনী, বাগ্‌দিনী, ডোম্‌নীরা সেইসব মেয়েদের লজ্জা বাঁচায়।

আবার ওরা সময়ে-অসময়ে টোট্‌কা-টুটকি দিয়েও গেরস্তকে সাহায্য করে। সমাজের পুরুষদের কাছে এইসব অন্ত্যজ মেয়েদের আকর্ষণ মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে। তখন ঢি ঢি পড়ে যায়।

বামনী একদিন বুনোমেয়েকে ডাকল।

'ডাক্য কেনী ?'

'ভিতরে আয়।'

'ভিতর !'

বুনো মেয়ে হাসল। তাদের ঘরে ভেরেণ্ডাগাছের বেড়া আছে, ঢাকাঢুকি আছে। তাদের উঠোনে ঝাঁট পড়ে, মাঝে মাঝে গোবর নেতা। তাদের মেয়েবা কোমরে ছোট দা গুঁজে খেজুর গাছে উঠে পাতা কাটে ও নিজে-দের ঘব নিজেরা ছায়। এ ঘরটি যেন শ্মশানের চালা।

খাল-বিল-নালায় মাছ গুগ্‌লি আছে। চরে কাছিমের ডিম ও কাছিম মেলে। ফাঁদ পাতলে সজারু-খরগোশ-গোসাপ ধবা পড়ে। ছাল ছাড়িয়ে পুড়িয়ে খাও, সকলই অমৃত। তাদেব ঘবে ছেলেপিলে এমন উপোসী থাকে না।

'কি বোলবে বোল কেনী ? সময় যায় !'

'এট্টু ওষুধ দিতে প্যারিস মা ? তোর ব্যাগ্যতা করি।'

কি কর, কি কর ঠাকরুন !'

'মোকে জীয়া মা ! ওষুধ দিঞে জীয়া !'

'অসুক কোথা ঠাকরুন ?'

বামনীর চোখ অসম্ভব আশায় জ্বলে উঠল। আহা ! এই তো সব দুঃখের নিদান গো। বুনো মেয়ে যদি সেঁকোবিষ-মতিচুর-বিষলাড়ু দেয় তো বাম্‌না ছেলটিকে বিষবড়ি দিয়ে নিজে মরে। বামন-গেঁড়া ! দেখতে অশুভ ! বাম্‌নী ছেলের মুখ দেখল, বুনোমেয়ের মুখ দেখল। বলল, 'ছেলাটি টেঁয়া টেঁয়া করে, বুকে দুধ নাই। দুধ হয় এমন কিছু জান ?

'লা ঠাক্‌রুন। তুস্তার বুকে ত্নুধ উপ্‌জি, ই মতো ওষুধ আমি শিখি নাই।'

বুনো মেয়েটি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'উ ছেলা তো আপ্‌না হতে আসে নাই! মা-বাপের ডাকে ছেলা কোলে আসে! তুস্তি কি সুজাচ্ছিলে ঠাক্‌রুন আমি বুঝি নাই? উ পাপের কথা ভাবলে মহাপাপ। দেখ! চিন্তে দেখ।'

বাম্‌নী আথিপিথি ছেলে কোলে বসে। 'আহা বাছা! তুর মরণ চিন্তা করেছি বাপ। বড় ত্নুস্কে বাপ! তোর মা হেন অভাগিনী ই নবদ্বীপ মণ্ডলীতে লাই রে।'

বাম্‌নী একথা বলে ও গুঁড়িগুঁড়ি ভাদ্রের জলধারার মতো কাঁদে। মেয়েকে বলে 'রাণ্ডী! ঝটিতি মনসাশীজের পাতা লঞে আন্‌! ভেয়ের চক্ষে কাজল দিব।'

বাম্‌নীর সামনে নানা প্রলোভন।

কতদিন বামুন ঘরে নেই, পেটে ভাত নেই, এখন শ্রাবণ মাস। ধানক্ষেতে কল্‌কলা জল, ভাগীরথীর গর্জন সন্ধে হতে শোনা যায়।

এমন সময়ে গাছে গাছে শুধু পাকা তাল, তা ভিন্ন আন শাক কচু নেই। বামনীর উঠোনে কই-মাগুর খল্‌খল্‌ বায়, গর্তের গোখ্‌রো বাঁশ-বেয়ে ঘরের চালায় ওঠে। উনোনে আগুন জ্বলে না চারদিকে শুধু জল আর জল।

অথচ বামুনের ঘরের ছেলে, নামকরণ না হলে নয়। ছ'মাস হলে মুখ-প্রসাদ দিতে হয়। বাম্‌নী শেষে রাণ্ডীকে বলল, 'সই মার কাছে যেঞে মা! ত্নুস্কের কথা বোল গা।

'একমুষ্টি আতপ, একভাণ্ড ত্নুধ, এতকটি বাতাসা লঞে আয় মেঙ্গে। তার ঘরেও তো ছেলা আছে, সে বুঝবে।'

'মা নিমাইয়ের নামকরণ হয়ে যেঞেছে বুঝি! রাশনাম শুনে আলাঙ্‌ বিশ্বম্ভর থুয়েছে।'

'তুই ছেলা দেখেছিস রাণ্ডী।'

'না মা ! তুমি মানা গেলে যি ? আমি বড় হয়্যে যেঞেছি যি ? পাড়ায় তো মা ! আমি আর যাই নাই।'

'তুমি তো মেঞা মা ! বউ তো লও ! তোমায় কলঙ্ক দেয় কে ?'

'যদি দেয় ?'

রাঙীর মুখ লজ্জায় লাল হল। যদি নিন্দে হয় ? যদি ওকে আর বেঙিকে বর না নেয় ?

এই সময়ে, কি আশ্চর্য, 'কাদা লয় হে, ইর নাম কাঁদোর ! কাঁদয্যে ছেড়ে দিলে যি।'

বলতে বলতে রাঙীর বাপ এসে পড়ল। হঠাৎ সদি ঘোষাণী তাকে বলেছে, 'ঘর সোম্‌সারের সংবাদ লাও গা ঠাকুর। মোর ভেয়ের ছেলা-বউকে তত্ত্ব কর্যে আনা করাব ভাবছি। তা ভিন্ন ! ভোমরার জেবনটা তো মা হয়্যে লোকে দেখতে হবে ?'

'ভোমরাকে তুই কি দেখবি মাগী ?'

'লয় তো কি তুম্ভি দেখবে ?'

সদির কথা ভালো লাগে নি বাস্তোনের। তালপাতার ছাতি ঘুরিয়ে সে সদিকে বলছে, 'দেখ্‌! আমি বাস্তোন ! আমার ছেলাগুলাকে বিয়া করাল্যে আমি রাজা হই !'

'হতে মানা কর্যে কে ?'

'ই বারে যেটা জন্মেছে, সেটাও ছেলা। হাঁ বাবা। চিন্তামণি কি যেঁই তেঁই মানুষ ? দেখ! বেটাছেলা কায়্যে বোলে।'

৪

ছেলে দেখে বামুনের মাথা ঘুরে গেল।

সদি ঘোষাণীর মুনিষ মাথায় ধামা নিয়ে আসছিল। ছেলের নামকরণ হবে বলে বামুন চারটি চাল, মুগডাল, তেল, দৈ, শর্করা, হলুদ ও পান-সুপুরি চেয়ে এনেছে। বামুনের ঘরে বেটাছেলের নামকরণ হবে তা আকাশ ঘি-সম্বরার গন্ধে নৌ নৌ করবে। কাক-চড়াই ঘরের আড়ায় বসে ছুটি খাবার আশায় পাখাসাপ্‌টাবে, কিন্তু মুনিষ দেখল ভাঙা ঘরে কয়টি উপোসী ছেলেমেয়ে আর দাওয়ায় বসে ব্রাহ্মণী কোলে ছেলে দোল দেয়।

দেখে সে ভাবল 'হোঃ। গয়লানীর মুনিষ খাটি, জমিজমা বোলতে লাই, কিন্তু ই হথে আমার ঘরের আবস্তা আছে।'

মুখে বলল—'লাও ঠাকুর ধামা রাখ। আমি যেঞে লা' ধরি। ধাউয়া-ধাউয়ি লা যেলে মাঝি বেটা লা' ছেড়ে দিবে।'

বামনীর বুকে আশায় আনন্দে ঢেঁকির পাড় পড়ে। আহ! যেন তার ছেলেটির নামকরণ হবে, তাই আইয়ত্তিরা এসে আলতা-পরা পায়ে আরোঁয়া চিড়া কুটছে। পায়ের মলে ঝন ঝন শব্দ। বিয়ের সময়ে বামনীর পায়েও রূপোর মল ছিল, কানে গুজরী পঞ্চম্।

'এতদিনে সোঙর হল? ছেলাপিলাসয়্যে আস্তিজীয়ে আছি না লাই?' বামনী বামুনের হাতে ছেঁচালড়া খেয়েছে আর পিঠে লাথি। ছেলেপুলে ভিন্ন কিছুই পায় নি। কিন্তু মেয়ে জাতের মরণ! স্বামীকে দেখে তার মনে কদমফুলে রোঁয়া দিল।

'লুণ ছিল না? আঁতুড়ে লুণ দিয়ে মারতে পারিস্ নি?'

বামুনের দাঁত খেঁচা দেখে বামনী ভয়ে তরাসে কাঁপল। বলল, 'মারবে না কি গো?'

'আর মারতে কি বাকি রৈল?'

বামনী বলল, 'চল্, ঘরে চল্। সকল সম্বাদ মন্দ লয় গো! তুম্ভি বিরূপ হয়্যো না, ব্যাগ্যতা করি।'

'ওঃ! বামনগেঁড়া বিয়ানীর মুখে সুসংবাদ।'

বামনীর ঘরে আড়ানি নেই। সে তালপাতার পাখায় স্বামীকে বাতাস করতে লাগল ও ধীরে ধীরে বলল—'বামনগেঁড়া আগে সুজ্‌ব কি, পরে সুজ্‌লাম! তা দেখ! উ যাামন ভুঁই ধরল, তেমনি তার শত পল আগে চাঁদে গরণ। ই গরণ চাঁদা ছেলা, বুঝি বা দেবঅংশে হয়্যেছে। দেখ! দেব-অংশে পোঞা ভুঁই ধরলে দুর্ভিক্ষ ঘুচে, কৃষক সুবৃষ্টি পায়। তাই আম্ভি বোলি—'

'কি?'

'তুম্ভি কেনী খড়ি পেত্যে বোস না? উর ভাগ্য ভাল বোলে প্রচার দাও গো! লয় তো জামাই রাঙি-বেঙিকে লবে না। পেল্লাদ বিশুর বিয়া হবে না। দেখ না দেখ! তারা তো তোম্ভার রক্তের রক্ত গো। দেখ! অবুইঢ়া মেঞার সাধ বিয়াকালে পুরে। মোর কপালে ভাত, গায়ে দিবার নেকড়া লতি, আছিদ্দিরা খেড়ে ঘর কিছু জুটে লাই। কিছু মাঙিলাই আম্ভি। ই দয়াটুকু মোরে কর।'

বামুন নামে দ্বিজ, কাজে অদ্বিজ। কিন্তু মন্দ মানুষের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বামুন দূর হতে সবাইকে ঈর্ষা করে। এক সময়ে শচী মিশ্রানী দয়া করে তার বামনীর সঙ্গে সই পাতিয়েছিলেন বলে সে মনে মনে সব সময়ে দুটি পরিবারের মধ্যে তুলনা টানে। সদাচারী সৎ ব্রাহ্মণের নাম শুনলেই তার হিংসে হয়। এখন সে বলল—'কথা মন্দ লয়। চাঁদে গরণে পুন্নিমাসীতে যাামন সুলক্ষণ পোঞা জন্মায়, আম্ভার পোঞা বা খাটো যাবে কেনী? যা। যেঞে তিনটে আইয়তী ডাক, কর্মে হাত দে! বেলা যায়। ছেলার নামকরণ করতে হবে না?'

আজ মায়াপরের সকল ব্রাহ্মণ বাড়ির আইয়তিরা বুঝি জগন্নাথের আঙি-নায়। বুঝি সেখানে আইয়তিরা এ-ওর কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা দেয় ও ঘন ঘন হুলু দেয়। বুঝি পণ্ডিতরা ভাগবত পড়েন ও মিশ্রদের

যারা ভালবাসে তাদের কড়ি খেয়ে বাদ্যকররা এসে বাড়ির বাইরে ভোড়ঙ্গপটহ দগড় বাজায়। বলি পাকলালে বাইন কেটে প্রবীণা আই-য়তিরা ঘি মৌ মৌপরমান্ন রাঁধেন। চিন্তামণির ছেলের নামকরণে আই-য়তি কোথা থেকে পাওয়া যাবে ?

রাঙি গিয়ে মদনের মা বুড়ি ও আচার্য বাড়ির দুর্গা জ্যেঠিকে ডাকল।

'বড় আই! মা বোলে সোনা-রূপা আপেলি লয়্যে যাবেন।'

'তা আর তোমায় কইতে অইব না মা। তোমার মায়ের নামপূজার বিত্তান্ত আমার জানা আছে।'

অনেকের মতো দুর্গা জ্যেঠিরাও জলপথে আর হাঁটাপথে বঙ্গদেশ থেকে মায়াপুরে এসেছেন। দুর্গা জ্যেঠিদের বাড়ির পুরুষরা গৌড়ীয়া বুলি বলেন। মেয়েরা বড়গাঙ্গের দেশের কথা ছাড়তে পারেন নি। দুষ্ট ছেলেরা দুর্গা জ্যেঠিকে পেছন থেকে 'আ রে বঙ্গীয়া রে বঙ্গীয়া' বলে রহস্য করে।

দুর্গা জ্যেঠি খরকর্মা মেয়ে। তা ছাড়া আচার্য ব্রাহ্মণের বাড়ি। পালে-পার্বণে প্রণামী-বিদায়ী নতুন কাপড়-গামছা তাঁর কাছে থাকে। দুর্গা জ্যেঠির জিভে খরধার, কিন্তু মনটি মন্দ নয়। বেতের পেটরা, কাঠের সিন্দুকে নিমপাতা, কালোজিরে, কর্পূর দিয়ে উনি এইসব কাপড়-গামছা তুলে রাখেন। পাড়াপড়শীকে সময়ে-অসময়ে ধার দেন।

'রাঙি লো রাঙি! দূর্বা আন্।'

'এই যে বড় আয়ি।'

'পোলারে লইয়া আহ রাঙির মা! তরাতার আহ!'

তিন আইয়তি ধীরে ধীরে ছেলেকে জল-হলুদে স্নান করায়, দূর্বা ছোঁও-য়ায়। নতুন গামছায় ঢাকে।

'লয়েন! পোলার মুখ পর্সাদ করেন।'

'এখনি?'

'লয় তো কি? এক কামেই হকল কাম সারেন।'

এই এতটুকু বাটি, যেমন বাটিতে মানুষ চরণামৃত খায়। সেই বাটিতে এতটুকু পরমান্ন। বাপ মুখে দিল, শিশু চুষে খেল। শিশুর জীবনকালের

এমন মিষ্টি জিনিস খায় নি। মায়ের বুকে দুধ নেই। শিশু শর্করাজল খায়। কুচিৎ-কদাচ দুধ পেলে নেকড়ার পলতেয় চোষে।

পরমান্নটুকু পেয়ে শিশু হাঁ করে করে চুষতে লাগল।

'লাও বাপ! ছেলার মুখে থালা ধর।'

মদনের মা বুড়ির গলা কফে খনখনে ও সদাই কাঁপে। সে একখানি থালা এাগয়ে দিল। থালাটিতে দুটি ধান, একটি জীর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া গীতা স্তোত্র পুঁথি, একখণ্ড খড়িমাটি, একটি সোনার আংটি, একটি রূপোর মাদুলি সাজানো।

সকলে ঝুঁকে পড়ে দেখে। কি ধরবে শিশু? রাঙি-বেঙি-পেল্লাদ- বিশু সবাই দেখে। মদনের মা বুড়ির ফোকলা মুখ হাসিতে ভরে যায়। ঘর-সংসার-পুজো-উৎসব বড় ভালবাসে বুড়ি। আঙট কলাপাতে হলুদ-ঘি মাখা ভাত ও ব্যঞ্জন খেতে ভালবাসে। কিন্তু পালে-পার্বণে বাড়ির বউ মেয়েরা এখন আর তাকে নিয়ে যায় না। বলে, 'কে তোমার সঙ্গে শামুকপারা গুটি গুটি যায় তাই বোল কেনী? ই বয়সে এমন লোলানি কেনী? বুঢ়া হয়েছে ঘরে রইতে পার না?'

মদনের মা তাই এখন মহাখুশি। শিশু সামনের থালার দিকে হাত বাড়ায় দেখে তার দুই ঘোলা চোখ স্বপ্নে ঢেকে গেল। বুড়ির চোখ ঘোলা, দুপুরবেলা নিজের ছায়াটুকু চোখে পড়ে না, কিন্তু শিশু-নবজাত-বালকবালিকা দেখলেই ওর চোখে স্বপ্ন নামতে থাকে। বুড়ির এক পা শ্মশানে, কিন্তু সুযোগ পেলেই ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। পুবদিকে মুখ করেই ও পশ্চিমে যাচ্ছে। বুঝি টুপ্ করে ডুবে যাবে যখন তখনো পুব-দিকেই মুখ ফিরিয়ে থাকবে। বুড়ি বলল—'আহা গো! ই ছেলা রক্তের দলা। ই পোলা বড় হবে, পুরুষ হবে, সোম্সারে ঢুকবে, বিয়ে করবে, ছেলার বাপ হবে, তা বাদে কত রঙ্গ খেলে তভে যেএে চোখ মুদবে। কি ধর্যে তা বোল দেখি দুর্গা বউ?' দুর্গা জ্যেঠি মুখে আঁচল চেপে হাস-লেন ও বললেন—'আপনি বলেন।'

সবাই চেয়ে দেখে। শিশুর মুখে এখন পরমান্নের স্বাদ। পেটে দুর্বাসার

ক্ষিদে। ঝুঁকে পড়ে সে ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রূপো—সব মুঠো-মুঠো খেতে গেল। সব খাবে সে। মায়ের বুকে এখন ভয়েডরে ঝড়ের গঙ্গায় ডিঙি ধপাস ধপাস আছাড় খায়। ধান ধরলে ভূ-সম্পত্তি হত, পুঁথি ধরলে বিদ্বান হত, খড়ি ধরলে কাজের মানুষ হত, সোনা-রূপো ধরলে ধনী হত। এসব খেতে চায় কেন? এই থালা তো এখন পৃথিবী। এতে ভূমি, ধান, সোনা, রূপো, বিদ্যা, বুদ্ধি সব আছে।

'আক্কস। পিথিমি গিলে খাবি?'

মা অস্ফুটে বলে, কিন্তু সকলকে অবাক করে বামুন এখন গম্ভীর গলায় বলে—'জয় গুরু! জয় গোবিন্দ!'

দুর্গা জ্যেঠির শ্বশুরের নাম গোবিন্দ, তাই হাতজোড় করে তিনি নিচু গলায় বললেন—'রাঙি? বাপরে জিগা তর কর্তা-ঠাইরদার নাম লয় ক্যান্?'

বামুন আকাশের দিকে একবার চাইল, একবার মাটির দিকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল—'খড়ি পেত্যে গোণে তভে প্রকাশ যাব। খুঙ্গি পুঁথি লয়্যে দেখতে হবে।'

'দেখতে হবে?'

'দেখতে হবে না? ই পোঞা কি সামান্য ছেলা? কি সময়ে ভুঁই ধর্যেছে, তা কি সোঙর লাই?'

'কি সময়ে গো!'

'সাঁজে বলব। রাঙির মা! ছেলা ঘরে লাও।'

শ্রাবণের সন্ধে দুর্যোগের সন্ধ্যা। বিকেল থেকে সোঁ-সোঁ পুবালী বাতাস ডাকল, গৃহস্থ প্রমাদ গনল। চাষী আথিপিথি মাথাল মাথায় ধায়। ধানের ক্ষেত আলবাঁধা। সে আল কেটে দিতে হবে। নয়তো জলে ভেসে যাবে।

'ও কাকা, লয়ানজুলি কেট্যে দাও গো! জল বহে যাবে।'

'তুই যেয়্যে কোদাল মেঙ্গে আন্ রে!'

'খালিজুলি ভেস্যে যাবে কাকা, মোর ড্যাঙাটায় আথল জল। কইমাছ

খল্‌বল্‌ কত্তেছে দেখ কেনী ?’
‘তুই যেয়্যে দেখ্‌ গা ! মুনিষের ক্ষেত ভেস্তে যায় আয় উ যেয়্যে কই-মাছ দেখতেছে ।’
‘তা দেখবে না কেনী ? ছেলা বয়স তো ! আরিন্দার কোঁৎকা তো উয় পিটে পড়বে তোমার পিটে পড়বে !’
‘জলেব ডাক কানে পশতেছে দাদা ! চল, যেয়্যে কোমর জলে দাঁড়ায়্যে আল কাটি গা ! মুনিষের আর কি বল ।’
‘সকালসাঁজে সেবা কত্তেছে আর এমন তুর্যোগে । গুনগুনা শুনে বনের বাঘ বনে সাঁদায় । তিনিরা ক্যাঁতা মুড়ি দে’ ঘরে সান্ধেছে ।’
বাখালরা গরু-বাছুব নিয়ে খুঁটোদড়ি ধরে গোহালের দিকে ধায়, তা দেখে একজন বলল—‘পবজন্মে মনিবেব মুনিষ হব না ! মনিবের গোরু হঞা জন্ম লিলে ভালো থাকব ।’
সন্ধে হবার আগে রাত নেমে গেল । আকাশে বেঙ্গতড়কা বাজে । বুঝি পৃথিবী ও আকাশের সীমায় সীমায় যে দিগ্‌গজেরা থাকে, তারা আজ শুঁড় তুলে লাফিয়ে উঠেছে । পৃথিবীকে জলেঝড়ে দোলমাল করে তবে ছাড়বে । পবন বুঝি তবে ছেলে হনুমানকে নিয়ে আজ ঐ মেঘেব উপর ঘোড়-সওয়ার । বাপ-বেটায় মানুষের ঘবসংসার তছনছ করবে ।
এমন তুর্যোগ দেখে মদনের মা বুড়ির মাথা ঘুরে গেল । আজ এখানে তুটি রেঁধে খেয়ে সে রাঙিদের ঘরেই মাতুর পেতে শুয়েছিল । এখন আকাশের সাজো-সাজো দেখে সে ।
‘রাঙি লো, রাঙি ! বেঙি লো বেঙি !’ ডাকল ।
‘কেন গো আয়ি ?’
‘আয় দিদি, যেঞে আকাশের রায়া, ইন্দর রায়ারে শাস্ত করি !’
রাঙির চোখে-মুখে এখনো সকালের শিশির লেগে থাকে । মুক্তোর মালা রাঙি দেখে নি, কিন্তু শরতের সকালে ঘাসে ঘাসে শিশিরের ফোঁটা মুক্তোর মতো দোলে । রাঙির তুই চোখে এখনো অপরাজিতা ফুলের কোমল নীল । রাঙি ভাবল, আয়ি মা বার-ব্রত শিক্ষা দেয়, অনেক জানে । কিন্তু এখন

আকাশরে কি আয়ি শান্ত কত্তে পারো ? তা ছাড়া পবন আর পবন-পুত্রে যে সোঁ-সোঁ হুঙ্কার। যদি আয়িরে ওরা উড়াইয়া লয় !'

'যেয়্যেন না আয়ি !' রাঙি বলল।

'চল্ না, চল !'

মদনের মা আস্তে আস্তে বলল। তারপর সে একটানা পীঠা বগলে নিল, একটি তালপাতার পাখা।

'একমুষ্টি চাল, একখণ্ড চেলা কাঠ, রাঙি !'

চুল ছোনের লুড়ি বুড়ি আর সোনার পুতুলের মতো রাঙি ইন্দ্ররাজাকে শান্ত করতে উঠোনে নামল।

আকাশ কাজল কালো। বুড়ির দিশা-বিদিশা সংবিৎ নেই। সে বুঝি দক্ষিণ দিকে মুখ করল।

'ডাইনে ঘুর্যেন আয়ি ! ডাইনে ঘুর্যেন। পুবমুখে ঘুর্যেন !' বামুন দাওয়া হতে চেঁচায়।

এখন বুড়িকে বকের মতো সাদা দেখায়। যেন আতপ চালের পিটুলি দিয়ে তৈরি একটি সূতিকাষষ্ঠীর পুত্তলিকা জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে।

বুড়ি মৃদুমৃদু হাসে ও পীঠা পেতে দিয়ে দুই হাত শাঁখ বাজাবার ভঙ্গিতে মুখের দুপাশে ধরে বলে—'গোঁসা যেঞেন না ইন্দরে বায়া ! আসেন, এই পীঠায় বসেন ! রাঙি হাত মাথায় ঠেকা।'

রাঙিকে কোলের কাছে নিয়ে রাঙির হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে জোড়পদ্ম করে বুড়ি ইন্দ্রকে চাল দেয়, কাঠ দেয়, আঁচল হতে সুতো ছিঁড়ে দেয়।

'এই চালে ভাত রান্ধ ! এই কাঠে চুলায় আগুন ! এই সুতা লঞে ইন্দারণীরে দিঞেন, তিনি বস্তর বোনাবে, ছাখ চোক দিবে, পিথিমীতে আর জল পশবে না। গিঁঠ দেই, গিঁঠ দেই, আমি দশদিশে গিঁঠ দেই !'

বুড়ি রাঙির হাত ধরে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল ও বলল—'এখুন আর মন্তরে জোর নাই। ঘোর কলি। লয় তো পদ্ম হাড়িনী জীয়ে রইত যদি, ব্রেম্মা চড়ে আকাশ-পথে যেঞে ইন্দরায়ার সঙ্গে কথা বোলে

আসত।'
'কি বোলত বলেন আয়ি ?'
'বোলত রায়া গো! এখন আর জল দিঞেন না! আউস ধান ভালো হঞাছে। জল দিবেন মাঘের শেষে। জল দিবেন চত্তিরে। কই ত্যাখন তো এমন বর্ষা ছিল না ?'
বুড়িব কথায় না রাঙির পদ্মফুলের মতো মুখখানি দেখে কে জানে কেন আকাশ থেমে রৈল। বামুনের ঘরে এখন একে একে জনসমাগম। পুরুষ-মেয়েবা সাত-দশজন। এতজনকে বসতে দেয় বামনীর ঘবে এমন চেটাই পর্যন্ত নেই। খুঙ্গিপুঁথি কোলে নিয়ে বামুন খড়ি দিয়ে রাশচক্র আঁকে ও বিড়বিড় গোনে। গোনে ও 'জয় জয়' বলে।
'কি দেখ, বাস্তোন তুমি কি দেখ।'
'দেখলাঙ আশ্চায্য কথা।'
'কি কথা বোল কেনী ?'
'অহে, হাঁড়ি ভাঙ্গ, হাঁড়িভাঙ্গ, সত্বর কর। আকাশ ভেঙ্গে আসে, বিশ্বাস কর্যে না।'
'জন্মলগ্নে কুন ছেলা দেবতা।'
'আগে কহ বাপ, আগে কহ।'
'মোব পুত্র নরাকারে কীর্তি বেখে যাবে নিশ্চয় জানলাঙ। দেখ! ই ছেলাব বাশনাম বিবেক আর ই বামনগেঁড়া আকার ধর‍্যেছে ই এক দৈব ছলা! ই পুত্তরে সভে বটু বল্যে ডেক্য। আর নামে সম্ভাষিয়্যে না।'
'জয় জয়।'
সকলে জয়জয় ধ্বনি দিল ও তালপাতার ছাতি খুলে উঠোনে নামল। সেই বাতে আকাশে দিগ্‌গজের হুঙ্কার, অযচ্ছল বিষ্টি পড়ে। বিবেককে বুকে নিয়ে বামনী সুখে নিদ্রা গেল। 'সুখের শৈশব অতি, সুখের শৈশব মা-র কোল যার আছে তার আছে সব।'
দিনে দিনে দিন যায় বটু বড় হয়। শরীরে বৃদ্ধি নেই, কিন্তু বুদ্ধিতে ক্ষুরের ধার খেলে।

স্বপ্নাদিষ্ট শিব মন্দিরের বড়ই বাড়বাড়ন্ত। সদি ঘোষাণী বামুনকে নিয়ত নেমেছেমি করে। বামুন আজকাল ঘন ঘন মায়াপুরে আসে। তাতে বামনীর সুখ যত, অসুখ তত। খেয়ে না খেয়ে বামনীর ছেলেপিলে-গুলির নাড়ী মরা। তারা পরমান্ন পেলেও তেমন খেতে পাবে না। বামুন বেশি ভাত খায়, বেশি তেল মাখে, বেশি নিদ্রা যায়। সকলই তার বেশি বেশি। চেয়ে-মেঙ্গে তাব ভাত-ব্যঞ্জনের যোগাড় উব্‌জোতে বামনীর প্রাণ বেরিয়ে যায়।

অদূরে সপ্তগ্রাম, অদূরে আম্বুয়া। নদীপথে তুমি যেখানে যেতে চাও যেতে পার। বড়গাঙ্গের ওপারে গোদাগাড়ি হয়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাও। জলে জলে আরো পুবে যাও, বঙ্গদেশে, নয়তো দক্ষিণে যাও, যেখানে বাঘের ঠাকুব দক্ষিণরায়ের রাজত্ব। যে দেশে বনের নাম বিজুবন, মানুষের বসতি বলতে নেই। সমুদ্রের লোনা জল আর লোনা বাতাস সেখানে রাতে-দিনে হা-হা কাঁদে।

ভাগীরথী রাতে-দিনে নৌকো বহেন। ডিঙি, শালতি, সুলুক, বজরা, সেচ, ডেউর বহর, পানতি। দাঁড়ের নৌকো, পালের নৌকো, কলার ভেলা।

ঘোর কলি, ঘোর কলি।

ভাগীরথী তীরে এ নবদ্বীপমণ্ডলীতে এখন শ্রীহট্ট, চট্টল, বেতাল, এগার-সিন্দুর রাঢ়ভুক্তি, দক্ষিণভুক্ত নানা ঠেঙের বামুন পণ্ডিতের বাস।

প্রভাতে মায়াপুরে স্নানঘাটের চেহারা দেখলে পরাণ জুড়োয়। কেউ স্নান করেন। কেউ সূর্যকে ফুলজল দেন। কেউ টিকি নেড়ে কলহ করেন। কেউ লুড়ি তুলে দুষ্টু ছেলেদের মারতে যান, কিন্তু আসলে ওঁরা সবাই একেকটি মহাপণ্ডিত, বিদ্যায় বৃহস্পতি, নবদ্বীপমণ্ডলী ও কালনা-শান্তিপুর-ফুলিয়ার গলায় একেকটি রত্নহার বললেও হয়। মায়াপুরে ইটের দেউল, খড়ের দেয়ারা, মন্দিরের লেখাজোখা নেই।

টোলে পণ্ডিত ও ছাত্র নব্যন্যায়ের কচকচি করেন। পাঠশালে ওঝা 'অ লিখিলি, মাত্রা দিলি না? মাত্রা দিবে কি তোর বাপ?' বলে বালককে

দাঁত খেঁচে ন'কড়াছ'কড়া করেন।

মায়াপুরে তিন মাথার মুখে দাঁড়াও। দেখবে কোনো থুনথুনে কোমর ভাঙা বুড়ি কচি কচি অবুইঢ়া মেয়েদের আটমঙ্গলের ব্রত করান। গৃহস্থের দরজায় যাও। দেখবে সন্নেসী সেবা পায়, ভিখিরি ভাত পায়। গিন্নিরা রাঁধেন-বাড়েন, ঠাকুর সেবা, স্বামী সেবা, সংসার সেবা করেন, বউ-মেয়ে জোগাড় দেয়।

ঘোর কলি, ঘোর কলি।

আবার তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে উন্মত্ত রাজপুরুষ পথেঘাটে নেশার ঘোরে ক্ষ্যাপা হাতীর মতো ঘোরে।

'রক্ষাকর্তার অজাচার
রাজ্য করে ছারখার।'

ডাকের বচন। লাখ কথার এক কথা। ছাগল যেমন বয়েসকালে যথা ইচ্ছা তথা যায়, এ মায়াপুরে রাজপুরুষেরও ছাগলা ব্যবহার।

তারা মেয়েছেলে দেখলে সম্ভব পাছু ধায় ও 'তুম্ভি মোর বাপ' বললেও বেওয়াত করে না।

ঘোব কলি। দেশের এমন অবস্থা যখন হয়, তখনি দেবতা আসে।

এ মায়াপুরে কেউ স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপন কবতে ঘিয়ে-দুধে বান ডাকিয়ে দেন ও অন্তঃপুরে সদম্ভে বলেন, 'হা দেখ! উ রামের বাপ পঞ্চাশ বেন্নন খাইয়েছিল, আম্ভার ঘরে যেমন পঞ্চাশ এক বেন্নন হয়। খেতে নারলে ফেলয়্যে দিবে তভে সভে যেমন সোঙর রাখে বাপের বেটা খাইয়েছিল বটে!'

আবার বটুদের ঘরে ভাত হলে ডাল হয় না। শীতকালে ছেলেমেয়ে তুষের নিচে ঘুমোয়, তাদের গায়ে দোলুই, ভোটকম্বল, পুরু কাঁথা কিছুই জোটে না। কচুঘেঁচু, ঢেঁকিশাক, ছোট মাছ, জঙ্গলে-খালে-বিলে যা জোটে তার বাড়তি খাবার তারা কমই পায়। আকাল-খরা-অজন্মায় বছর বছর ইতরেভদ্রে দুঃখী-গরীব ছেলেমেয়ে দু' চারটি এখানে-ওখানে বিলিয়ে দেয়।

এ ঘোর কলিতে মানুষকে কে দেখে ? গৌড়ের বাদশাহ গৌড়ে থাকেন। সব জানতে পারেন না। কিন্তু সালিয়ানা-খাজানা তুলতে তাঁর আমীল-কারতুণ থেকে শুরু করে পোতদার-ডিহিদার-আঁরিন্দা রক্তচোখ করে ঘোরে।

'দে, দে' ভিন্ন তারা আর কথা জানে না। আকাল-খরা হোক, অতি-বিষ্টি বা অনাবিষ্টি হোক, চাষীর কপাল ফেরে না।

চাষী ডিহিদারের আরিন্দা দেখলেও ভয়ে কাঁপে, গ্রামস্বামীর লেঠেল দেখলেও তার প্রাণ উড়ে যায়।

ফলে এই সালিয়ানা জোগাতে না'পেরে বছর-বছর কিছু গৃহস্থ, কিছু চাষী ঘব ছেড়ে দেশান্তরী হয়। তাঁদের ভিটা কখনো অন্য প্রতিবেশী বা ভূস্বামী দখল করে, কখনো সে ভিটায় দিনমানে শিয়াল খেলে বেড়ায়।

বুনোরা পতিত ভিটেয় শাক-বীজ বুনে চলে যায়। পোড়ো ভিটেয় কচ-শাক, ঢেঁকিশাক, ভুঁইকুমড়া, পাটশাক ফনফন করে বাড়ে ও গোখরো সাপের ছানার মতো মাথা তুলে বাতাসে দোলে। বুনোরা বলে—'মনিষে ভিত খুদে, ঘর গড়ে, তাহে স্তে হ থাকে, লেই থাকে, সোম্সাবের লেগ্যে আকুলিবিকুলি থাকে। ই সভে মিল্যোমিশ্যে মাটি লরম কর‍্যে গো! তাই মনিষের ভিতে গাছ আওলালে এমন তেজ হয়।'

কারো পতিত ভিটেয় সতেজ লাউ-শশার লতা লকলক করে। কারো ভিটেয় নতুন ঘর ওঠে। ওদিকে সপ্তগ্রামের পথে পথে বুঝি পৃথিবীর ব্যাপারীদের ভিড়। নদীর বুকে ব্যাপারীর নৌকো নাচে। ব্যাপারীদের বান্দানফরদের কালো পিঠ কখনো শুকনো থাকে না। কখনো ঘামে ভিজে যায় পিঠ, যখন তারা আলি-জালি-মসলন্দ-রেশম কাপড়ের গাঁইট তোলে নৌকোয়। কখনো তাদের পিঠ রক্তে ভেজা থাকে যখন পিঠে চামড়ার কোড়া পড়ে।

সাতগাঁয়ের নদীতে রেশম সুতির নৌকো নাচে আর দূরে, বঙ্গদেশে সোনার গাঁয়ের নদীতে যে বহরের নৌকো দোলে তাতে সুপুরি, নার-

কেল আর শুকনো মাছ বোঝাই হয়।

যে-সব ব্যাপারী বাণিজ্যের পেছনে ফিরে শুধু অলক্ষ্মীর দেখা পায়, তারা শেষ অবধি এসে সাতগাঁর বাজারে ভেড়ায়। বলে, 'ওঃ, চাকচক্য দেখ্যে চক্ষু যেমন হরে যায় গো!'

'হবে না কেন? ডিহিদার তো বেপারীখেদা লয় ই ঠোঁয়ে? মোদের দেশে, জানু ভাই, ডিহিদার শুল্ক-শুল্ক, মাসুল-মাসুল বোলে মাথার পোকা লড়িয়ে দেয়! বেটারা বেপার-বেসাত দেখতে পারে না কেনী তা বোল দেখি?'

'তোম্ভার মুখ যেমন কেল্যে হাঁড়ি! উ বদন দেখে উদের মনে তিতো ধর্যে যায়।'

'দাদা রসের পাতিল যি? তা তোম্ভার বদন দেখি চাঁদপারা, তোম্ভায় কুকুরতাড়া করল কে?'

'কপাল রে ভাই কপাল! বঙ্গদেশে যেয়্যেছিলাম, সেথা ভাই, লদী লয় তো সাগর! মাটি লয় তো সোনা! পা দিয়্যে লাথ মের্যে ধানবীজ রুয়ে দাও কেনী? ফনফনিয়ে উঠবে। গাইগোরুর ওলান্ দুধে ফেটো যায় আর মাছের কুন লিখা-জুখা লাই!'

'অমন বঙ্গ ত্যেজে আইলে কেনী?'

'একা তো যাই না রে ভাই! বঙ্গে যেয়্যেছিলাম তা কপাল সঙ্গে যেয়্যেছিল না? দয়ের বুকে ঝড় উঠল তা যাবি তো যা, আমার লা দু'খানাই বড়গাঙ্গের ওদরে চলে গেল।'

সাতগাঁ, সোনারগাঁ-র বন্দর ব্যাপারীদের কড়ির গরমে ফেটে যায়। বেনে ব্যাপারীর কড়ি কড়ে নিতে সেখানে অনেকেই হাঁ করে থাকে। মাথায় ফুলের মালা, গলায় পলাকাঁটির মালা পরে নষ্ট মেয়েরা সন্ধে-বেলা ঘর সাজায়। শুঁড়িরা হিং-মরিচ দিয়ে মাছ ভাজে ও মাটির ভাঁড় সাজিয়ে বসে।

সবই একসঙ্গে চলে এ পৃথিবীতে।

এই পৃথিবীতেই একদিন বটুর বয়েস আট বছর হয়ে গেল।

এক ঘোর বর্ষার রাতে বামুন বুকে হাত রেখে গর্ব করে বলেছিল, 'মোর পুত্র নরাকারে কীর্তি রেখে যাবে।'

বামুন সেকথা কেন বলেছিল তা বামনী ভুলে গিয়েছে। বটুর মা এখন বিশ্বাস করে তার ছেলেটি সামান্য নয়।

বড় মা-নেওটা ছেলে। মা'র সঙ্গে ছেলে ছায়ার মতো ঘোরে। মা আজো ধানক্ষেতে গিয়ে ধান গুড়ায়। আজো চাষী মাহিন্দার তাকে বড় দয়া করে। বলে—'কত পাপ করো্য তভে যেয়ো ইজাথ ঠাকরোনের এমত গোহারি হঞাছে। দেখে চক্ষু ফাট্যে বক্ষ ফেট্যে যায়!'

চাঁদ উঠলে মায়াপুরে অন্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা এ-ওর বাড়ি গিয়ে আঙিনায় বসেন ও ব্রতকথা, গল্পকথা শোনেন।

বটু দেখে ঐ চাঁদ আকাশে। ঐ চাঁদ তুধের মতো জ্যোৎস্না ঢেলে চরাচরকে স্নান করায়।

বটু বলে, 'মা, চল যাই তুজনায়!'

'চ বাপ!'

বটু বন থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেতবাখারি এনেছিল। বেতবনে গিয়েছিল বটু দাদার সঙ্গে। কৈশোরে বড় রুক্ষ ছিল প্রহ্লাদ, তার কথার ঘায়ে মা'র বুকে তীর বিঁধে যেত।

তুর্গা জ্যেঠাইমা ওকে স্নেহ করে ডেকে নেন। ভাসুরপোকে বলেন—'তগো নাগাল বামুনের ছা! অরে তুই বিত্তিকাম দে!'

তুর্গা জ্যাঠাইমা আজো সংসারে উদয়াস্ত খাটেন। বাড়িতে ছেলে-ভাসুর-পো-ভাগ্নে প্রত্যেকেরই তুটি-তিনটি বউ থাকা সত্ত্বেও কখনো চোখ রাঙিয়ে, কখনো গালমন্দ দিয়ে, কখনো চ্যালাকাঠ মেরে বাড়িতে সতীন-কলহ বন্ধ রাখেন। তাঁকে সকলেই মানে খুব।

অগত্যা বিশ্বনাথ প্রহ্লাদকে কিছু কিছু যজমানী দিয়েছেন। গরীবত্নঃখীর ছেলে। তাই প্রহ্লাদের হাতে তাগা, গলায় হার জোটে নি। তবু তার গায়ের রঙ চাপা ফর্সা। দীর্ঘ শরীর, টানা টানা চোখ। ধানক্ষেত ধরে কাঁধে চাদর ফেলে প্রহ্লাদ যখন গ্রাম-গ্রামান্তরে যায়, বটুর মনে হয়

এমন সুপুরুষ সে দেখে নি।

প্রহ্লাদ কেন যেন বটুকে স্নেহ করে। নদীর ধারে বেতবনের খোঁজ ও-ই দিয়েছিল বটুকে। বলেছিল—'চল্ বটু, বেতফল লয়্যে আসি গা?'

'কেনী দাদা?'

'আই (মা) সুক্তা পাক করবে।'

বটুর চেয়ে কচি কচি বেতগাছগুলোও মাথায় কত উঁচু। বেতবনে ঢুকে বটুর মনে হয়েছিল। ও বুঝি হারিয়ে যাবে।

'দাদা, আমার চোক্ষে কিছু দিশে না যি!'

'ভয় কি বটু? মোর হাত ধরে আয়।'

দাদাব হাত ধরে বটু বেত ভেঙে এনেছিল। দাদা আজকাল বাড়িতে থাকে কম! থাকলেও কথা বলে না। বটুকে কিন্তু দাদা এই এতটুকু একটা ঝুড়ি বুনে দিয়েছিল।

সেই ঝুড়ি নিয়ে বটু মা-র সঙ্গে ধানক্ষেতে যায়। হাতে শরবাসের এক-গাছা ঝাঁটা। মা ক্ষেত ঝাঁট দিয়ে ধান গুড়ায়, বটু ধামায় তোলে।

'বটু, ই ঠেঙে ই আলের পর বস্ কেনী?'

'মা, লতা নাই?'

'না বাপ! লতা তোর মা'কে কাটবে, মা কি সি কপাল কর্যে জন্মেছে? মোকে বাঘে ধরবে না, লতায় কাটবে না বটু!'

বটু মা-ব কোলের কাছে বসে। চাঁদের দুধজ্যোৎস্না ধোওয়া রাতে ধান-ক্ষেতের শোভা কত! ঐ ধানের শীষে হাওয়া যেন দুধসাগরে ঢেউ তোলে। কান পেতে শোনে, বাতাসে শিশির ঝরে, তার শব্দও বুঝি কানে শোনা যায়। মায়ের রুক্ষ চুলে ধানক্ষেতের হাওয়া। মা এখন চাঁদের আলোয় স্নান করা কোজাগরীর লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সকলকে খেতে দেন, মা-ও দেয়। মাটির হাঁড়িতে হরণের চাল আর কড়াইয়ের ডাল এক সঙ্গে সেদ্ধ করে মা। তাতে তেজপাতা ফেলে দিলে স্বর্গের পরমান্ন।

'মা, মেজদাদা বোলে ই পিথিমী বাসুকির মাথে থাকে?'

'হ্যাঁ বাপ!'

'এই এতখানি পিথিমীর সকল ?'

'তিনি সঙ্গে চারটি হাতী রাখেন যি ? তারা চৌদ্দ ভাই দিঙগজ ! চার ভাই মা-বাসুকির সাথের সাথী। তাদের পাতালে বাস, তা পাতাল পদ্মের নাল খেয়্যে জীয়ে। আর দশজনা, জানলি বাপ, দশদিকে তারা পওরা থাকে ! কুনজন শুঁড় থেকে জল ঢালে, বৃষ্টি করায়। কুনটি বা অগ্নিকোণ হতে আগুন নিবায়। কুনজন বা বায়ু কোণে পওরা, ঝড় ঠেকায়। একো-জনকে বিধাতা একো কাজ দেন।'

'সভারে কাজ দেন ?'

'সভারে ! পোক-পতঙ-পাখি যার যা কাজ সব তাঁর লেখনে হয়।'

'আমার লেখন নাই ?'

'আছে বই কি বাপ আমার ?'

'মা। সি পুঁথি কুন ঠেঙে থাকে ?'

'পাগল ছেলা। তুই বড় হয়্যে সন্ধান করিস গা !'

বটু তখনি ঠিক করল বড় হয়ে ও বিধাতার পুঁথির খোঁজে যাবে।

বটুকে বটুর মা আঁচলের ছায়ায় রাখে। বামন বলে কে ছেলেটিকে হেনস্তা করে, কে বা ঢিল মারে, কে বা লাঞ্ছনা দেয়, ভাবলে বামনীর বুক পুড়ে যায়।

আজো বছর ঘুরে আসে নি, রাঙি-বেঙি কাটোয়ায় ঘর করতে গেছে। চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে বামনী মেয়েদের ঘরবসতের কিছু কিছু তৈজস এনেছিল। পেহ্লাদ গিয়ে গোরুর গাড়ি ডেকে আনে। তার যজমান বাড়ির গাড়ি।

গাড়িতে ছৈ ছিল। রাঙি-বেঙির পায়ে আলতা, নাকে নোলক, হাতে শাঁখা ছিল।

পেহ্লাদ, বিশু, বুনো—তিন ভাই সঙ্গে যায়। বটু বড় জেদ ধরেছিল যাবে বলে। কোমরের ছোট ধুতিটি সাজিমাটিতে ধোওয়া, মাথায় তাল-পাতার ছাতি।

কিন্তু গাড়িতে বলদ জুতবার পর বটুর বাবা বটুকে নামিয়ে দিল।

'যাক্ না কেনী! বাড়ির ঘর দেখ্যে আসুক?'
'ঘর দেখ্যে আসুক? বামনগেঁড়া; চক্ষের অরুচি, দিনে-রাতে দেখলে চক্ষে তবাস লাগ্যে, উ-কে দেখলে জামাই তোর মেঞাদের কোঁকে লাথি মের্যে তাড়য়্যে ছাড়বে।'
বটুকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল বামন।
পেহ্লাদের চোখ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। বাপের দিকে না চেয়ে সে বলেছিল, 'বটু! উঠ্। কেন্দ্যে না। কেন্দো কিছু হয় না বটু। মোর বাক্য শুন্?'
বটু দাদার দিকে তাকিয়ে ছিল।
দাদা নিচু হয়ে ওকে বলেছিল, 'মোর বাঁশিটা তোরে দিলাম বটু। তুমি কেন্দ্যে না।'
বামুনের চোখমুখ জ্বলে উঠেছিল। এ এক নতুন বাতাস মায়াপুরে। কোন ছেলে দেখ বাপের কথা রাখতে প্রাণ দেয়। কোন ছেলে আবার মুখে কিছু বলুক না বলুক, বাপের মুখে বেঁকা চোখে তাকায়।
বাঁশের বাঁশি, দাদার প্রাণের বাঁশি। সে বাঁশিতে দাদা যখন ফুঁ দেয় তখন আশ্চর্য সব সুর বাজে। বটু যখন ছোট ছিল তখন দাদা বাঁশিতে ফুঁ দিলেই ঠোঁট ফোলাত।
বটুর দাদা এক আশ্চর্য ছেলে। সেবার মায়াপুরে পালধি বাড়িতে ভাদ্র মাসে মনসাপুজোয় বড় ধুমধাম। মনসার গান হল। মনসার ঘটপল্লব বুকে ধরে জলে ভাসানো হল। তবু বিষ্টিও থামে না আর আটচালায় গানও থামে না।
রাঢ় দেশ কোথায়? বটু জানে না। সে দেশে এমন গঙ্গা নেই, এমন নরম মাটি নেই। সে দেশের মাটি টুকটুকে লাল। চলতে গেলে পায়ে কাঁকর বাজে। সারা বছর আকাশ হা হা করে, মাটি হা হা করে। শুধু আষাঢ়-শ্রাবণে কোথা থেকে যেন ছোট ছোট রাঙা নদী ছুটে আসে। কলকল স্রোতে সারাদিন বহে চলে।
সেই দেশ থেকে এসেছিল ওঝা। সঙ্গে তার গায়নরা।

মায়াপুরের ছেলেরা তাকে সারাদিন উত্ত্যক্ত করেছিল।
'আপোনার রাঢ় দেশে এমত মনসাগীত আছে ? ক্যাও গায় ?'
ওঝা শুধু হেসেছিল আর মাথা নেড়েছিল। বলেছিল -'রাঢ়ের মনিষ কথা ছুটায় না হে। গান শুন্যে কথা কভে।'
কি গান ! কি গান ! কি আশ্চর্য গান ! ওঝা দেখতে কালো তক্ষকের মতো, কিন্তু গলার স্বর কি ! গাইতে যখন এল তখন তার এক হাতে কালো চামর, এক পায়ে নূপুর।
আটজন দোহার তার সঙ্গে, সেই মূল গায়ন !
গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন, ওঝা হাতজোড় করে সভাকে বলল—
'ই গানটি মোর পঞ্চালিকা বটে। পুতুল নাচে, আমি গাই। কিন্তু বাপ সকল ! পুতুল লাই মোর ! শুধা গান গেয়্যে যাব।'
'অ হে ! তাই গাও কেনী।'
সে এক আশ্চর্য গীত। সব মনে পড়ে না বটুব, শুধু বাধাকৃষ্ণ আর বড়াই বুড়ীর কথাই মনে পড়ে !
ওঝা একা লাচাড়ী গায়। কখন সে রাধা, আর কখন বা সে কৃষ্ণ। দোহা-ররা শিকলি গায় গোহালিনীদের হাতে কৃষ্ণের লাঞ্ছনা—'কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।'
দোহারদের হাতে মৃদঙ্গ বাজে ঝমাঝ্‌ম। ওঝা পা ঠুকে ঠুকে নাচে। অনেক, অনেক রাতে বটু বুঝি তখন ঘুমে, সেই সময়ে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। দাদার কোলে বটু, দাদাব চোখে জল। আকাশ ঘন কালো, বাতাসে কদমফুলের গন্ধ। ওঝা গান গাইল—না কাঁদল, বটু আজো জানে না। ওঝার গানে কি ব্যথা ছিল, সে ব্যথা মায়াপুরের আকাশে ছড়িয়ে গেল।
'কে না বাঁশি রাত্র বড়ায়ি কালিনী এই কুলে।'
সেই গানের দুটি ছত্র দাদা বাঁশিতে চুরি করে ধরে আনে। কত, কত সময়ে শরতের রাতে বটুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। শুনেছে দাদার বাঁশিতে 'কে না বাঁশি !'

সে বাঁশি পেয়ে বা বটুর মন ভবে কই? দিদি-মেজদির সংসাব তো বটু দেখতে পেল না।
বাতে ফিবে এল দাদা। মা'কে বলল, 'ওবে লয়্যে গেলে কাটোয়ার ছেলাবা ঢেলা মাবত অঙ্গে নিয্যস্!'
'মাগো!'
'জামাইয়েব জলপাত্র আছে তুমি জানতে?'
'কে বোলেছিল!'
'সি মনীবই ঘব-সোমসাব সব! বাণ্ডিব হাতে উ হাতাবেড়ি ছাডবে না।'
মা নিশ্বাস ফেলল। হাতাবেডি হাতে না পেলে কি আব সংসাব হাতে পায় মেয়েমানুষ?
'সইমাব কাছে হয়্যো আলাও।'
'কেনী।'
'হবি হবি! সভে জানে, তুমি জান না?'
'না পেল্লাদ!'
'একদণ্ড দাঁডায়্যো দেখলাম! সইমা যেন পাষাণে বুক বেন্ধে দাঁড়ায়্যো ছিল, মোকে দিশে শুধা চক্ষু ফেট্যো লবণ পানি ছুটে নামল। কোল আঁচল ধব্যো ছোট ছেলা! মা-ব মুখ চেয়ে দাঁড়ায়্যো।'
'কি হল বাপ?'
'ঘর তেগে বড়ছেলা চলে গেল মা। সন্নেস লয়্যো চলে গেল! যাক্ গা। বটুব হাতে-খড়ি দিবে?'
'আমাব শিষ্যবাড়ি লয়্যো যাব।'
'উ-রা হাসবে উকে দিশে?'
'সভে কি অমনিষ হয়ে?'
'পেল্লাদ. বিশ্বরূপ কুন্ দেশে গেল ক্যাও জানে?'

৫

বটুর সেই কথাটি মনে গাঁথা রইল।

বামুনের ছেলে বটু। বৈদিক বামুন ওরা। এক সময়ে ওর বাপের ঠাকুর-দাদা না কর্তাদাদা সেই বঙ্গদেশের পুবে পান-সুপারিব দেশ থেকে এসে-ছিল। রাজা যখন বাস তোলে তখন ঢোল-ডগর বাজে, ঘোড়া-হাতী সাজে, ডোম-বাগদী সা' জোয়ান সব, বল্লম-ধনুক-লাঠি হাতে গর্বভরে হেঁটে যায় মাটি কাঁপিয়ে।

আগে ডোম, বাগে-ডোম, পেছনে ডোম চলে। হাতীর পিঠে টাকা-মোহরের তোড়া ঝমঝম করে। বনের পাখি আকাশে ওড়ে, জলের মাছ পাতালের দিকে মুখ ফেরায়।

আর বামুন কেমন কবে বাস তোলে ?

মুখে মুখে কথা ছড়িয়েছিল গৌড়মণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডলেব সেন-রাজাবা বলেন, 'মাথা নোয়াব তিনজনের কাছে। বামুন—বিদ্যা আর দেবতা।' সেই সময়ে সে খবর বুঝি ধান-মাছের দেশ বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে পান-সুপা-রির দেশেও গিয়ে পৌছিয়েছিল।

বামুনরা অনেকেই বাস তুলে চলে এসেছিল। বামুন কেমন করে বাস তোলে ? খুঙ্গি-পুঁথি, শালগ্রামশিলা পোঁটলা কবে মাথায় রাখে। বউ ছেলেরা হাত ধরে আর রওনা দেয়।

মাটির দোয়াত, লেখবার তালপাতা, টোল খুলবার খড়ের চালা, শাল-গ্রাম রাখবার মেটেবর এ তো সব দেশেই পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মাটি, চাষ, হাল-বলদ, গোয়ালে গোরু, বউয়ের হাতে সোনার খাড়ু হলে ভালো। না হলে ক্ষতি নেই।

বটুর কর্তাদাদা তেমনি করেই এসেছিল। বামুনের ছেলে যজমানি করে, নয়তো ওঝা হয়ে পাঠশালায় বসে, এ ছাড়া করবার তেমন কিছু থাকে না। তাই হাতেখড়ি সকলেরি হয়। বটুরও হল।

দাদার সঙ্গে গেল বটু।

'বামন, তুই কোথা যাস্?'

'হাতেখড়ি নিতে যাই।'

বটু অন্য সময় হলে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিত। কেন না প্রশ্ন করেছিল দুর্গা-জ্যেঠির নাতি বলাই। বলাই আদরে আদরে বাঁদর হয়েছে বললেও হয়। বটুকে ও সুযোগ পেলেই ধরে মারে, নয়তো গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। বটু গাছ থেকে নামতে পারে না। কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে মরে।

এখন দাদা সঙ্গে। বটু বেশ হেঁকে জবাব দিল। তারা ধানখেতের আল বেয়ে যায়। দাদা এগিয়ে গিয়েছে। বলাই যদি ওকে ফেলে দেয়? যদি মারে?

'কোথা? কুলিয়া? অশোক-গোপাল বাড়ি?' কুলিয়ার গয়েশ্বর দত্তব বাড়ি যায় প্রহ্লাদ। সে বাড়ির বিগ্রহ বালকগোপাল। একটা অশোক গাছ আছে, মেয়েরা অশোক ষষ্ঠীতে সে গাছের ফুল নেয়। অসুখ হলে সে গাছেব গোড়া পুজো করতে যায়। গোপাল ঠাকুরের ছড়াছড়ি চার-দিকে, তাই গযেশ্বরের বাড়ির নাম অশোক-গোপাল বাড়ি। বড় রম্-রমা জাঁকজমকেব গ্রাম কুলিয়া। গয়েশ্বররা বাপ-বেটায় আম্বুয়ায় সুল-তানেব কাছারিতে কাজ করেন। ওঁর বাড়িতে দুধেল গাইয়ের শিং রূপো দিয়ে, কাঁসা দিয়ে বাঁধানো থাকে।

বটুর উত্তব শুনে বলাইয়ের মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'যা যা! সেথা অশোকবনে তোর দাদার সীতা রয়্যে। জানিস না? গেলে পরে আঁচল বিছে দিব্যে।'

বলাই একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়ল। বটু বুঝতে পারল বলাই মেয়েদের মতো শরীর দোলাচ্ছে।

'বটু। তাড়াতাড়ি আয়।'

বটু ছুটে ছুটে চলল। এই ধানখেত কত বড়। পৃথিবীটা কত বড় কে জানে। বটু ছোট ছোট পায়ে কেমন করে সবটুকু পৃথিবী হেঁটে বেড়াবে?

গয়েশ্বর দত্ত ধনী মানী লোক, কিন্তু সংসারে সুখ নেই।
পুত্রসন্তান একটি। এ-বছর ও-বছর করে তার চারটি বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু ঘরে নাতি-নাতনী আসে নি। বারোমাস ওদের বাড়িতে পুত্রকল্পে ব্রত পুজো, উপোস লেগে থাকে।
গয়েশ্বরের এক মেয়ে বাতাসী। মেয়ের বয়েস তেরো হয়ে গেল। অরক্ষণীয়া বললেও হয়। কিন্তু ষোল বছরে ওর হাতে নিদারুণ ফাঁড়া আছে, তাই গয়েশ্বর মেয়েকে তার আগে চোখের আড়াল করবেন না।
ধনী গেরস্তর বাড়ি। আত্মীয়-পরিজন, দাসদাসীতে কলকল করে সব। বটু দেখতে পেল তকতকে নিকোন উঠোন। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। নিজের কোমরের ধুতি বটু হাত দিয়ে দেখে নিল। মা ধুতির ওপর সুতো দিয়ে গিঁঠ দিয়ে দিয়েছে। নইলে কোমরে ধুতি রাখা বড় কষ্ট।
সবাই এসে দাদাকে গড় করল। এই সম্মান বামুনের পাওনা। বটুর চূড়োকরণ হলে বটুর গলায় সুতো উঠবে। তখন বটুকেও সবাই গড় করবে।
'জঁল আঁন ! চঁরণ ধোওয়াঁ !'
গয়েশ্বরের স্ত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। যখন এত অবস্থা ছিল না তখন তাঁর শরীরে অশেষ বল ছিল। ঝি-বউয়ের হাতে জলবাটনা নিতেন না। পাকঘরের সব কাজ একা করতেন। দশ পালি আবোয়াঁ চিড়ে কুটে তিন কলসী দুধ ক্ষীর করে বামুনবাড়ি পাঠিয়ে তবে নিজে জল খেতেন। এখন অবস্থা যত, হাঁপানি তত। কথা কইতে গেলে পাঁজর ঠেলে হাঁপ ওঠে।
তবু এখনো তাঁর কথাতেই এ-সংসারে সূর্য-চাঁদ ওঠে। তিনি বউদের শাপ দিতে লাগলেন—'অলক্ষ্মী সভে। বাঁজা মেঞা সোম্‌সারে অলক্ষ্মী ডাক্যে গো ! এ ঘোর কলিতে আর কিছু লাই বুল্যে, দেবতা-বাম্ভনের সেবা লাই? ই ছেলা জেতে গোখরো তা জান না আবাইগা বিটিরা ?'
চারটি বউ এসে ঝারির জলে পা ধোয়াল প্রহ্লাদের, চুল দিয়ে পা

মোছাল। ছোট বউটির নাকে মুক্তোর নোলক। সে অবাক হয়ে বটুকে দেখছিল। তা শাশুড়ি বললেন, 'চক্ষু ঠিকোরে বেরায় যি ছোট বউ!'
'ঠাকুরুন. বামন? ই ছেলা বামন?'
বিরস মুখে গিন্নি বললেন, 'আর মা! লয় একটা বামনই বিয়াতে? বামন বল, যা বল, গলায় সুতা উঠলেই পায়ে হাত দিবে সভে।'
বটু দাদার সঙ্গে ঠাকুরঘরে যায়। ইট পুড়িয়ে ঠাকুরঘর হয়েছিল। দেও-য়ালের গায়ে রঙ-বেরঙে চিত্র লেখা। বালক-গোপাল পেতলের মঞ্চে থাকেন, মঞ্চ ঘিরে ফুলের মালা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে, একখানা পা পেছনে মুড়ে দেওয়ালে তুলে বাতাসী দাঁড়িয়ে ছিল। বাতাসীর পরনে হলুদরঙা শাড়ি। ভোরের শিশির ঘাসের বুকে শুকোবার আগে বাতাসী শিউলিফুল তোলে। শিউলিফুলের বোঁটা শুকিয়ে গরমজলে ফেলে দিলে এমনি নরম লালচে হলুদ রঙ হয়। বড় সাজুনী মেয়ে বাতাসী। কানে রূপোর লবঙ্গ, হাতে খাড়ু, পায়ে মল পরতে কখনো ভোলে না। দুধ-হলুদে স্নান করে করে গায়ের রঙ ওর পাকাধানের মতো। এতটুকু একটা রূপোর লবঙ্গ দিয়ে বাতাসী কপালে গোরোচনার ফোঁটা পরে। শুধু বাতাসীর দুই চোখে বড় বিষণ্ণতা।
প্রহ্লাদকে দেখে বাতাসী মুখ নামিয়ে নিল। বলল, 'এত বিলম্ব?'
'বটু তেজে হাঁটতে পারে না।'
'এই বটু?'
'হ্যাঁ। বটু তুই টুকানি বিলম্ব কর্। আমি পূজা সেরে লই।'
'বটু, এখানে এস।'
বাতাসী বটুর হাত ধরে কাছে আনল। আজ আট বছর ধরে নিরম্বু উপবাস থাকে বাতাসী। গোপাল পুজো হলে তবে জল খায়। এমন দুর্গ্রহ ওর, কপালে এমন লেখা! গয়েশ্বর দত্তের এক মেয়ে হয়েও ওর কপালে সিঁদুর উঠল না, কোলে ছেলে এল না। তেরো-চোদ্দ বছরে কোন্ মেয়েটা অবুইঢ়া থাকে? তাই বাতাসী বারোমাস দেবতার চরণ ধরে পড়ে থাকে!

বটু ভয়ে ভয়ে কাছে দাঁড়াল। বটুর মাথা বাতাসীর কোমরের কাছে। মেয়ে বড দীর্ঘাঙ্গী। কচি বাঁশের মতো সতেজ, সবুজ, ছলছলে। এমন সুন্দব মেয়ে, দাদা মুখ তুলে চেয়ে দেখে না কেন? দাদা এখন পুবমুখে, জোড়াসনে বসে।

বাতাসী একটু হাসল। বাতাসীব চুলে, কাপড়ে অচেনা সুবাস। বটুকে চোখেব ইশাবায় দেখাল। নতুন পিঁড়ি. নতুন আসন, নতুন থালায় থবে থবে চেলি, রূপোর আসন, আংটি। হোমের কাঠ, বালি, খড়কে। এতটুকু একটি রাঙা চেলি। দোয়াত, খাগেব কলম, তালপাতা, ফুল, ফল, দুধ, মিষ্টান্ন।

'সব তোমাব?' বটু আস্তে জিজ্ঞেস করল।

'সব তোমাব?' বাতাসী ওব কপালে হাত বুলিয়ে দিল।

টুকটুকে চেলি পবে, খাগেব কলমে তালপাতায় তিনফলা লিখে বটুর হাতে-খড়ি হল। এ বাড়িতে ঠাকুবঘবে মাটি নেই, তাই তালপাতায় আঁচড। তাবপব ঠাকুব পেন্নাম, দাদাকে পেন্নাম করে হাতে লাড্ডু-মোদক নিয়ে বটু বাতাসীব সঙ্গে বাতাসীব বাগান দেখতে গেল।

অশোক গাছেব তলায় বাঁশেব চৌয়াবি। সেই চৌয়াবিব গায়ে অপবাজিতা মাধবী-মালতীব লতা।

'অশোকগাছ একা ছিল বটু, মনে বেথা ছিল কত! একদিন তোমাব দাদাকে শুধালাম, ঠাকুব, মোকে একটি দিন দেখে দিবা? তোমাব দাদা মোবে শুধাল কেনী? তুমি বোল বটু, কেনী?'

'তুমি বোল?

'আমি বোলি, মোর কপালে সিঁদুব, হাতে কড় লাই, কিন্তুক ই গাছেব বেথা দিশে মোর পরাণ ফাটে। আমি উব বিয়া দিব।'

'গাছে-লতায় বিয়া?'

'হাঁ বটু! চেয়্যে দেখ, ই মালতী আষাঢ়-শ্রাবণে এরে ঘিবে রয়ে। শবতে অপরাজিতা ইয়ার বউ।'

'আর মাধবী?'

'মাধবী ফাল্গুনে ফুটে। কত হাসে, বঙ্গ করে!'
'হাসে?'
'মুখ নাই, কথা নাই, কিন্তু বিক্ষলতায কথা বোলে না? ই মালতীলত
মোকে কে লযে এনে দিল জান?'
'কে?'
'তোমার দাদা!'
বাতাসী খুব নরম করে বলল, 'তোমার দাদা। বলে হাসল। সে হাসির
আভায ধীরে ধীরে বাতাসীর মুখ আলো হযে গেল।
মাহিন্দার কাঁধে বাক নিল। আজকে পুজোর সিধে সে বয়ে নিযে যাবে।
বাতাসী বটুর হাত ধরে বলল, 'দাদা নিত্য আসে যাযে, তুমি সাথে
এস?'
বটু মাথা হেলাল। তারপর, যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে বটু দাদার
সঙ্গে চলল। বাড়ি-বেড়ির শ্বশুরবাড়ি যেতে না পাররার দুঃখ এক নিমেষে
চলে গেল মন থেকে। অথচ কাল অব্দি ঘুমের মধ্যে এর মনে হযেছে
আমি দেখতে বামন বলে বাবা আমায নামিযে দিল, যেতে দিল না।
বুকের ভেতর ব্যথা করেছে কত!
সেদিন বামনী বলল, 'বটু! যেয়ো জ্যেঠাইকে বল্গা মার বের্তো করতে
নাই। তিনি একেলা করে যেনী।'
'যদি শুধায় কেনী?'
'বল্গা যা মা ছাগলবান্ধা দড়ি মেড়িয়ে ফেলাল।'
'ছাগলবাঁধা দড়ি!'
'যা বাপ!'
'মা ছাগল কোথা? দড়ি কোথা?'
বামনী হেসে চোখ বুজল, ঘাড় কাত করল। বটু গিয়ে মায়ের পেট-
কাপড়ে মাথা-মুখ ঘষতে লাগল। সব বুঝতে পেরেছে বটু। মা-র ব্রত
তো তেমন কোনো নেম-ব্রত নয়। ঘরে যখন যেমন জোগাড় থাকে, মা
তেমনি ব্রত করে। মাসের প্রথম সোমবার উপোসী থেকে ঠিক দুপুরে

সূর্যকে চালজল দিয়ে মটরডালবাটা আর আতপচাল সেদ্ধ করে এক-ঢালা খাওয়াব এই ব্রত দুর্গাজ্যেঠি মা-কে দিয়েছিল।

দুর্গাজ্যেঠিব উঠোনে একটি ঘাস গজায় না। দাওয়া বোজ নিকিয়ে তক-তকে কবে বাখে বউবা। ঠিক দুপুবে যখন বিশ্বসংসাব বোদের তাতে ঝিমঝিম করে তখন দুর্গাজ্যেঠি মাথাব ওপব চুড়ো খোঁপা বেঁধে বাঁশেব কঞ্চি হাতে ঢেঁকিশালে বসে কলাব বাসনা পোড়া ছাই জলে সাঁচেন। ওঁদেব সংসাবে ক্ষাবকাচা প্রতিনিয়ত।

কুয়োতলায় ভিজেমাটিব নিচে তালপাতা চাপা দিয়ে দিয়ে সমান মাপে লেখবাব পাতা কাটেন দুর্গাজ্যোঠি। এ মায়াপুবে ছেলেপুলে ওঝাব কাছে আগে মাটিতে আঁচড দিয়ে তিলফলা লেখে। পবে তাবা খডি হাতে আখব লেখে। পুঁথি নকল কবতে হলে তবে হাতে তালপাতা পায়, তাব আগে নয়।

দুর্গাজ্যেঠিব মতো তালপাতায পুঁথি কাটতে পাবে না কেউ। এত কাজ কবেও আবো কাজ কববাব জন্যে দুর্গাজ্যেঠিব হাত-পা কামডায়। সেই-জন্যে উনি একে-ওকে, বউ-ঝিউডিকে, মাঝে মাঝেই বলতে যান, 'ল, বব্ত ল দেহি। এই বব্ত কবলে ভালো অইব।' যাব যেমন অবস্থা তাকে তেমনি ব্রত কবতে বলেন। গয়েশ্বব দত্তব বাড়ি অশোকষষ্ঠীব ফুলপাতা আনতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেছিলেন রুপোর বাটা, গোরুব শিঙে কাঁসাবাঁধানো। বলে এসেছিলেন, 'অনন্ত চতুর্দশীব বব্ত লযেন কায়ে-তানী। চৌদ্দ বৎসর অইলে সোনাব অনন্ত, সোনার ব্যালপাতা, বামু-নবে চৌদ্দ দান দিয়া বব্ত উজ্জাইবেন।'

আর বটুব মা-কে বলেছিলেন, 'সোম্সারে আইলা। কাগাবগাব মতো ছেলা বিয়াইলা, ডোমডোকলার মতো জীবন গেল। লও, সোমবাবের বব্ত লও। মাসের পব্থম সোমবারে চাউল আর মটবডাল লইয়া আইবা।'

'না পারি যেমন, দিদি? মোর কপাল তো অজানা নাই!'

'আলো আমার বছরবিয়ানী! আলো আমার মাছের মা! তিনটারে

বুড়াবরে দিয়া থুইছ ! শেষ বিয়ানে এক বামন আন্‌ছ সোম্‌সারে। এখন কও মোর কপাল দিদি ! শলা মার, শলা মার কপালে! গঙ্গাতীরে বসে, মুখে বিশ্রী ছুটাও, মনে এমুন পেঁচ ?'

বামনীকে গালাগালি করে আকাশে কাকচিল উড়িয়ে দুর্গাজ্যেঠি চলে গিয়েছিল। সেই থেকে বামনী ব্রত করে আসছে। যেবার নেহাৎ অজোগাড় হয় সেবার বামনী ছুতো দিয়ে কাটায়।

বটু মায়ের পেটকাপড়ে মাথা ঘষল, মুখ ঘষল। বলল, 'চাল নাই, ডাল নাই, তাই ছাগলবান্ধা দড়ির ছুতা, মা ? তাই লয় ?'

'হাঁ বাবা।'

'জ্যেঠি রাগ হবে।'

'কি করি বোল্ ?'

'মা, মাথা ঝাড় ?'

কাঠের কাঁকই দিয়ে মা চুল আঁচড়ে দেয়। বটু দুর্গাজ্যেঠির বাড়ি গেল।

জ্যেঠির বারোমাস ব্রতপার্বণ। বাড়িতে বউ এতগুলো, মেয়ে, কচি-কাচা, অশৌচ-অশুদ্ধি লেগেই থাকে। তাই দুর্গাজ্যেঠি উঠোনের পুব-কোণে একখানা ছোট চালাঘর তুলে নিয়েছেন।

সেই ঘরে দুর্গাজ্যেঠি ব্রতের জোগাড় করে বসেছিলেন।

'কি মা আইব না, এই তো ?'

'মা ছাগলবান্ধা দড়ি ডিঙ্গেছে যি।'

'গৌড়ীয়া মাগী কত ছলা জানে গো ! আমার ভিতরে এত ছলা নাই !' দুর্গাজ্যেঠি মুখ অন্ধকার করে বললেন। তারপর বললেন, 'ল, এই নার-কেলটা, লাউটা লইয়া তর মা-রে দে! ক'গিয়া, মেজবউয়ের মামা লাউ আর নারকেল আনছিল। এই লাড্ডুটা খাইতে খাইতে যা ?'

ক্ষীর আর তিলের লাড্ডু। চিনিররসে পাককরা, আশ্চর্য স্বাদ। বটু একটু করে খায়, একবার চোখ বন্ধ করে। দুর্গাজ্যেঠির বাড়ি থেকে বটুদের বাড়ি যাও, আলপথের দু'ধারে কচুবন। বর্ষাকালে বটু কচুশাক তুলে নিয়ে

যায়, মা রাঁধে।
সবুজ কচুবনের নিচ দিয়ে হলুদসোনা গোসাপ সরে সরে যায়। গো-সাপেব মাংস বুনোরা খায়। কেন খায়? বটু গোসাপকে মনে মনে নমস্কার করল। বটু মাথায় ছোট, এই এতটুকু। বটু বড় হলেও বড হবে না। মাথায় বুঝি ঐ মানগাছটার মতো থাকবে। বামনরা বড় হয় না।
বটু গোসাপকে নমস্কার করে, গোরুব পায়ে নিত্য জল দেয়। গাছ বল, পাতা বল, বটু সকলকে মান্য দেয়। মা বলে, 'সকলেরে গড় দিও বাপ, সভে তোমায় আগুলে রাখবে। যে ছেলা গাছের পাতে বেত মারে, গোরু দেখলে ঢেলা ফেলায়, তার মাথায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। তাবে দেখলে গোরু গুঁতায়।'
সকলের চেয়ে মাথায় ছোট বটু তাই সকলকে ও মান্য করে। কচুবনেব পাতায় পাতায় বোদ। ঐ সুপুবিগাছেব গায়ে ঝালপানের লতা। রোদে ধান, ছায়ায় পান। বোদেব পানলতাব পাতায় পাতায় ঝাল। দুর্গা-জোঠিব গোবরকাড়ুনি বাসি বোজ ঐ ঝালপান ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। গাছেব গায়ে লতা। বাতাসীর মতো কে বুঝি এসে গাছে লতায় বিয়ে দিয়ে গিয়েছে?
বটু মা-কে লাউ দিল, নারকেল দিল। বলল, 'মা, বুনোদাদারে ডেকো আনি? সে খায় নাই?'
'বুঝি গঙ্গাঘাটে যেয়ে খেলা করে। যাস্ না বটু।'
'কেনী?'
'ছেলেরা আছে, ঢেলা মারবে।'
'এঃ!'
বটু জিভ বের করে হাতের তালু উলটে অবিশ্বাস জানাল। তারপর আলপথে ছুটে ছুটে গঙ্গাঘাটে গেল। মায়াপুরের ওদিকে বটু কখনো যায় না, মার সঙ্গে ছাড়া। কিন্তু আজকের সকালে রোদে, মায়ের মুখের দীন হাসিতে কি যেন ছিল বটুর বুকের ভেতরে কে বাঁশি বাজিয়ে দিল। আলপথ দিয়ে নেচে নেচে বটু চলল। গঙ্গারঘাটের অনেক আগে এক

প্রাচীন আমবাগান। সে আমবাগানে ছেলেপিলে খেলা করে, রাখাল গোরু চরায়।

আমবাগানের মধ্যে ছায়ায় সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে মায়ের সিঁথির মতো সরু চেরা পথ। উৎরুনীর চানের সময়ে এই পথের দু'ধারে পোটো-দের মেয়েরা পুতুল-বাঁশি-খেলার হাঁড়িপাতিল বেচতে বসে। এখন শুধু সে পথে গাছপালার ঝরঝর-সরসর।

'এই বামনা, কোথায় যাস বোল্?'

বলাই, মদন, গোলোক, গোপাল, আরো কত ছেলে। বটু ওদের সকলকে চেনে না।

'আমার দাদারে ডাকতে যাই।'

'কোন্ দাদা? তোর দাদা তো অগণন।'

'বুনো দাদা।'

'বনে যেয়ে দেখ্‌গা যা!'

গোলোক হা হা করে হাসল। গোলোকের শক্তি বেশি, খায় বেশি, লাফাঝাঁপি করে বেশি। যে ছেলেটা গঙ্গা নাইতে নামে, তাকেই ও জলে চুবোয় ঝুপঝাপ করে। মায়াপুরের সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেটির কাছে শুধু ও জব্দ থাকে।

গোলোক বুঝতে পারল ওরা পাঠশালা থেকে ফিরছে। হরিরাম ওঝার বাড়ি থেকে ফিরবার এটাই সিধে পথ। ফিরবার সময়ে ওরা কোনো-দিন আমবাগানে খেলা করে, কোনোদিন বা এ-বাড়ি ও-বাড়ি শশাটা-কলাটা চুরি করতে যায়।

'আমি তো বনের পথে আলাঙ্। দাদারে তো দেখি না?' বটু সরল বিশ্বাসে বলল, একটু ভীরু হাসল। বড় ভয় করে ওর এ-সব ছেলেদের। বড় নিষ্ঠুর মনে হয় সকলকে। বটু যে বড্ড ছোট। একটু বড় হলে কি ও এইসব ছেলেদের ভয় পেত? বলাইটাকেই ভয় বেশী।

'এই বাম্‌না এদিকে শুন্।'

বলাই একটা উইটিপির উপর বসেছে। উইটিপিতে হেলে-ঢ্যামনা সাপ

ঢুকে বুঝি পোকা খায়, তখন উইপোকারা সোঁ সোঁ করে পালিয়ে যায়। বলাইয়ের হাতে একটা ছড়ি। এরা সব নতুন বামুন হয়েছে। বলাইয়ের কানে আবার রূপোর বীরবোল।

'আমি বুনো দাদারে ডাকতে যাব যি।'

'আবে যাবি তো নিচ্চয়। আগে তোর বড়দাদার কথা শুনা।'

'কি কথা?'

'অশোকবনে সীতা দেখলি?'

'না তো!'

'না তো? মিছা কথা বোলিবি তো বাম্‌না, হাত ভেঙে লুড়া করে দিব।'

'দেখি নাই বলাইদাদা!'

'দাদা! তো নাগাল বামনগেঁড়ার দাদা হতে কে চাহে রে? দাদা! ক, কেমন দেখিলি সীতা?'

'দেখি নাই।'

'কায়েতবাড়ির বাতাসী তোব দাদার অশোকবনে সীতা। তোর দাদা রামচন্দ্র, জানিস্ না?'

'না!' বটু আর্ত চেঁচিয়ে উঠল। কি বলতে চায় বলাইরা? ওদের মুখের হাসি এমন নিষ্ঠুর কেন?

'ফেব কথা বোলে।' বলাই ওর পিঠে ছপাং করে ছড়ি মারল। বটু অবাক। বটু ভয়ে পাথর।

'বোল্, বাতাসী সীতা, মোর দাদা রামচন্দ্র!' বলাই আবার ছড়ি মারল। বটুব কপাল-চোখ রক্তে ভেসে গেল। ছেলেরা হেসে উঠল। বটুকে দেখতে এখন বেজায় মজার লাগছে। খুব অচেনা। ভূতের ছানার মতো।

'আমি বোলতে পারি না রে! মোরে ঘরে যেতে দে!' বটু হা হা করে কেঁদে উঠল।

'বোল!'

'আমি ঘরে যাব।'

'বোল্!'

'বোল্ বামুন, বোল্ বেটা।' বলে ছেলেরা কাকচিলের মতো উড়ে এল। বুনোদের ধরে এ বামনটা বামুনপাড়ার কলঙ্ক। সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করে, কথা বলে। ছেলেদের ভীষণ কৌতূহল বটুকে একদিন ভালো করে দেখবে। বলাই বলে বটুকে ও দেশছাড়া করবে। ও হতে না কি দেশে অনেক অমঙ্গল আসবে।

এখন বটুকে দেখে, বটুর গায়ে রক্ত দেখে যেন মনেই হল না ও মানুষ, ওর গায়ে ওদের মতো মাবলে ব্যথা লাগে, ওর চামড়ার নিচেও মানুষের রক্ত বহে। মনে হল অচেনা পশু একটা।

'না বোললে যেতে দিব না।'

ছেলেরা ঘিরে এল, ঝুঁকে পড়ল। বটু এর দিকে চায়, ওর দিকে চায়, বটুর চোখে জলের লবণ, রক্তের লবণ, জিভে নুন।

'না বোলিলে পাচচুলা মাথা মুড়য়্যে দিব।'

'মা রে! দাদা রে!' বটুর গলায় কান্না শুকিয়ে যাচ্ছে। সব যেন আঁধার আঁধার।

'কে ওখানে? তোরা কি করিস?'

চার-পাঁচটি ছেলে কথা কইতে কইতে ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল। মাঝে একটা ইশেরমূলের ঝোপ, ওদের দেখা যায় না। বলাইরা থেমে গেল। এ-ওর দিকে চাইল।

'কি কর? কাকে মার?'

সতেজ, সুন্দর গলা। কে বলে? বটু তো দেখতে পায় না। চোখ যে রক্তে ঢাকা। আবছা দেখে, দেবতার মতো সুন্দর বলিষ্ঠ একটি ছেলে।

—ছি ছি! বামনগেঁড়া, তাকে মার? যাও ভাই, তুমি ঘরে চলে যাও। ফের যদি মারে কেউ, আমায় বলে দিবে। আমার নাম নিমাই।

—ছেলেরা সরে যায়।

—চল, ঘরে চল।

৬

যেমন চুপেচাপে হাতেখড়ি হয়েছিল তেমনি করেই একদিন চূড়োকরণও হয়ে গেল বটুর। মায়ের ঘরের একপাশে বেড়ার দেওয়াল তুলে বটু তিনদিন চাঁদ-সূর্যের আড়ালে রইল।

'ভবতি ভিক্ষাম্ দেহি!' বলে মায়েব হাত থেকে একগণ্ডা কড়ি আর একটি পইতে পেল বটু। দুর্গাজ্যেঠি রূপোব বীরবৌলি আব নতুন কাপড় দিলেন। সবাই জানে দুর্গাজোেঠির মনো ইচ্ছে বলাইয়েব বোনটার সঙ্গে প্রহ্লাদেব বিয়ে দেন। সেই জন্যেই প্রহ্লাদকে এত টানছেন উনি। আজ না হোক কাল এ বিয়ে হবে।

দুর্গাজ্যেঠি যদিও বলেন, 'বইন, মাইনষের মন টলতে কতক্ষণ! এ বিয়া হইলে আমি অতসীর বাপরে দিয়া পল্লাদাব ধাইন জমি--বসত জমি দিয়ামু। ভাল ঘরে কার্য করলে তোমার সোম্‌সারেও ছিরি আইব।'

তবু বামনি বুঝতে পারে রোগে-রোগে একটা পা ছিলেপড়া, কালো, দাঁত-উঁচু মেয়েটাকে প্রহ্লাদ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। ভাবলে বামনির দুঃখ হয়। সারাদিন খাটেখোটে বেটাছেলে। সন্ধেবেলা বউয়ের মুখে চাঁদ দেখে ভুলে যায়। প্রহ্লাদের পাশে অতসীকে কি মানায়? প্রহ্লাদের বাবা তো ধানজমি, বসতঘরের ভিত, ঘর তুলবার ছোনদড়ি, গাই-বলদের কথা শুনে থেকে নেচে আছে।

প্রহ্লাদ কিছু বলে না। একটু হেসে চুপ করে যায়। আজকাল এত কম কথা বলে ও, এমন একটু হেসে সব এড়িয়ে যায়। ওর মুখ দেখে বামনির বুকের নিচে বেড়াল আঁচড়ায়। বয়সের ছেলে দিনে দিনে এমন হয়ে গেল কেন?

'বাবা প্রহ্লাদ! মোকে কিছু বোল তুই?'

'কি বোলি আই?'

'তোর বিয়া হবে বাপ! মেয়াছেলা, বিয়ার জল গায়ে ছিটলে আপনি

চ্যায়রা বেবাবে বাপ, জানু ?'

'মা ! ওরা কি কি দিবে মা ?'

'আমি ছেলার মা ! আমি দিদিরে কয়ো তুস্তি যা বোল্স বাপ, তাই মেঙ্গে লিব ?'

'সব মেঙ্গে লিও। যাতে তোমাব দুঃখ ঘুচে সব লিও।'

'সব লিব ? অত উরা দিবে ?'

'কেনী দিবে না মা ? না দিলে আমি ছাদনাতলায় যাব না।'

'তাই বোল্ বিশু। পুরুষ ছেলার জিদ চাই।'

'হাল-বলদ-দুধাল গাই! বাসন-তৈজস-ডালা-কুলা। চাল ছাউইন্যা খড়। দেওয়ালের ঝাঁপ।'

বামনির বুক অসম্ভব আশায় টনটন করে। সব পাবে সে, প্রহ্লাদ তাকে সব এনে দেবে। জীবনভোব শুধু খেতে গুড়িয়ে ধান আনা, এ-বাড়ি সে-বাড়ি ধানভেনে মবা। আটটা যদি বেঁচে থাকে তো তিন-চারটে কচিবয়সে যমকে ধবে দিয়েছে বামনি, এদিকে বুক দুধে ফাটে, অশৌচ অবস্থা যায় নি অথচ কোল ফাঁকা. কোলে ছেলে নেই।

তবু কি কাঁদতে সময় পেয়েছে বামনি ? কাঁদতে অবধি ভয় পেয়েছে পাছে প্রহ্লাদের বাপ লাথি মাবে।

বামুনের ঘবেব মেয়েসন্তান দূব ছাই, পুত্রছেলের বুকে ঠাঁই। বামনি একেকটি ছেলেকে চাবটে বিয়ে দেয় যদি ? ঘর তাহলে ধান-গোরুতে-বাসনে-তৈজসে ভবে ওঠে না ?

'সব চেয়ো লিব বিশু। আব দেখ ! আমি ইবারে পিথ্বীমঙ্গলের ব্রত লিব, জানলি ? পিথ্বীর মঙ্গল, ব্রত করুণীর সোম্সার আলা ! জানু বাপ ?'

'সভেব মঙ্গল, মা ?'

প্রহ্লাদ হঠাৎ হাসল। দাদাব মুখেব ঐ হাসি যে বটুর বুকে আঁকা থাকবে তাই কি বটু জানত ?

দুর্গাজ্যেঠি যে-কথা দেয় সেই কথা থাকে। সাতদিন যেতে না যেতে

জ্যোঠি বটুদের উঠোনে এল। উঠোনে পিটুলিতলায় বসে মা পৃথ্বীমঙ্গলের ব্রতেব সুতো রাঙায়। আলপনায় এক পৃথিবী আঁকবে মা, সে পৃথিবীকে মায়ের হাতের বঙিন ডোর দিয়ে ঘিরবে।

'তরে সেদিন বলাই মারছিল ?'

'না তো!'

বটু সভয়ে বলে। বলাইয়ের মারের কথা ও কাউকে বলে নি। বললে পরে সর্বনাশ হত। মায়াপুরে কিছু ছেলেপিলে আছে তাদের মনে দয়া বলতে নেই। চৌপথে কয়েদীক কোড়া মারবে জানলে তারা আগে দেখতে ছোটে। শীতকালে বাগদীরা যখন ধানখেত ঠেঙিয়ে বুনো শুওর বের করে বর্শা খোঁচায় তখন তারা হাসতে হাসতে হাততালি দেয়। বটু জানে বলাইয়ের মারের কথা বলে দিলে ওরা ওকে আস্ত রাখবে না।

'না তো!'

দুর্গাজ্যোঠি প্রায় ভেংচি কাটল। তারপব বলল, 'অইতে-চাইতে যাইস ক্যান ? দুষ্ট পোলাপান সব, মাইরা শ্যাষ করত যদি ? তর মায়েও আশ্চর্য ?'

'কি বোল দিদি, বুঝি না ত ?'

'বলাই অরা বটুরে আমবাগানে ফালাইয়া মারছিল।'

'হা ভগবান! কভে ?'

'মঙ্গলবার। তা রাখে ক্রিষ্ট মারে ক্যাডা ? হেই সময়ে মিশ্রাণীর ছুট, পোলা আইয়া পড়ে, তয় গিয়া বটু বাঁচে।'

'বলাই বটুরে মারে কেনী ?'

'বল্‌দাটা! খায়-লয় আর ফাল দিয়া ৰেড়ায়। খাইয়া খাইয়া খাসির গায়ে ত্যাল। বুঝলা নি ?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'তা সুতা রাঙ্গাও ?'

'পিথ্বীমঙ্গলের ব্রত করতে মন দিদি! পল্লাদের বিয়া, সোম্‌সারে লক্ষ্মী নাই তো! তা বোলি ই ব্রত ল্যিলে সভার মঙ্গল। সভে ত তাই বোলে।'

'আরে আমার মঙ্গলকরুণী রে। মাথায় ত্যাল, পরনে ত্যানা নাই তুমি যাও সভার মঙ্গল করতে।'

দুর্গাজ্যেঠি অভ্যেসমতো মুখ মচ্‌কাল। বামনি সব সময়ে চাঁদে হাত দিয়েই আছে। আব সবাই পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল, কলাইচণ্ডীর ব্রত করে তাতে তাদের ভালো হয়। আর প্রমাণ?

'পরিচয়ে বামনী, চলাফিবায় ডোমনী, বামনের মা বামনি, পিথ্বিমীর মঙ্গল করুনী? আ লো, তর হাত দেখি চান্দে।'

'দিদি, অবস্থার উপর মনিষের হাত লাই। তা কুবাক্য বোল কেনী?'

'বড় দুঃখে বোলি। ল, আমার কথা ফিরাইলাম। গোঁসা ভাঙছে?'

'গরীব-দুঃখীর গোঁসা হতে লাই।'

'ল দেখি! ভাঙলে ভাঙছে, না ভাঙলে না ভাঙছে। আমি গঙ্গাপারের মানুষ না যে কথা সাজাইয়া কই। আমি যা কমু তা সিধা কথা। এহন কও দেখি পল্লাদের বিয়ার বিত্তান্ত কি ভাইবা থুইছ।'

'কি! প্রস্তাব আন দিদি?'

'ঐ যা কও! আমার মনের কথা তুমি জান আর গাছেলতায় জানে। আর ত কাবেও কই নাই আমি।'

বামনি হাসল। দুর্গাজ্যেঠি যখন পুকুবে স্নান কবতে যায়, গঙ্গার ঘাটে যায়, মানুষেব বাড়ি ব্রত-পার্বণে যায়, শুধু প্রহ্লাদের বিয়ের কথা বলে।

'দিদি, পীঠা দেই, বোস কেনী? বটু বাপ মোর! গুয়াপানের সাজ আন বাপ? জ্যেঠি কথা কবে?'

'তোমার পোলাবেটির লাড়ী আমার হাতে বা ক'টা কাটা! আমার লগে আবার লৈকতা কি?'

'দিদি বোসে কথা কও?'

'তুই যেয়ে উপরে বস্ গা! আমি নিচে বসি। তুই এহন পোলার মা! দেখ্ বামনি! মাইনষে কয় গৌড়ে-বঙ্গে বিয়া ভাল নয়। তা দেখ! তর আদিকত্তায় বা কোন্ দেশে আছিল, এহন উদ্দিশও নাই? আমার কথায় বঙ্গের বাস, তা পোলাপানরা ত বুঝে না। তুই কি ক'স?'

'দিদি, আমার খুড়ায় বোলিত বাস্তোন-সাধু, মেঘ-নদী ই সভে যি দেশে যায়্যে, সি দেশের হয়্যে। বিধাতার নিয়ম। ইতে আর কথা কি ?"
'আ লো কানী! লাখকথা না অউক, দশটা কথা ত অইবে ? না কি পাখ-পক্ষীর বিয়া? এ যাইয়া অর ডালে বইল আর বিয়া বইয়া সারল ?'
'কথা দিদি একই, তা তুম্মিও জেনে আছ!'
'ক মাগী! মন খুইলা ক! দেখ! আমি তর শত্তুর না!'
'ছি দিদি! তোম্ভার দয়াতে আমি বাঁচি। তা দেখ! অতসী তোমার ঘরের মেঞা! সে কি ভাঙাঘরে খুদ খেঞে জীয়ে রইবে ?'
'ক্যান ? অতসী কালা হউক, রোগা হউক, সে আমার লাতিন। সে আস্তাঘরে থাকব, ত্বুই প্রস্থ তপ্ত ভাত খাইব।'
'দিদি! মনে দোষ মেন না ব্যাগ্যতা করি! পেল্লাদ বোলে‥'
'কি বোলে? আ রে পল্লাদার আমি রূপার পইতা দিব, সোনার আংটি, গলায় বিছা!'
'পল্লাদ বোলে মা! সোমসারের তৈজস-বস্তু মেঙ্গে লও মা! তোমার দুস্ক যাতে ঘুচে তাই কর ?'
'পোলা এই কথা কয় ?'
'হ্যাঁ, দিদি।'
'বামনি, তর ভাগ্য ভাল। এমন পোলা তর! এমুন বিবেচনা! দেখ! পরভাতা অইলে দোষ নাই, কিন্তু পরঘরী অইতে নাই। পোলা বুঝে সব! আমি ওরে বাস্তু দেওয়ামু না, বাস্তু দিতে নাই। কিন্তু ঘর ছাওয়ামু, ঘর উঠামু, গাই-বলদ বাইন্ধা থুইয়া, ঘর-দালান তৈজসে সাজাইয়া তবে বিয়ার পীঠায় বসাইমু অতসীরে। জানলি ?'
'দিদি! তুম্ভি তো জান সব!'
'তবে যাইয়া মাইয়ার বাপরে বলি ? অর বাপ আইলে পরস্তাব লইয়া আসুক ? দেরি কইরা কি অইব ? এই বৈশাখেই ত্বুই হাতে সুতা বাইন্ধা দেই।'
'এত ত্বরাত্বরি দিদি ?'

'মায়াপুরের বাতাস য্যান্ কেমুন বা! মিশ্রানীর অমন নয়ননন্দন পোলা বিয়ার কথা অইতে গেরুয়া লইল? ত্যালা মাথায় ত্যাল পইড়া রব্‌রব্ করে, কার মাথা বা তৈল্ল বিনা ফাটে। কত পাপ দেখিস না চাইরদিকে?'

'মনিষে বোলে দিদি, পাপ বাড়লে ভাল।'

'কি কস?'

'পাপ বাড়লে দিদি! পাতালে বাসুকি ফণা বদল করে্য, স্বর্গে বার্তা পঁউছায়। পাপ বাড়লে তভে না ভগবান পিথ্বিমী তরাতে আসেন?'

'ল। বড় বড় কথা থো! পাটপাতা নি শুকাইয়া রাখছিলি? দে দেখি। সুক্তা পাক করুম।'

'কি দিবে গো?'

'বাইগন, ঝিঙ্গা, থোড় দিমু। বড়ি ভাইজা ঘিয়ে সম্ববা আর কি?'

'অতসীব পিসি রান্ধে না বুঝি?'

'বান্ধে না ক্যান্ বা কই, বান্ধে! তবে আমি পাকঘবে গেলে অরা খায় ভাল। গোয়ালের চালে তুগা ছাচিকুমড়া আছিল, আঁইশঘরে দিলাম। মাছের মুড়া দিয়া পাক করুক। ঠাইরঝিব কাজ এমুন এড়াচেড়া, একটা ফালায়, একটা পুড়ায়, জানিস ত সব।'

'তোমার তুল্য নাই গো! সভাব মন বুঝ্যে তুমি বান্ধ।'

'ল, এহন মেলা করি। পোলাব বাপরে জানাইতে ভুলিস না। শুভ-কাজে বিলম্ব কি? যা রে বটু! ঢেরা দে গা! দশেব মধ্যে কথা ফালাইয়া দে অতসী ভগো হাঁড়িতে চাল দিতে আসে। আর পল্লাদের মা! রসের কথা নি শুনছিস?"

'কি দিদি?'

'গয়েশ্বরের বিটিরে কে বা বাণ মাইরা থুইছে। কথায় কথায় সে ছেমরি ছড়া বান্ধে, ছড়া লিখে।'

'লিখে? মেঞাছেলা লিখে কি গো?'

'রঙ্গ না রঙ্গ! কায়েতের ঘরে বইন লিখাপড়া না অইলে কাম চলে না। অদের বংশ ধইরা সুলতানীতে কাম। তা ভাই যখন লিখছে, অ-ও বুঝি

লিখছিল। একই মাইয়া! অত ধনসামগ্রী! অরা চান্দ্ কইলে মাইয়ারে চান্দ্ পাইড়া দেয়! তা আমি নি গিছলাম অশোক গাছের ছাল আনতে। কইলাম কায়েতনীরে, মাইয়া অক্ষর লিখলে বিধবা হয় তা কায়েতনী এ-কথা আন-কথায় কথা ভুলাইয়া দিল।'

'মায়াপুরে দিনে দিনে কত হভে দিদি?'

'মাইয়া ছড়া বান্ধে, আশ্চার্য কথা না আশ্চার্য কথা।'

৭

বামনী পৃথ্বিমঙ্গলের ব্রত করবে।

তাতে পৃথিবীর ভালো হবে। রাঙি-বেঙির কোনো খবর নেই। বামনী হাতে পায়ে ধরে নিশি হাড়িনীকে পাঠিয়েছিল। নিশি হাড়িনী যদিও শাকগুগলি তুলে খায়। বেতের ডোঙ্গা বুনে হাটে বেচতে যায়। লাল রঙের কাপড় পরে তবু সবাই জানে নিশি হাড়িনী ডাকিনী-সিদ্ধ।

মায়াপুর অম্বুযা কালনা চারিদিকে এমন কোনো রাজপুরুষ, সম্পন্ন গৃহস্থ আছে যে নিশিকে ভয় পায় না? সবাই তন্ত্রে-মন্ত্রে অভিচারে বিশ্বাস করে। লুকিয়ে এ-ওকে বাণ মারে। তান্ত্রিক ডেকে অভিচার করায়।

নিশি হাড়িনীর আরেকটি কাজ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ও মেয়ের খোঁজ রাখে। সপ্তগ্রামে দাস-ব্যবসায়ীরা বছরে দু-একবার আসে। নিশি মেয়ের বাপকে দু'চার কাহন কড়ি, রূপোর ঢেবা বা সুলতানী টাকা দিয়ে মেয়ে নিয়ে সপ্তগ্রামে চলে যায়। ব্যবসায়ীরা তাকে দালালি দেয়।

তন্ত্রের ক্রিয়া বড়লোক ছাড়া কমজনেই করতে পারে। কাপালিক এনে সে কাজ করাতে হয়। তন্ত্রের অনেক আচার নিয়মে কুমারী মেয়ের দরকার। মায়াপুরের মানুষ সন্দেহ করে নিশি হাড়িনী কাপালিককে মেয়ে এনে দেয়।

বারো মাস ও গ্রামে গ্রামে ঘোরে। বামনী নিশিকে বলে দিল, 'মেঞা সন্তান স্বামীর ভাত খায়্যে, ই হতে জিয়াদী সুখ আর কি বোল্ নিশি? তভে কি! আমার মনটা পুড়ে। যেয়্যে দেখে আয় গা! জামাইরে বোল্, তোম্যার সাউড়ী কেন্দ্যে মরে। ই ব্রতকালে মেঞাদিগে পাঠায়ে যদি?'

'দেখি।'

নিশি দিনসাতেক বাদে ঘুরে এল। রাঙির দেখা পায় নি ও। একটা শেকলটানা ঘরের ওদিক থেকে কান্নার শব্দ শুনেছিল। রাঙির বরের জলপাত্র বয়েসে সোমত্ত, চোখমুখ দেখলেই দজ্জাল মনে হয়।

'কে কোথা যায়্যে আমি জানি?'

বলে মুখ অন্ধকার করে সে চুল বাঁধতে বসেছিল। নিশি একটুখানি সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে চলে আসে। বাড়ির বাইরে বাঁশ-ঝাড়ের কাছে যখন এসেছে নিশি, তখন বেঙি বাঁশবনের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে। বলে 'মাসি! মোদের লয়্যে যাও!'

সে কি কথা? তবে না জামাইয়ের ঘরে নিত্য ভাত রাঁধা হয়। রাঙি-বেঙি সুখে আছে? মাথায় তেল—পরণে কাপড় পেটে ভাত। সব না কি ওরা পাবে?

বেঙি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে জামাই শিষ্যবাড়ি ঘুরে বেড়ায়। কখনো সখনো বাড়ি আসে বটে কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটির ওপর কোনো কথা বলতে পারে না। রাঙি-বেঙির সঙ্গে এ পর্যন্ত কেউ খারাপ ব্যবহার করে নি। রাঙি হেঁসেল হাতে পায় নি বটে কিন্তু বাইরের কাজকর্ম করেছে, গোয়াল কেড়েছে, ক্ষার কেচেছে, ধান ভেনেছে।

এবার জামাই রাঙির দিকে মন দিয়েছে তাই মহা হুলুস্থুল সংসারে। জলপাত্র বুঝি বোনঝি-বাড়ি গিয়েছিল। কয়েকটা রাত জামাই রাঙির সঙ্গে কাটায়। জলপাত্র তাই জানতে পেরে রাঙিকে মেরে ধরে বন্ধ করে রেখেছে। বেঙিকেও গোয়ালে বসিয়ে দুটো জলভাত ছাড়া কিছু খেতে দেয় নি।

'মা-য়ে বোল যেয়্যো।'

'বোলে ত সভ কাজ সিদ্ধ হবে। মায়ের ক্ষ্যামতা কত?'

'দিদিরে মেরে ফেলে যেমন?'

'যা, ঘর যা! বেবস্থা হবে যা হোক?'

বেঙি ছুটে চলে গিয়েছিল। নিশি নিশ্বাস ফেলেছিল। মনে মনে বলে-ছিল বামুনের মেঞা কপাল লয়্যে জন্মে।

বামনীকে এত কথা না বলে নিশি বলল, 'এখন ওরা পাঠাবে না গ! তুমি তোমার বরত করা্যা ঠাইরন। আশ্বিন মাসে উ-দের এন। লয় ঠাকুর রে পাঠয়্যো দিও। শুনি ঠাকুর আর বেঙির বরে মিতা ছিল?'

বামনী চোখের জল এক হাতে মোছে আর হাতে ব্রতের যোগাড় করে। মদনের মা খুনখুনে বুড়ি হয়ে গিয়েছে। ও মরে গেলে মায়াপুরে ঘরে ঘরে বউ ঝিউড়িদের ব্রত করাবার মানুষ চলে যাবে। মদনের মা এক-গাল হেসে বলল, 'মেঞা স্বামীর ঘরে নাতি খেয়্যে পড়ে রইলে মায়ের সুখ! উ কথা ভেবে মরিস কেনী? বরত কর, সকলের ভাল হবে।'
ব্রতের দিনে পাঁচটি এয়ো আসে। সাতটি কুমারী। সবাই মটরডাল বাটা সেদ্ধ, বেগুন সেদ্ধ, বড়িসেদ্ধ, তেল লবণ লঙ্কা দিয়ে আঙট কলাপাতে খায়।
বামনীর বুক কেঁপে গেল। বারোটি অতিথি আইওকে ভাত দেয় তার সাধ্য কি?
'ঠাকুরের নাম লইয়া কার্যে লাইমা পড়।'
দুর্গাজ্যেঠি খরখর করে বললেন তারপর বামনীর টেকোটা নিয়ে সুতো কাটতে বসে গেলেন। পইতে কাটেন উনি। পইতে গেরো দেন অতসীর বাপ বিশ্বনাথ।
ব্রতের আগে দুর্গাজ্যেঠির বাড়ি থেকে ভারে ভাবে জিনিস এল। ব্রতের ফলমূল, বাতাসা, খই, পঞ্চশস্য, দই।
আর গয়েশ্বর দত্তর বাড়ি থেকে খোলা পালকি এল। বউ আসে। পাল-কির দোর বন্ধ থাকে। ঝিউড়ি মেয়ে, গাঁয়ের মেয়ে থাকে, দোর খোলা থাকে।
'অশোক গোপাল বাড়ির পালকি লো।'
'কেনী বোল দেখি?'
'তুই দেখ গা যা!'
পালকি থেকে বুড়ী দাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাতাসী নামল। বাতাসীর পরণে কুসুমরঙা কাপড়, পায়ে মল, মাথায় ভেজাচুলে গেরো। দাসীর হাতে থালা। পালকিতে আরো কত কি!
আতপ চাল, ছোট কলসীতে ঘি, চিনি, কলার ছড়া, নতুন কলসীতে দুধ, গুড়ের নাগরী।

•গড় হয়ে পেন্নাম করল বাতাসী, কারুকে ছুঁল না। বামুনের উঠোনের ধুলো মাথায় ঠেকাল।

'মা বোলেন যেয়্যে গড় করে্য আয়।'

'কেমনী গো মা?'

বামনীর মনে যেন হঠাৎ স্নেহ এল। বাতাসীর বয়েস কত কম। কিন্তু দুই চোখে যেন বর্ষার আকাশের বিষণ্ণ উদাসীনতা।

ঝি বলল, 'ফাঁড়ার সময় হয়্যে গেল যি? ই বারে উর বিয়া হবে তাই।'

'ফাঁড়া নাই?'

'গণক বোলে আর নাই।'

বাতাসীকে সবাই অবাক হয়ে দেখছিল। এই পনেরো বছুরে মেয়ে। সিঁথেয় সিঁদুর কোলে ছেলে নেই, তার উপর, আশ্চর্য কথা। এই মেয়ে না কি ভাই, জেঠাত ভাই। সকলের সঙ্গে জেদ করে মেঝেতে নরুণ দিয়ে আঁচড় কেটে লিখতে শিখেছিল। লিখবার জন্যে হাতে কলম কেউ দেয় নি বটে, কিন্তু মুখে মুখে ও তো ছড়া বাঁধে?

বাতাসী একটু হাসি মুখে মেখে দাঁড়িয়ে রইল একদণ্ড। তারপব বলল, 'আমি যাই?'

'এস মা!'

'বটু, আমার মানত পূজা কাল। আমার পূজায় তুমি বাম্ভোন, এস, জান?'

বটু মাথা হেলাল: তাদের উঠোন আলো করে বাতাসী হাসল। তারপর আবার গড় করে পালকিতে গিয়ে উঠল।

'কি রূপ মা! আলা করে্য এসেছিল।'

'আ লো। রূপে হয় না কিছু। রূপ তো তরও আছিল। সাঁইচতলায় খাড়াইতিস য্যান শঙ্খ দিয়া গাও মুখ মাজা। রূপে কি হয় লো? কপাল খান্ ভাল অইলে তবে না মাইয়াসন্তান সুখী হয়? ল, বর্‌ত শুরু কর্।'

বটু এই সময়ে ঘর থেকে সুতো নিয়ে এল। নানারঙের সুতো। আল-

পনায় এখন পৃথিবী তৈরি হবে। সেই পৃথিবীটাকে বটু বেশ করে সূতো দিয়ে ঘিবে ঘিরে বাঁধবে! বাঁধলে পরে হবে কি! এই পৃথিবীটা তো সোনাদানা, শস্য সম্পদে ভরে দেবে মা। আর বটুর হাতের বাঁধনে এটা ওদেব উঠোনে চিরকালের মতো বাঁধা পড়ে থাকবে।

মা হাতে পিটুলিগোলার বাটি নিয়ে বসল। হঠাৎ উপানন্দ উপাধ্যায়ের বড় বউ, গোলোকের মা নিশ্বাস ফেলে বললেন। 'বারোমাস্যা অভাবী তুই! তো বামনীর সাহস দেখলাম খুব? পিথ্বীমঙ্গলের ব্রত যে সে করতে ডবায়। তা তো হতেমোদের সভার সোমসারে সুখ উথলায় যদি, সে ভালো কথা।'

দুর্গাজ্যোঠি বললেন, 'মানুষ বর্‌তে বসতে যায়। আমাগো হাতে ধান কড়ি। এখন ই কি কথা?'

মদনেব মা হঠাৎ খুনখুনে ফুরফুবে গলায় বলে উঠল, 'পিথ্বীমঙ্গলের বর্‌ত যে কবে, যে দেখে, যে কথা শুনে সভার ঘরে লক্ষ্মী উথলায়। বটুব মা! পিথ্মিী আঁক। আলপনায় পিথ্মিী তিনকোণা।

'আঁকলাম।'

বামনীব ভাঙাঘরের দাওয়ায় ভারে ভারে ব্রতেব যোগাড়। এখন বামনীর মনে সাহস, বুকে ভবসা। বামনীব আঙুলে, এখন স্বর্গের পটুয়াদেব নিপুণতা।

'উপবে সূর্য, তার নিচে চান্দ্‌, নাগকুণ্ডলীতে শিব, পদ্মকুণ্ডলীতে লক্ষ্মী। ছয়শিষ সুফলা ধান! লক্ষ্মী সভারে ধান দেন—ধান দেন আগে জানি কি লো দুর্গা?'

'ফাঁফবে ফালাইলা! বাতাসীর জ্যেঠাআজার পা।'

'তার নাম লক্ষ্মীচরণ ছিল তাই নয়? সোঙর থাকে না তর। বটুর মা লক্ষ্মীর পাআঁক দে। ঘরে ধান থাকলে উ-ঠানে লক্ষ্মীর পা পড়ে। আইয়ওরা আমার সঙ্গে বোল। পা ঢেকে বস কেনী? কারো চুল তো আবান্ধ্যা নাই? বোল।'

'বোল গো তমি?'

'পিত্থীমঙ্গলের ব্রত যে করে যে কথা শুনে যে দেখে সভার মঙ্গল।'
'সভার মঙ্গল।'
'এইভাবে দশদিক আঁক। দক্ষিণে তুই বুড়াবুড়ি। এই বুড়াবুড়ি শিবের ছিষ্টি গো! উ-রা নৈঋর্ত কোণে রয়্যে, আগুন নিভায়, ঝড়ের মেঘ উড়ায়। তিন শীর্ষ শস্য লেখ, উ-দের পুজতে লাগে। আর দেখ গো আইয়্‌তরা। বটুর মায়ের পিথিমীতে এখন কত কি! বটুর মা! কুলা আঁক, ধামা লেখ মা! ধান রাখবে যি? এখন তুর্গা। আমার সঙ্গে সঙ্গে বোল্?'
'বোল।'
'ই বর্‌ত করলে কি হয়?'

'মাইনষের ভাল হয়!
গাইবলদের ভাল হয়!
ধানপানের ভাল হয়!
পোকপতঙ্গ জল-ছিষ্টি স-ভা-া-র ভাল হয়।'

'আইয়্‌তরা। ধামায় কুলায় ধান দে, ধান দে! এ তোদেরও ধামাকুলা যি! মোর নাম মেনে তুটা দিস লো।'
পাঁচ আইয়্‌ত আলপনায় ধামায় কুলোয় ধান দিল।
'কল্লালতা, কলমিলতা, শঙ্খলতা তিন লতা লেখ্ বটুর মা! সাত-সাগর লেখ্। লবণ সাগর। তুধের সাগর। ঘিয়ের সাগর। মধুর সাগর। সব লেখ্ আইয়্‌তরা! সাগরে সাগরে মধু দাও! ঘি দাও! তুধ দাও। খড়কে দিয়া দাও মা সভে! ছিটে না কেনী?'
পাঁচ আইয়্‌ত পাঁচ খড়কে দিয়ে মধুর ফোঁটা, ঘিয়ের ফোঁটা, লবণের ছিটেতে সাগর ভরে দেয়। বটুর চোখের সামনে এখন, এখন পৃথিবী, সাতটি সাগরের ঢেউয়ে সে পৃথিবী তুলছে।
'নৌকা আঁক, ডিঙা লেখ, সাগরে শস্য যায়। গোলোকের মা বচন দাও কেনী?'
'ডিঙার বচন?'
'ডিঙার বচন। আইয়্‌তরা ডান হাত মুষ্টি কর কেনী?'

'সপ্তসাগব, সোনার লা !'
ডিঙা, ডিঙা। ধান লৈয়া যথা বোলি তথা যা !
আমার সোয়ামীর ঘরে যা !
আমাব পুতেব ঘবে যা !
আমার বাপের ঘরে যা !
আমাব ভাইয়েব ঘবে যা !
আমি যাদেব গুয়াপান দেই, যে আমাবে গুয়াপান দেয়, সভাব ঘরে যা।'
'পিথ্বীমঙ্গল ! পিথ্বীমঙ্গল ! বাস ভুঁয়ে মীন। বামনি মাছ লেখ গো। বাঙাবউ, ঐখানে লেঠা মাছটি রাখ্। ডাইনে দুধহংস। আর। এবার চোখ মুদে বাসুকি লেখ গো ! তিনি শিরে পিথ্বী ধব্যে রাখেন। আর দেখ। তিনি পিথ্বী আগুলান। আর কি কেনী দুর্গা ?'
'তুমি বিস্যবণ আব আমি সরণ ? হাসাইলা গো। অষ্ট হস্তী আঁক দেও। উনিরা অষ্টদিক বাখেন গো।'
'আব মা ! বয়েস হয়ো সকল সোঙবে থাকে কি? বামনি ! আঁক দেও, আঁক দেও। ঐরাবত, পুণ্ডবীক, বামন, অত্রজন, এই সব নামে নামে হাতী! পদ্ম লেখ্, পদ্ম লেখ্, উ-সকল দেবহস্তী বইত নয়, পথেব নাল বিনা আহাব নাই।'
বটুব ওপবের ভাই বুনো হেসে গড়িয়ে গেল।
'বামন ! বটু ! তুই বামন। তুই হাতী হবি ?'
'বামন হাতী কুন দিক রাখে গো আয়ি ?'
'দক্ষিণ দিক। সে-ও দিকে যমপুরী রয়্যে ! বামন হাতী উ-দিক রাখ্যে, জানিস ?'
বটুর এখন এ-সব কথা ভালো লাগে না। আলপনার তিনকোণা পৃথিবী এখন তাদের উঠোনে স্বর্গ নামিয়ে এনেছে। আজ তাদের বাড়ি রান্না হবে, ব্রতকরুণীরা খাবে। বাতাসী তো কত কি দিয়ে গেল।
মা একবার মুখ তুলে হাসল। মাকেও আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে। বটু যখন বড় হবে তখন আর বটুর মা গোড়ে কাপড় পড়বে না। সবসময়ে

পাটের কাপড় পরবে, পেতলের হাঁড়িতে ভাত রাঁধবে। বটুর বাবা প্রতি হাট থেকে ষোল পণ কড়ির পান কিনে আনবে। একদিকে পানের গোছ। আরেক দিকে তেলের ভাঁড়, সিঁদুরের কৌটো নিয়ে বটুর মা বসে থাকে। পাড়া-পড়শী আসে। অনাথ ভিখিরি। কাঙাল আতুর সাধু সন্ন্যেসি। মা একজনকেও ফেরায় না। মেয়েদের মাথায় কপালে তেল মাখিয়ে হাতে পান দেয়। অনাথ আতুরকে তপ্ত ভাত। মা-র সংসারে চিরকাল, চিরদিন লক্ষ্মী বাঁধা থাকে। কোজাগরীর রাতে শরতের দুধ ঢালা জ্যোচ-নায় যখন চারদিক ধপধপ করে তখন বটুদের আলপনা আঁচল উঠোনে লক্ষ্মীর সোনার নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ জানলা খুলে মুখ বাড়ালে রাতের শিউলির গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেবী শরীরের পদ্ম গন্ধে বাতাস 'ম-ম' করে, স্পষ্ট বোঝা যায়।

হঠাৎ পিঁ পিঁ করে কে কেঁদে উঠল। বটু চমকে স্বপ্ন থেকে ফিরে এল। মদনের মা বুড়ি মুখে আঁচল গুঁজে পিঁ পিঁ করে কেঁদে উঠল।

'কি অইল! আ গো, তুমি কান্‌লা ক্যান্?'

'কত জনে সেধে বোলি পিথ্থীমঙ্গলের ব্রত কর্য়া, তা কারো বুকে সাহস হল না মা! বটুর মা দীনদরিদ্র সেই এই ব্রত করল? আ লো বটুর মা! শত বর্ষ জীও মা! ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী পাও! আম্ভার বয়েসের গাছ পাতর নাই। রাতে শুয়ে কেন্দ্যে মরতাম যি! আম্ভি খড়ির নিচে গেলে ই ব্রত কে কারে করায় তাই ভেবে দুষ হত কত!'

সবাই এ ওর দিকে চাইল। দুর্গাজ্যেঠির কথাটা বুঝি ভালো লাগে নি। তিনি নীরস গলায় বললেন, 'ভেন বেলা অইতে উপাসী আছ তাই ভোখ-চাশিতে মাথা আউলায়! লও, পীঠায় বও! আ লো বামনী! বুড়ির মাথায় ত্যাল জল দে! বাতাস কর্, ঘরে গুড় বাতাসা কি আছে এট্টু মুখে দে। জল দে।'

সবাই মদনের মা-র মাথায় তেল জল থাবড়ে জোরে জোরে বাতাস করে।

ফাল্গুন মাসে আমগাছে বোল ধরল, শিমুল গাছে নতুন পাতা ঝলমল করে। ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু খড়-পাতা-শুকনো লতা জড়ো করে স্তূপ করে। সামনে দোলপূর্ণিমা। তার আগের দিন চাঁচর হবে। সন্ধের সময়ে যে-যার পাড়ায় খড় পাতায় আগুন দেবে। জমিদার বাড়ির রঘুনাথ রায়ের ছেলে জগাইয়ের এক মস্ত দল আছে। জগাইয়ের বাবা মস্ত ধনী লোক। ও বাড়ির পাটকরুণী দামী অদ্দি পাটের শাড়ি পরে জাঁক করে বেড়ায়। জগাইয়ের দলের ছেলেরা চাঁচরের দিন বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখে কাদের চাঁচরপাট কত উঁচু হল। একটা বাঁশ পুঁতে জগাই যত উঁচু বাঁশ তত উঁচু চাঁচরপাট করে। যদি তার পাটের চেয়ে অন্য কারো পাট উঁচু হয় তাহলে জগাইয়ের চেলারা লাঠি দিয়ে সে পাট ভেঙে দেয়।

তারপর, চাঁচর হয়ে গেলে জগাই তার চেলাদের নিয়ে মোদকবাড়ি যায়। কিছু দাম দিয়ে, কিছু বা না দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে জগাই মিষ্টি মণ্ডা যা পায় নিয়ে আসে।

যেমন জগাই তেমনি ওর কাকার ছেলে মাধাই। ওদের পয়সা যত, প্রতাপ তত। তাই সব কিছুই ওদের মানিয়ে যায়।

মাঝে অতসীর বাবা আর দুর্গাজ্যেঠি বটুর বাপের কাছে প্রস্তাব নিয়ে এল। একজন বয়স্ক মানুষ থাকলে ভালো, মানুষ এইরকম সময়েই পাড়া-পড়শীকে খোঁজে।

বামনির মনের গোপনে ইচ্ছে হল অতসীর বাপ যদি পালকি বেয়ারা দেয় তাহলে ওদিক থেকে মিশ্রানী সইকে আনে। তার স্বামীকে আনে। অমন মানুষ উঠোনে এসে একদণ্ড দাঁড়ালেও সংসারের শোভা। কিন্তু দুর্গাজ্যেঠি মুখ ঝামটা দিল। বলল, 'তোমার দেখি বারমাস চান্দে হাত দিতে সাধ! সেই কভে দুয়োজনে বউ অছিলা! উনির দয়ার শরীল

তাই তোমারে দেইখা দয়া কইরা সই পাতাইয়া ছিল। আইজও তাই ধইরা বইয়া আছ? তুমি আইতে কইলেই হেয়ারা আইয়া পড়ব! তাগারো লগে বইলা চাইর-পাঁইচখান গ্রামের বড় মাইন্‌ষের উঠা-বসা?'
'তারা ধনে বড় দিদি মনে বড়। আমি ডাকল্যে তারা আসে।'
প্রহ্লাদ বলল, 'মা! হেলা সন্ন্যাসী হয়্যে অবধি মিশ্রঠাকুরের দেহগতিক বড়মন্দ। আমি শুনে আলাঙ সইমার তাঁরে ছেড়্যে যেতে মন উঠে না কোথাও। আর মা!'
'কি বাবা!'
'বাপ বিভা দিবে এই ডরে ছেলা সন্ন্যাসী হল। তুম্তি কোন্ মনে সই-মারে ছেলার বিভার কথায় ডাকবে? বুঝে দেখ।'
'বুঝলাম।'
তাই শেষ অবধি মদনের জ্যেঠা বুড়ো বাচস্পতিকে ডাকা হল। বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেল। এই বৈশাখে বিয়ে হবে তাই অতসীর বাপ বাড়ি গিয়ে ঘরামি পাঠালেন। ছোনের দড়ি, নতুন, বাঁশ, খড় ভারে ভারে এসে পড়ল। ঘরামিরা দাওয়া বাঁধবে ভেবে মাটিতে জল ঢেলে পা দিয়ে ডলে। সেই মাটি দিয়ে বটু এতটুকু পুতুল গড়ল।
ওদিকে অলোকগোপাল বাড়িতে এখন নতুন পূজারী যায়। প্রহ্লাদ আর যায় না। প্রহ্লাদ এখন আপনমনে থাকে আর বটুকে তার পুঁথি-মন্ত্র শেখায়।
'পূজা করতে শিখবি বটু?'
'আমি?'
'হ্যাঁ রে বোকা!'
'কে শিখাবে?'
'আমি।'
'পুঁথি পড়তে পারব?'
'কেনী?'
'তোমার মতো?'

'আমা হতে ভাল পঢ়বি।'

'শিখাও।'

প্রহ্লাদ ওকে শেখাল, এমনি করে আচমন করবি, এমনি করে বিগ্রহ নাওয়াবি, এমনি করে ভোগ দিবি।

'তা বাদে?'

'বটু!'

প্রহ্লাদ বাঁশ দিয়ে ছিপ চাঁছতে চাঁছতে বলল, 'আন ছেলার কথা থাক, তোর বিদ্যা না শিখে উপায় নাই। বিদ্যা যার রয়্যে বটু! সে বামন হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, কেও তারে নেমিছেমি করতে পারে না, জানলি? তাই! তুই সভ বিদ্যা শিখ্যে উঠ্। আমার মন বোলে।'

'দাদা, কেনী গো?'

'কেনী কি?'

'আচ্ছা, বোল! আগে বোল!'

'দেখ বটু! বিশ্বরূপ চল্যে গেল তা সইমা ডর্যে গেল বুঝি পঢ়লে জানলে নিমাই বা সন্ন্যাস লয়! কতদিন নিমাইরে আগুলে রাখত তা নিমাই আবার যেয়্যে পঢ়ে এখন। এ দেশে উর সমান ছেলা নাই তা জানিস ত?'

'দাদা! নিমাই দেবাংশী ছেলা, তাই না?'

'সভে উ-কে ভালবাসে।'

'তোরেও ভালবাসবে। তোরে ভগবান দেহে মের্যে থুঞেছে তায় কি? তুই বিদ্যা শিখে, পুঁথি পঢ়ে বড় হ!'

'দাদা! মাথায় আমি বড় হব?'

'না হল্যে বা কি?'

প্রহ্লাদ একটু হাসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল বটুর। বলল—'অশোক-গোপাল বাড়ির পূজা তখন তোর!'

'ইস্?'

'দেখিস্!'

এ বাড়ির বিয়ে বৈশাখে কিন্তু গয়েশ্বর দত্তর বাড়িতে তাঁতি আসে যায়, শাঁখারি শাঁখা আনে, কাঁসারির নৌকোয় বাসন আসে, সপ্তগ্রাম থেকে ভারে ভারে তৈজস। বাতাসীর বিয়ে হবে। এই ফাল্গুনেই বিয়ে।

একদিন বাতাসী ওকে ডেকে নিয়ে গেল। দাসী এল, হাতে তালপাতার ছাতা। বটুকে বাতাসী ডেকেছে।

বাতাসী আজও হলুদ রঙা শাড়ি পরেছে, কপালে টিপ। সকালে চন্দন মেখে মুখ ধুয়েছিল, কর্পূর তেল মেখে স্নান করেছিল, বাতাসীর চারদিকে এখন কর্পূর-চন্দনের গন্ধ।

অশোকগাছে নতুন পাতা, ফুলের কুঁড়ি। অশোকগাছের নিচে বসেছিল বাতাসী।

অশোকবনে সীতা! বটুর হঠাৎ মনে হল। কে বলেছিল কথাটা? বলাই বলেছিল?

'এস।' বাতাসী হাসল। দাসীকে বলল, 'তুই যা!'

বটু বসল। অশোকগাছের চারদিকে বাঁশের চৌয়ারি। সেই চৌয়ারিতে মাধবী ফুলের লতা ছিল। বাতাসী তো অশোক গাছকে তিনটি লতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রেখেছিল। শরতের অপরাজিতা, বর্ষার মালতী, বসন্তের মাধবী। সে লতা কোথায় গেল?

'আমি ফেলে দিলাও। ওই দেখ।'

ঘাসের ওপর ছিন্ন মালতীর লতা।

'আহা, কেনী! ফুলন্ত লতা, ফলন্ত গাছ কেও ছিঁড়ে?'

'ছিঁড়ে না?'

'না। দাদা বোলে পাপ হয়।'

'দাদা বোলে?'

বাতাসীর চোখ হঠাৎ জলে ভরে গেল কেন? বাতাসী বলল, 'তোম্ভার দাদার পাষাণ অন্তর বটু! সে কি জানে বিফলতার ব্যথা?'

'তুমি কেন্দ্যে কেনে?'

'কাঁদি না গো! চোখে বুঝি কি বাজল।'

'আর লতা গাছ নাই ?'
'বটু ! আমি কি জানি ফুলন্ত লতা ছিঁড়লে পাপ ? এই মাধবী লতায় কত ফুল ! অশোক তারে চেয়্যে দেখে না। আমি বোলি ই তো আমার খেলাঘরের বিভা বটু ! আমি না রইলে কে লতায় জল সিঁচবে বোল ? তাই আজ উ-রে উপাড়ে দিলাম।'
'তুমি কোথা যাবে গো ?'
'অনেক দূরে। সেই গৌড় দেশ জান? সেই দেশে আমার বিভা হবে।'
'আর আসবে না ?'
'না। বিভা হলে মেঞাছেলা আর আসে ?'
'কেনী আসে না ? আমার দাদার বিভা হবে। আমার দিদিরা আসবে, তা জান ?'
'কবে বিভা হবে বটু ?'
'বৈশাখে।'
'বউ কেমন হবে গো ?'
বটু মাথা নাড়ল। বউ ভালা নয় !
'ভাল নয় তো ঠাকরুন বিভা দিব কেনী ?'
'উ-রা গাইবলদ দিবে, ঘর ছাওয়ায়ে দিবে, আবো তৈজস কত ! দান-সামগ্রী ! সব দিবে ?'
'সব দিবে ?'
'সব দিবে। তখন মা দু'বেলা পাক করবে তা জান ?'
বাতাসী বটুর মাথায় হাত রাখল। হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমাদের বড় দুঃখ, তাই না বটু ?'
'সভে বোলে।'
'তা ভাল। দাদার বিভা হৈলে তোমাদের দুঃখ যায় ?'
'যায়।'
'যায়, তাই না বটু ?'
বাতাসী যেন বড্ড সান্ত্বনা পেল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি ত তা

জানি নাই বটু। আমি তা জানি না। দুঃখ ঘুচাবে বোলে ঠাকুর বিভা করে ; তাই না ?'

'হ্যাঁ গো।'

বাতাসী হাসল। বাতাসীর হাসি বড় সুন্দর। সারা মুখ যেন আলো হয়ে উঠল। বাতাসী বলল, 'বটু! আমি যখন ঠাকুর পূজি. তখন কি বোলি তা জান ?'

'কি বোল ?'

'বোলি ঠাকুর! তোমার দয়াতে কীটপতঙ বাঁচে, নদী উল্টামুখে ধায়। তুমি মোকে আরজন্মে বামুনের ঘরে জন্ম দিও।'

'বামুনের ঘরে ?'

'হ্যাঁ।'

বাতাসী আরো কিছুক্ষণ বসে রইল। বাড়ির ওপাশে বাজনার শব্দ, মানুষজনের গলা শোনা যায়।

'তোমার বিভার বাজনা ?'

'হ্যাঁ। বটু! তোমারে আমি এক তালপত্র পাংখা দিব। আমি বেন্ধেছি জান ?'

'দাও।'

'বটু!'

বাতাসী হঠাৎ যেন ভয় পেল। বটুর হাত ধরে মিনতি করে বলল, 'পাংখা তোমার দাদারে দিও। কেও জানি জানে না বটু! কারেও গোচর কর্য না তোমার পায়ে ধরি।'

'দাদারে ?'

'হ্যাঁ বটু। তোমারে আমার সর্বস্ব দিলাম।'

বাতাসী উঠল, ভেতরে চলে গেল।

বটুকে যদি বাতাসী অমন করে না বলত তা হলে বটুর পাখা খুলে দেখবার কথা মনেও হত না। বটুর কৌতূহল আর বাগ মানল না। গুড়ি-গুড়ি বেতবনে ঢুকে বটু নদীর ধারে গেল।

নদী বহে, কেবলি বহে। ওদিকে নদীর কত ঘাট, ঘাটে কত নৌকো। এখানে নদীর দুই তীর নির্জন। বেতবনে শুধু জলপিপি আর ডাহুক পাখির কিচিমিচি। ওপারে বটগাছের নিচে কারা যেন মোষকে চান করাতে এসেছে।

লাল নেকড়া জড়ানো তালপত্র পাখা। বটু বাঁধনটি খুলল। তালপাতা যেমন করে পুঁথির জন্যে কাটে তেমনি ধারা সমান করে করে কেটে কেটে সুতো দিয়ে সেলাই করা। হাতলে রঙিন সুতোর বেণী জড়ানো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, খুদে খুদে অক্ষরে পাখার পাতে পাতে কি যেন লেখা। বটু পড়তে জানে, খুলে দেখল।

অনেক-অনেক কথা লেখা। বাতাসী কি পাঁচালী লিখেছে? পাঁচালী তো গায়, কেউ কি লেখে?

> 'তৃণহার দিয়া কে বা করেছিল বিভা
> কে বা বোলে কভু মনে আন না ভাবিয়া?
> গাছ সাক্ষী নদী সাক্ষী তুঁহি মোর নারী?
> তুয়া বিনা আমি কভু জীইতে না পারি?
> এত কথা কয়ে কে বা গেল আনদেশে?
> কে ভুলিল সভ কথা আঁখির নিমিষে?'

পাখার মধ্যিখানে ঘাসের বেণীর শুকনো হার একগাছা। বটু পাখাটা মুড়ল, কাপড়ে জড়াল।

অনেক দূরে বাজনা। ভোড়ঙ্গ বাজে, বাঁশি, করতাল। মেয়েদের গানের শব্দ। বিয়ের আগে গ্রামের ষাঁড়াগাছটার পুজো হয়, মেয়েরা মাথায় ডালা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে গাছতলায় পুজো দিতে যায়। মেয়েরা জল সইতে যায়, গান গেয়ে গেয়ে যায়।

গানের শব্দ কেন বটুর বুকের মধ্যে বাজল? তেল-হলুদ-সিঁদুর নিয়ে কাড়াকাড়ি, খই-কলার ছড়া-পান সুপরি দিয়ে এয়োতি বরণ, তারপর বাতাসী চলে যাবে বলে?

বটু আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পলাশ গাছে কুঁড়ি, একটি

ছুটি ফুল। সারা গাছটি ফুলে ফুলে আলো হয়ে উঠবার আগেই বাতাসী পালকি চড়ে বরের ঘর করতে চলে যাবে। কচি বয়েসের বিয়ে নয় যে ছু'পাঁচ বছর বাপের বাড়ি থাকবে। কোথায় চলে যাবে বাতাসী, সেই কত দূরে। তখন কি ওর মনে পড়বে বটু ওকে কত ভালবেসেছিল? বটু শুনেছে বাতাসী সোনার খাটে গা রাখবে, রুপোর খাটে পা। বাতাসী রাজরাণী হবে।

'কে রাজরাণী হতে চায় গো?'

বাতাসী হেসে হেসে বউ মেয়েদের বলল। গায়েহলুদের দিনে সবাই ওকে তেল দিল, হলুদ দিল, সবাই বলল, 'বিয়ানবেলার বিভা নয় বাতাসী! বৈকালের বিভা! তোর বয়েসে আমরা ছেলা কোলে কর্যেছি। তোর শ্বশুরের অগাধ সোনা রূপো বাতাসী! তুই রাজরাণী হবি। মোদের সোঙর করবি ত?'

'রাজরাণী হতে কে চায় গো?'

বাতাসী মধুর হাসল। এ কয়দিন বাতাসী দোরও খোলে নি। আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় নি একেবারে।

'বিভার কনে দোর আগুলে কি কর্যে?'

'কেমন কর্যে জানি?'

বাতাসীর মা রেগে উঠেছেন। কয়দিন ধরে পালকি করে, ডুলি চেপে, পায়ে হেঁটে আত্মীয় কুটুম আসছেন। এতগুলো মানুষের খাওয়াশোওয়ার ব্যবস্থা করা কম কথা নয়। রান্নার জন্যে পালকি পাঠিয়ে ফুলেনরলের মিত্রবাড়ির সেজগিন্নিকে আনা হয়েছে। আর যত যত বউ ঝি সবাই যোগাড় দিতে ব্যস্ত।

বাড়িতে ঠাকুর বিগ্রহ অনেক জন। দেবতাকে অন্নভোগ এঁরা দেন না কিন্তু এ সময়ে ঠাকুর সেবার কাজই বা হয় কি করে? তাই পা ধরে মিনতি করে ছুর্গাজ্যেঠিকে আনা হয়েছে।

ছুর্গাজ্যেঠি আসতে না আসতে তাঁর পায়ে জল দেওয়া হল, বাতাসীর বড়ভাজ মাথার চুল দিয়ে তার পা মোছাল বটে, তবু কোথায় কি ত্রুটি

হল কে জানে দুর্গাজ্যেঠি রেগে খরখর করে মাথায় ভিজে গামছা চাপা দিয়ে চলে গেছেন।

ঠাকুরকে ফলভোগ দিয়েই গেছেন তবু চলে গেছেন তো! রেগেই চলে গেছেন।

বাতাসীর মা সেই কথা শুনে চৌকিতে চেপে বসেন। একেক ক'রে বউ-দের সব সামনে ডাকান। ডেকে 'শতেক-খোয়ারিরা দেবতাবামুনের মান্য জাননা সেই পাপে আমার ঘরে বংশধর আসে না গো!'

বলে বউদের যারপরনাই খোয়ার করেছেন।

তারপর নিজের ননদকে 'ঠাকুরকন্যা, দাদার মান রাখ গো! বাস্তোনিরে লয়্যে এস' বলে পালকিতে দুর্গাজ্যেঠির বাড়ি পাঠিয়েছেন।

এখন রান্নাঘরে উনোন হাঁ হাঁ করছে। সাতরকম চাল রান্না হবে, একেক ব্যঞ্জনের সঙ্গে একেক চালের ভাত। সেই কথাটি বুঝিয়ে বলতে না বলতে উঠোনে মাছ এসে পড়ল। কাদি জেলেনি কোমরে হাত রেখে হেসে বলল, 'জোড়ারুই দেখ্যে যাও মা! সাইত্ করো্য গেলাম, মেঞার বিভায় শাটি দিলে হবে না, সোনার নথ লিব।'

মিত্রগিন্নি হেঁকে বললেন, 'বাতাসীর মা! বাক্যে আছে চিথলের কোল— আইড় মাছের লেজা। তা আদারসা দিয়্যে চিথলের কোল বেন্নন করি?'

বাতাসীর মা সুখী মানুষ। বারোমাস তাঁর সংসারে এত কচকচি থাকে না। আত্মীয়-পরিজন-বউরা রাঁধে বাড়ে, সেবা যত্ন করে, তিনি বসে থাকেন। এখন তাঁর গা-মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কিন্তু অনেক পাপে মানুষ মেয়েসন্তান বিয়োয়। তায় অমন ফাঁড় হাতে, দেবরুষ্টি মেয়ে। এখন শরীর 'এলে' দিলে তাঁর চলে না। তাই তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দিদি! মোর মানসম্মান আজ তোমার হাতে গো! দেখ! চিথল-আইড়-শৌল-রুই-খরশোলা-মৌরল্লা-সরলপুঁটি সাত মাছে চৌদ্দ বেন্নন, দুধ-থোড়, তিলসুক্ত, মানচাকী—সরষা ঝাল, মোচা-নারকেল, এ ভিন্ন তিনরকম ডাল, সাত ভাজা, পাঁচটি অম্ল, কটুম্ব জানি একান্ন বেন্নন পাতে পায় গো! ইটি তুমি দেখ! মিষ্টান্নে-পায়েসে-ক্ষীরে-দৈয়ে কোন না দশ বারটি

হবে গো !’

‘একান্ন বেন্নন ! তোমার বাক্যে যে অবাক যেছি বাতাসীর মা ! কায়েত সমাজের ঘরে লক্ষ্মী বান্ধা থাকে তাতে তোমার সোনার সোম্‌সার। একান্ন বেন্ননে তো চেঙি-বেঙি রাখাল-মাহিন্দারেও কার্য করতে পারে।’

মিত্র গিন্নীর বড়মানুষি কথায় বাতাসীর মা-র বড়ই রাগ হল। তিনি নাক টেনে মিহি গলায় বললেন, ‘দিদি! বাক্যে আছে

বড় রান্ধনী বড় রান্ধনী !
আজ রেন্ধেছ কি ?
পাতার অন্ন, ঘাসের সুক্তা,
খড়কের আগায় ঘি !

‘দিদি ! কানা বেগুন আর পুঁটিমাছ দিয়েও কেও সপ্ত বেন্নন তপ্ত ভাত রান্ধে, কে বা তপ্ত ঘি সোনার থালে এক বেন্ননে খায়। যা হোক, আমার মানসম্মান তোমার পায়ে থুয়েছি, তুমি যা বল তা কর ! আর কি হবে বোল ?’

‘রাগ করো না বাতাসীর মা ! মাছ তোমার ভাসাভাসি, বেগুন-মোচা-থোড় কোন অভাব নাই, ই হতে আমি আশি বেন্নন রেন্ধে দিতে পারি! আ গো ! আজ খেয়ে মানুষ বোলবে বাতাসীর বিভার অন্ন মুখে স্বাদ আছে।’

‘আর দিদি !’

‘কি ?’

‘অবুইঢ়া ভাত ?’

‘আ গো ! মেঞা আজ ঝিয়ারী সইদের সাথে অবুইঢ়া ভাত খাবে সে কি সোঙর রাখি নি ? তুমি চিন্ত্য না গো !’

‘দেখ দিদি ! মুখ না হাস্তে ?’

‘না ! কিন্তু মেঞা দোর আগুলে রায় কেনী ? বিভার কন্যা ?’

‘কে জানে মা !’

বাতাসীর মা হাতের তালু চিত করে দেখালেন। তারপর বড় বউকে

ডেকে বললেন, 'বাতাসীরে বার কর মা! বিভাবাটিতে কি অপযশ হবে? কেন্দ্যো কেন্দ্যে মরে কেনী মেঞা ?'
বাতাসী কাঁদে নি। দরজা ভেজিয়ে বসে সাধের পতুল খেলার সাজসরঞ্জাম, খেলনাপতি, মুখদেখার আরশি, রাঙাকড়, চুলের গুছি, কাপড় রাঙাবার রঙ, সব ভাঙছিল, ছিঁড়ছিল।
'ঠাকুর ঝি ?'
বাতাসী চমকে তাকাল। দোর ধরে দাঁড়িয়ে বড় বউ।
'ই কি কর্যেছ ?'
'কেনী ? সভ তো লতুন দিবে তোমরা ? দিবে না ?'
'হলুদ খেলা হবে যি ?'
'হলুদ খেলা !' বাতাসী হাতে মুখ ঢাকল। তারপর মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে বাতাসী হাসল। বড় ভাজের হাত ধরে বলল, 'ছেলাবুদ্ধিতে কত দোষ কর্যেছি বউ, মনে রেখ না।'
'ই কি কথা ঠাকুরকন্যা ?'
'কিছু না বউ। শুধা মিছা বোলি।'
বাতাসী বাইরে এসে নতুন পাটিতে বসল। মা কাশছেন, শোনা যাচ্ছে। হলুদ মাখাবার হুড়োহুড়ির মধ্যেই ও বলল, 'দাসীরা কেও নাই ?'
'কেনী ?'
'আইরে ময়ুর পাখার ছাই আর মধু মেঢ়ে দিক কেনী ?'
বাতাসীর কপালে হলুদ দিতে দিতে একটি বউ বলল, 'বাতাসী ! মন হতে ই সোম্সারের মায়া ছিঙে ফেলা ! যত মায়া করবি তত মন পুড়ে যাবে যি ?'
বাতাসী অস্ফুটে কি বলল। মনে হল বলছে 'মায়া নাই গো। মায়া নাই।'
বাতাসীর মায়ের খুড়ির পাকাচুলে সিঁদুর। তিনি হাততালি দিয়ে দিয়ে 'রামে-সীতায় বিভা গো! রামে-সীতায় বিভা' গাইলেন। বাতাসীর চিবুক ধরে বললেন, 'যেঞে আর ফাল্গুনে তোর ছেলা দেখে আসব।'
মেয়েরা হেসে উঠল। তারপর এ ওকে তেল-হলুদ মাখাবার হুড়োহুড়ি

পড়ে গেল। ভারে ভারে তেল-চন্দন-পান-সুপারি-হলুদ-সিঁদুর। যতটি বউ-ঝি, ততগুলো নতুন শাড়ি-গামছা। বাতাসী অনেকক্ষণ মুখ বুজে ওদের হাতে তেল-হলুদ মাখল। পাঁচ এয়োর হাতের জলে স্নান করল। তারপর বলল, 'বোন! গঙ্গাপূজা হয়্যে গেল?'

'সে তো কাল হবে গো!'

'এখন ঘাটে কেও নাই?'

'কে থাকবে?'

'তভে ঘাটে যেয়ে ডুব দেই গা! এই তো অবুইঢ়া স্নান ভাই! আর কি বাপের ঘাটে আসব?'

'কেনী বোন? ই কথা কেনী?'

'কেনী আর? এমনি। শুধা মিছা বোলি।'

বারান্দায় বাতাসীর মা হেলান দিয়ে বসে আছেন। বাতাসী গামছা গায়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

'কেনী মা? দণ্ডবৎ দিলা কেনী?'

'এমুনি আই! শুধামিছা।'

'কাল পর হভে তাই কি শুধামিছা দণ্ডবৎ? বাতাসী? তুই তো নিত্য মোরে দণ্ডবৎ দিস না?'

'কেন্দ্যে না আই! মেঞার মা কেন্দ্যে না।'

'মা আমার সাত বুড়ীর এক বুড়ী। আই রে সান্ত্বনা করে।'

'আই! স্মানে যাই?'

'বিলম্ব কর্যে না বাতাসী।'

'না আই!'

বাতাসী বউ-ঝিদের সঙ্গে ঘাটে গেল। ঘাটের ওপারে গ্রাম-মাঠ ধু ধু করে, এ পাশে অশোক গাছের পাতা ঝিরিঝিরি। বাতাসী দাসীকে বলল, 'খৈল দিয়্যে গা মেজে দে।'

গা মেজে, মুখ ঘষে, গায়ে আঁচল জড়িয়ে বাতাসী পেতলের কলসী উপুড় করে সাঁতার দিয়ে ডুবজলে গেল।

'ডুব দে বাতাসী।' কে ডেকে বলল।
'এই যে দেই।'
বাতাসী কলসী ওপরে ভাসিয়ে রেখে পেছনে চাইল। গঙ্গায় খরস্রোত। বাতাসে বাজনার শব্দ। মেয়ে বউরা জল ছিটিয়ে খেলা করছে। বাতাসে বাজনার শব্দ।
বাতাসী ডুব দিল। জলের নিচে কত শান্তি, কোনো গোলমাল নেই। বাতাসীর সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। জলের নিচে এত শান্তি আছে বাতাসী তা জানত না কেন?

৯

বাতাসী বটুকে হঠাৎ বয়েসে বড় করে দিয়ে গেল।

'বটু! তোর সাথে সে কি কথা বোলেছিল বটু?'

দাদার গলার স্বর শুনে বটুর বুক ফেটে গিয়েছিল। কি যেন হয়ে যাচ্ছে বটুর চেনা পৃথিবীতে। সব যেন ওলটপালট করে দিচ্ছে কে। বিয়ের আগের দিন বাতাসী অপঘাতে মরে গেল তাতে প্রহ্লাদের মুখের হাসি মুছে গেল কেন?

বাতাসী কেন মরে গেল? সাঁতার জানত না বলে?

'মোরে কত সুকথা বোলে ঐ পঙখ হাতে দিল।'

'আর কিছু বোলে না? মোরে দোষে না?'

বাতাসী কেন প্রহ্লাদকে দোষ দেবে। প্রহ্লাদ তো ঠাকুর পুজোর বামন। কায়েতের মেয়ে কি বামুনকে দোষ দিতে পারে? এখন তো গৌড়ে-রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে-বঙ্গে ব্রাহ্মণদের আর রাজার ওপর জোর নেই। তবু তাদের প্রতাপ কি কম? কায়েতরা সুলতানের কাছারিতে কাজ করে, লাখে লাখে টাকা সালিয়ানা তোলে। সুলতানকে খানিক দেয়, খানিক নিজেরা রাখে।

বামুনরা সবাই কি ধনী হয়? কত বামুন খোড়োঘরে বাস করে। তেঁতুল পাতার ঝোল ভাত একবেলা খায়। তাদের বউদের হাতে রাঙাসুতো ছাড়া গয়না নেই। তবু কোন্ কায়েতের সাহস আছে বামুনকে নকড়-ছকড় করে?

এই নবদ্বীপমণ্ডলীতে কত বামুন আছে তারা অব্রাহ্মণের ছায়াটি মাড়ায় না। ছোটজাত-ছোটজাত বলে সবাইকে অপমান করে।

বাতাসী তো কায়েতের মেয়ে, সে কি প্রহ্লাদকে দোষ দিতে পারে?

'না দাদা! তোমারে দোষে না।'

'সাঁচাই বোলিস?'

'দাদা, তোমারে দোষে না।'
'যদি আমারে দোষে না, যদি বিভার নামে তার মুখে হাসি, তভে সে কেনী যেয়ে মাঝগঙ্গায় ডুব দেয় বটু?'
'জানি না।'
'বটু, তুই কেন্দ্যে কেনী?'
'মোর বুক ফেটে যায় রে দাদা!'
'তোর বুক? বটু! বামুন তুই, বামন গেঁড়া। তুই বেঁচ্যে যাবি। তোর বুকে সভ দিবে না রে ভগবান! আমি মর্যে যাব বটু।'
'দাদা! মোর ডর লাগে গো! তুমি কেনী উতালা হল্যে?'
'হই নাই রে! কে বোলে আমি উতালা হঞেছি? তুই ডরিস না রে বটু। আমার উতালা হলে চলভে কেনী?'
প্রহ্লাদ বাতাসীব পাখাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল।
'দাদা ই তুমি কি কর?'
'তুই বুঝবি না বটু।'
প্রহ্লাদ হঠাৎ একটু হেসেছিল। আষাঢ়ের মেঘের কোলে মলিন রোদের মতো এক টুকরো হাসি। বলেছিল, 'যি আপ্ত বিনা পরের কথা ভাবে না তার তুল্য নিষ্ঠুর কেও নাই সোম্‌সারে।'
কে পরের কথা ভাবে না? বাতাসী? সেই ফাল্গুনের তপ্ত সকাল, সেই চন্দন-কর্পূরের গন্ধ, হাতের আইবড় লোহা খুঁটতে খুঁটতে বটুর সঙ্গে কথা বলা, সেই বাতাসী নিষ্ঠুর?
'যি আপ্তঘাতী হয় সি নিষ্ঠুর বটু, বড় নির্মায়া!'
বটুর কান মাথা সব গরম হয়ে উঠেছিল। আত্মঘাতী? বাতাসী তাহলে দুর্ঘটনায় মরে নি, নিজে ইচ্ছে করে ডুবে মরেছে?
'বটু। ই কথা কারেও বোলিস না।'
'না দাদা।'
বটুর হঠাৎ অনেক বুদ্ধি হয়ে গেল, অনেক বিবেচনা। অনেক যেন বড়

হয়ে গেল বটু। দাদার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে হবে। প্রহ্লাদের মাথায় হাত দেয় সে কেমন করে ? বটু একটা উইটিপির ওপর উঠল। রাঙি যেমনটি শিখিয়েছিল তেমনটি মনে মনে বলল, 'দো'ই তোমার বাল্মীকি মুনি ! শিয়রে চরণ দিলাম। দোষ নিও না।'
উইটিপির ওপর উঠে প্রহ্লাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বটু বলল, 'দাদা বেলা যে যায় !'
'চল, স্নান কর্যে ঘবে যাই। মা বুঝি খায় নাই এখনো ?'
'চল্।'
দুই ভাই স্নান কবে বাড়ি ফিবে এল। আসার সময় বটু একতাল গোবর কুড়িয়ে আনল। বটু নাবকল পাতা পড়ে থাকলে টেনে আনে। পাতা চেঁছে মা শলা বের কবে। গোবরটা, শুকনো কাঠকুটো, যা পায় তাই আনে বটু। বটু কখনো খালি হাতে বাড়ি ঢোকে না। তাই তো মা বলে 'বটুব হাতে লক্ষ্মী, পায়ে লক্ষ্মী গো !'
আজ বটু অন্যমনস্ক, দাদাব দিকে চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে।
খাওয়া হতে বটু চেটাই নিল, দাদার হাত ধবে বলল, 'চল্ দাদা নিম গাছের ছেয়ায় যেয়ে শুইগা। নিমের ছেয়া শীতল কত ?'

বটু কাউকে কিছু বলল না বটে কিন্তু মায়াপুরের আকাশে-বাতাসে গুন-গুন কবে কথাটা ছড়িয়ে গেল। সবাই আড়ালে বলতে লাগল গয়েশ্বর দত্তেব মেয়ে বাতাসী দুর্ঘটনায় মরে নি, ইচ্ছে করে ডুবে মরেছে।
কেউ কেউ বলল, 'আহা! বড় সুন্দরী ছিল গো! দেখলে মনে ভ্রম এসে যেত যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণী বা !'
কেউ বলল 'আবাগী! নিজে ত যেথা যাবার সেথা গেল কিন্তুক মা মাগীরে দগ্ধে রেখে গেল।'
অনেকেই বেশ খুশি হল। গয়েশ্বর দত্তের অতুল ঐশ্বর্য দেখে তাদের মন টাটাত। বাতাসীর বিয়ে হতে এত দেরি হওয়াতে তারা মনে মনে ভাবত এর মধ্যে কোনো গোপন কথা আছে বুঝি।

তারা শুকনো হাসল ও নাকে নস্যি টিপে বলল, 'অবইঢ়া-ভাতে হাত দেয় নাই, গায়ের হলুদ জ্বলজ্বল করে, এমত অবস্থায় বিভার কন্যা মাঝ-গাঙে সন্তরে যায় কেনী বিচার করহ।'

কথাটা এক জায়গায় থেমে রইল না। বড় অস্থির, বড় চঞ্চল সময় এখন মায়াপুরে। সময় যেন বদলে যাচ্ছে পলকে পলকে। এই সেদিন অবধি গৌড়ে-বঙ্গে-রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে ব্রাহ্মণদের কি প্রবল প্রতাপই ছিল। কি রাজা গণেশ, কি যত্ন, কি সুলতানরা ব্রাহ্মণদের সম্মান করে রাজকার্যে রাখতেন।

সেখানেও তাঁদের প্রতাপ সঙ্কুচিত। ব্রাহ্মণরা প্রধানত সংস্কৃত চর্চা করেছেন।। এখনকার সুলতান হুসেন শাহ কিন্তু বাংলাকে রাজার আদরে লালনপালন করেন। কায়স্থদের ডেকে ডেকে কাজ দেন। তাই তো নতুন করে জন্ম নিয়েছে নতুন এক জমিদার শ্রেণী। লস্কর রামচন্দ্র খাঁ আর হিরণ্য মজুমদারের মতো মস্ত বড় ধনী।

নবদ্বীপে তাই ব্রাহ্মণদের এমন ঘন বসতি, সেখানে তাঁদের এত প্রতাপ। দক্ষিণে, দক্ষিণ-রাঢ়ে যারা অব্রাহ্মণ তারা মনসা-বাশুলী নানা গণদেবতার পূজায় মেতে থাকে। ব্রাহ্মণরা যেন ভুলেই যান তাঁরাই একমাত্র মানুষ নন। তাঁদের বাইরেও বহু মানুষ, বহু শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে তবে সমাজ।

সকলে জগন্নাথ মিশ্রের মতো সদাচারী, বিদ্যানিষ্ঠ, ধার্মিক তো নন। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নানা অনাচার, নানা অভিচার, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এ-ওকে দেখতে পারে না, এর ঐশ্বর্যে ওর হিংসে, এ এখন নবদ্বীপের সব জায়গায় দেখা যায়। কোনো ব্রাহ্মণ সোনার থালায় বিগ্রহকে প্রসাদ দেয়, সোনার জবাফুল দিয়ে কালীপুজো করে আবার কোনো ব্রাহ্মণ পাঁচটি হরতুকী ছাড়া কন্যাপণ দিতে পারে না। যেন একটা আলাদা জগৎ নবদ্বীপে।

অথচ বাংলাদেশের পৃথিবীটা তো ছোট নয়, সে যে অনেক বড়। চট্টলের

প্রান্ত দিয়ে সাগর দিয়ে বিদেশী জাহাজ মেঘনা নদী বেয়ে চলে যায় সোনার গাঁ-য় বন্দরে। বাংলার নৌকো আর জাহাজ চলে, লাক্ষা, হরতকী, চিনি, তেল, লঙ্কা, আর সুতি ও রেশমের কাপড় নিয়ে বর্মা, আরাকান, শ্যাম, সুমাত্রা, চম্পাদেশ থেকে চীনে যায়। এদিকে আবিসিনিয়া থেকে ওদিকে চীন অবধি প্রভৃতি দেশ বাংলার পণ্য চায়।

কত বড় বাংলার জগৎটা। সপ্তগ্রামের বন্দরে প্রতি বছর বড় ছোট ত্রিশটি জাহাজে বোঝাই হয় বাংলার পণ্য পর্তুগীজ ও আরব ব্যবসায়ীরা ভিড় করে থাকে সপ্তগ্রামের জাহাজঘাটায়। বিদেশ থেকে বাংলায় আসে সুগন্ধি মশলা আর হীরে-পান্না-মুক্তো-চুনি।

নবদ্বীপ যেন বাইরের পৃথিবীর কোনো খবরই রাখতে চায় না। তাই তো এখানে শুধু কথা হয়, সমাজপতিরা ঘোঁট পাকান। মাঝরাতে তান্ত্রিক হাতে নারকেল নিয়ে নিশি ডেকে ডেকে ফেরে। শুঁড়িখানায় ভিড় আর কমে না। গভীর রাতে দূরের পল্লী থেকে মেয়েদের অস্ফুট কান্না শুনে বোঝা যায় তান্ত্রিক অভিচারের উদ্দেশে কে কার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল।

ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সব এখানে একসঙ্গে চলতে থাকে। তাই তো গয়েশ্বর দত্তের অমন মলিন মুখ কেউ দেখেও দেখল না। শুনেও শুনল না বাতাসীর মা-র করুণ কান্না।

'আমার আঙিনার আলপনা যি এখনো তিতা গো ? সি আলপনায় চরণ রেখ্যে দাঁড়াবি না বাতাসী ?'

অনেকেই বলতে লাগল বাতাসী আত্মহত্যা করেছে।

কাদি জেল্লেনী লোকের বাড়ি বাড়ি মাছ বেচে বেড়ায়। সে এসে বাতাসীদের উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাদের সমাজকে দণ্ডবৎ মা !'

'কেনী ?'

'কি বোলে জান সভে ? মেঞা নাকি আপ্তঘাতী হঞাছে গো ! তোমাদের পরশ্চিত্ত লইলে উদ্ধার নাই।'

'কে বোলে কাদি ?'

'কে বোলে না। ই বোলে,উ বোলে, আমি তো যেঞে হাটতলা, গয়লা-পাড়া, কাজিরঘাট সর্বত্ত শুনে আলাঙ একই কথা।'

বাতাসীকে তুলবার জন্যে জেলেদের ডাক পড়েছিল। জেলেরা নদীর জলে বাঁশখোঁচা করে জাল ফেলে বাতাসীকে তুলেছিল। অনেক বিষ্টির জল পড়লে শাদা পদ্ম যেমন সবজে-শাদা দেখায় বাতাসীর মুখখানি তেমনি দেখাচ্ছিল। দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল। আহা, বিয়ের মেয়ের এমন মরণ!

কাদি সবিস্তারে বর্ণনা দিল কে বলছে, কি বলছে। তারপর হাত নেড়ে বলল, 'আমি দু'কথা বোলে আলাঙ গো! বোলব না কেনী? শুধামিছা অপযশ দিবে মরা মেঞাটাকে?'

গয়েশ্বর দত্তের কানেও কথাটা এল। বড় দুঃখে মলিন হেসে তিনি চুপ করে রইলেন।

শুনলেন কথা হচ্ছে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নইলে তিনি পতিত হবেন।

বাতাসীর মা বললেন, 'শুনে চুপ কর‍্যে রইলা কেনী?'

'কি করব? বাতাসের মুখে কু-কথা উড়ে। আমি বাতাসের পিছে ধাওয়া করব?'

'পরাশ্চিত্ত করবা?'

'নাঃ। আমার বেটা অপুত্তক, বংশ বোলতে নাই, আমি কার ডরে ডরা-লাঙ্?'

'তভে?'

'ভেন্‌ভেন্ কর‍্য কেনী?'

'আ-গো! তোমার পায়ে ধরি, ব্যাগ্যতা করি, কিছু কর‍্যে মেঞাটার শান্তি কর। সি অপঘাতে মরেছে যি, সি কি বিসোঙর হলে? দেখ! আমি যেঞে অশোক গাছের নিচে কান্দ্‌তে ছিলাঙ্, তা কেনী যেমন মনে লিয্যল মেঞা মোর কাছে কাছে ফিরে।'

'ভর হঞে ঘরে আলে?'

'পেটের মেঞাকে কে ডরে গো ?'

'দেখি ! ভেবে দেখি !'

'বউরা বোলে—'

'কি ?'

'জানি কার বা কান্না শুনে বাগানে ?'

'মেঞাছেলার মরণ !'

বাতাসীর মা কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, 'নয় স্বস্ত্যেন কর ? সি শান্তি পাক ?'

তাই ঠিক হল। ঠিক হল স্বস্ত্যয়ন হবে। বাড়িতে একটু স্বস্ত্যয়ন-যজ্ঞ করে ঘরে-দোরে শান্তিজল দেওয়া হবে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হল এই কাজের জন্যে একজন বামুন পাওয়া গেল না। কেন যাব না তাও কেউ খুলে বললেন না অথচ এলেনও না এগিয়ে।

অবশেষে গয়েশ্বর দত্ত নিজে পালকি চড়ে গেলেন। বললেন, 'পায়ে ধরব, জিহ্বা দিয়ে, ধুলা খাব তাও স্বীকার কিন্তু ই কাজের পুরোত আনব গো ! তুমি ভেব্যো কালিবন্ন হঞে না।'

বাতাসীর মা চোখ মুছে বললেন, 'মিশ্রবাড়ি যেঞে হাত জোড় কর্যো দাঁড়াও গা ! উনি কয়্যে দিলে কেও না কেও এসে দাঁড়াবে।'

'তিনির দেহ-মন ভাল নাই ! অমন পুত্ত সন্নেস ল্যিল, দেহ কি আর রয় ?'

প্রহ্লাদ আজ কতদিন এবাড়ি আসে নি। প্রহ্লাদ গঙ্গায় স্নান করে মাথায় গামছা চাপা দিয়ে কবিরাজ-বাড়ি থেকে জ্বরের পর বুনো কি খাবে বিধান নিয়ে আসছিল। বুনোর একটু জ্বর হয়েছে। গায়ে যা বেদনা, মনে হয় গুটি বেরোবে।

গয়েশ্বর দত্তের পালকি দেখে প্রহ্লাদ অবাক হয়ে গেল। বাতাসীর বাবা মাঠের ধারে পালকি থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছেন কেন? প্রহ্লাদ এগিয়ে গেল।

'আপনি হেথা ?'

'আর বাবা !'

হঠাৎ গয়েশ্বর দত্ত কেঁদে ফেললেন। এ কয়দিন তেমন কাঁদতে পারেন নি। বাতাসী মরে যেতে ওঁর মনে খুব লেগেছিল। দুঃখের চেয়েও বেশি হয়েছিল রাগ। ঐ মেয়ের হাতে ফাঁড়া ছিল তাই অত সাবধানে রাখ-লেন। যে বয়সে মেয়েরা ছেলে কোলে করে বেড়ায় সে বয়েসেও ওর বিয়ে দিলেন না। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে তো কত কথাই শুনতে হয়েছিল। খুব বাঁকা কথা সব। ফাঁড়ার কথা নাকি মিথ্যে। আসলে মেয়ের খুঁত আছে বড় রকম কোনো। নইলে কুলের দোষ আছে কিছু। গয়েশ্বর দত্ত লেখাপড়া জানা ধনী-মানী লোক। এই সব কথা শুনে খুব খারাপ লেগেছিল তাঁর। তাই তো অনেক দেখে শুনে অমন একটি ভালো বর জোগাড় করেছিলেন। ভেবেছিলেন মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তিনি সকলকে দেখিয়ে দেবেন যে, রূপে-গুণে-কুলে সেরা না হলে অমন রাজার বিয়ে হয় না।

তা হল না। বাতাসী মরে গেল। প্রথমে রাগ হয়েছিল বাড়ির সকলের ওপর। কেন ওরা বিয়ের মেয়েকে গঙ্গায় নাইতে যেতে দিল ? তারপর রাগ হয়েছিল দেবতা-জ্যোতিষী-জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর। এরই কি নাম ফাঁড়া কেটে যাওয়া ? ফাঁড়া কেটে গেল বলে সবাই যখন রায় দিল তখনি তো তিনি বিয়েতে এগোলেন। তবু সে মেয়ে এমন করে মরল কেন ?

এখন তো আর রাগ-ঝাল নেই। এখন শুধু দুঃখ হয়। মেয়ের জন্যে বুক পুড়ে যায়। স্বস্ত্যয়ন করবার আগে গয়েশ্বর দত্ত খুব কেঁদেছেন গোপনে গোপনে। এখন প্রহ্লাদকে সব বলতে বলতে উনি কাঁদতে লাগলেন। চোখ দিয়ে জল পড়ে দামি পিরান ভিজে গেল।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'চলে যেয়োন না। আমি আইরে বোলে আসি।'

'কি বোলে আসবে ?'

প্রহ্লাদের জিভ-গলা-তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সে শুকনো গলায় বলল, 'আপনার সাথে যেঞে কার্য করে দিয়ে আসি।'

'তুমি যাবে?'

গয়েশ্বর দত্ত ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'বেঁচ্যে জীয়ে থাক বাপ। মনের দয়া যেন অটুট থাকে চিরকাল।'

খুব নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করল প্রহ্লাদ। মনে মনে বলল, 'ঠাকুর, বাম্ভোনের ঘরে জন্ম হলেও কেও বাম্ভোন হয় না। বাম্ভোন সে, যার মনে দয়ামায়া অপার, যে কারো দোষ দেখে না, সবারে ক্ষমা করে বুকে লয়। আমি মহাপাপী, তবু তুমি মোরে আজ দয়া করে কাজটি করিঁয়ে লও মোবে দিয়ে। সি জনা বড় অভাগী ছিল, বড় দুস্কে প্রাণ ত্যেগেছে গো।'

সমস্ত বাড়িতে, বাগানে, গাছে লতায় বাতাসীর শোক থমথম করছে। শুধু নদীর কোনো পরিবর্তন নেই। সে যেমন বহে চলার তেমনিই বহে চলেছে।

দুপুরের তাতে একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে পলাশগাছের ফুলন্ত ডালে বসন্ত বৌরি পাখির নাচানাচি দেখে প্রহ্লাদের চোখ ভিজে গেল। গাছ-লতা-ফুল-পাখি সব তো যেমন ছিল তেমনিই রইল। কোথাও তো এত-টুকু ফাটল ধরে নি, চিড় খায় নি। কারো তো কিছু এসে যায় নি। বাতাসী, তুই কেন তোর গাছ-লতার বিয়ে, তোর পুতুলের সংসার ভেঙে দিয়ে চলে গেলি? একগাছা ঘাসের বেণী খেলাছলে গাঁথা, তা অবধি ফিরিয়ে দিয়ে? কি করতে পারত প্রহ্লাদ, কি সে করে নি বলে চলে গেলি তুই? ঘাসের মালা তুই গেঁথেছিলি তা গাছ-তলার বিয়ের পর মালাটা তোর গায়ে ফেলে দিয়ে প্রহ্লাদ বলেছিল, 'তোমারও বিভা হবে গো!'

সে তো খেলাছলে বলা। প্রহ্লাদ তো সব জানত তোর মনের কথা। তাই তো বলেছিল, 'আর পূজায় আসব না আমি। তুমি ঠাকুরকে বোল বাতাসী ই জন্মের আশা যেমন উ জন্মে পুরে।'

সব ভুলে গেলি কেন? ব্রাহ্মণের দান প্রহ্লাদ বয়ে আনে নি। পরে দানীরা এসে বাতাসীর মা-র দেওয়া সিধে নিয়ে গেল।

বটুব মা বললে, 'কত মূল্যোরসভ দিয়েছে দেখ্‌ প্রহ্লাদ? পিথ্বীমঙ্গলের ব্রতে মোর ভাল হল কি না দেখ্‌।'
প্রহ্লাদের মুখে কড় কথা এসেছিল কিন্তু মা-র মুখের দিকে চেয়ে ও সামলে নিল নিজেকে। বটুকে বলল, 'আই শুধা সোম্‌সার বুঝে রে! ডোলে চাল, ভাণ্ডে তেল, ভাণ্ডারে তৈজস, ঘরের ছাউনিতে খড় রই-সেই আই চিন্তে যি ই-সভ ব্রতের ফল! ব্রতপূজার এক ফল, আইয়ের সোম্‌সারে লক্ষ্মী ডাকা।'

এই যে প্রহ্লাদ গিয়ে অযাচিতভাবে গয়েশ্বব দত্তকে কাজটি করে দিয়ে এল এতে অনেকে অনেক কথা বলল।
প্রহ্লাদ হাসতে হাসতে মাকে বলল, 'মা! নানাজনে নানা শুধামিছা বোলল কিন্তুক ভাল কথা শুনে আলাঙ কাব নিকটে তা জান?'
'কার নিকটে?'
'দুধের বালক নিমাইয়ের কাছে। আমি মুখে শুনি নাই তভে শুনলাঙ স্নানঘাটে কথা উঠেছিল তা সি বোলে বসেছে বিপন্নেব সহায় কর্‌য়েছে ভাল কর্‌য়েছে প্রহ্লাদ দাদা! মনে যাব দয়া নাই সি কি মনিষ্যি?'
'শুনে আলি?'
'হ্যাঁ মা!'
'তা ভাল কর্‌য়েছ বাপ।'

১০

তারপর বৈশাখ মাস এল।

সংক্রান্তির মেলা ভাঙতে না ভাঙতে বটুদের বাড়ি নতুন খড়ের চাল, নতুন খুঁটি, নতুন দাওয়ায় সেজে উঠল।

বটুর বাপ হইচই জুড়ে দিল—'কুটুম সাক্ষাৎ আল্যে রইবে কোথা? বসবে-দাঁড়াবে কোথা?'

বামনীর আজকাল ছেলের জোরে জোর হয়েছে। বামনী বিরক্ত হয়ে বলল—'কুটুম তোমার কতজনা? দিকে দিকে? না কি ঢোল-সোর দিঞে ডেক্যে আনবে সভে?'

'চুবো মাগী!'

বলে বামুন গর্জে উঠল বটে, কিন্তু বামনীকে বেশি কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু বলল—'মনিষজন এস্যে না দাঁড়ালে কার্য হয়? অধিবাসে গুয়া-পান লবে না কেও? কেও আসবে না?'

'দেখা যাবে।'

'ক' কাহন খড় আর ক' ডোল চাল দিভে তাই যমের অরুচি মেঞাটারে প্রহ্লাদের গলায় দিস্। আ রে মোর পুত ভালানী।'

বামুনের এই কথাটিতে দুঃখ ছিল। ভোগী পুরুষের আন্তরিক দুঃখ। বউয়ের শরীরে রূপ না থাকলে পুরুষের মন বসে না। বামুন নিজেকে ছেলের জায়গায় বসিয়ে মনে মনে বিচার করল। না, সংসারের দুঃখকষ্ট যাবে বলে, বাসনকোসন, তৈজস ঘরে আসবে বলে অতসীর মতো মেয়েকে বামুন বিয়ে করতে পারত না।

বামনী বলল—'কাহন কাহন কথা মোর জানা নাই। জীবনে জানি নাই পেটে ভাত, মাথায় তেলের স্বাদ কেমন! ছেলা বিয়াই আর ষষ্ঠী-পূজায় কামান্ দিয়া চোর হঞে ধান গুড়াই। মেঞা রোগা-ভোগা,

পায়ের দোষে লেছড়া চলে সি কি মোর অজান্‌ত? রূপে কিছু হয় না গো! রূপ একদিন মোরও ছিল। যারা বিভাকালে দেখ্যেছিল তাদের সোঙার আছে।'

বামুন বলল—'খেত গুড়াবি না তো কি তো' হেন মাগীর ঘরে ডৌল ভরা চাল রভে? পোক-পতঙের মতো কতগুলা জন্ম দিঞে থো! আর জানিস কি? আমি প্রহ্লাদবে আন বিভা দিব দেখ্যে লিস। বাম্ভোনের বেটা মন লিল্যে দশটা বিভা করতে পারে।'

'অ গো! পল্লাদ, বড় সুবুদ্ধি ছেলা, তাই মোর কথায় হাতে হলুদ সূতা বান্ধ্‌তে যায়ে। সব ছেলা কি তেমন?'

'তোমার ছেলা আকাশ হতে ভুঁয়ে পড়্যেছে।'

বামনী সে কথার জবাব দিল না। বলল—'রাঙি-বেঙিরে আনতে পার কিনা তাই দেখ।'

'তুই যেঞে দেখ্ গা! সি বেটারে যেঞে বাপু হে বাপু হে বোলতে হভে, লতুন কাপড়-চাদর দিঞে বরণ করতে হভে, এত কি সভ অতসীর বাপ দিবে?'

বাতাসীদের বাড়ি থেকে ব্রতের সিধেয় যে শাড়ি-গামছা দিয়েছিল, স্বস্ত্যয়নের দিন প্রহ্লাদকে ওরা যে ধুতি-চাদর দিল সব ঝালিতে তুলে রেখেছিল বামনী। তিল কুটে চারটি নাড়ু তৈরি করেছিল। দুর্গাজ্যেঠি বললেন—'গৌড়ীয়া কি বুঝে কি সামিগ্র দিয়া কি রান্‌তে হয়। তা নাইরকেল নাই ঘরে? মুগের ডাল নাই?'

'আছে দিদি!'

'তয় আর কি! মুগের ভাজা লাড়ু কর আর নাইরকেল দাও, তক্তি তৈয়ারি কইরা দেই। আমার ঘরে যে নাইরকেল আছে, তাতে পদ্মচিনি পদ্ম ছাপা কইরা দেই; কি কও?'

'যা বোল দিদি!'

'যা বোল দিদি! মাগী যেন্ কিছুই জানে না। মাছ খাইয়া নেকা মেকুর হইছে! আমার এখন শত কাজ, নাকরা রাঁধুম, বড়ির সুকতা, দিল

আমার উপর লাড্ডু-তক্তি চাপাইয়া।'
দুর্গাজ্যেঠি যত কথা বলতে ভালবাসেন, তত কাজ করতেও ভালবাসেন। বামনীকে বলেই উনি খরখর করে বাড়ি চলে গেলেন।
পরদিন তিলের লাড্ডু, নারকেল তক্তি, মুগের লাড্ডু, পদ্মচিনি, পাঁচরকম করে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন—'নিজে যে তিলের অখাদ্য বানাইয়া থুইছ হেইগুলি বরের পুলাদের দিও। আমার লাড্ডু-তক্তি তত্ত্ব কর গিয়া! আর দেখ! আইয়তি মেঞারা! অদের এই আলতাপাতা আর সিন্দুর দিও সাথে।'
কে তত্ত্ব নিয়ে যায়? নিশি হাড়িনী তো এসব ছোঁবে না। বটু বলল 'মা! যারা ঘর ছায় তাদের বুল্যে দেখ।'
তাদের একজনই কাপড়-গামছা, লাড্ডু-মোয়ার ঝালি মাথায় রাঙি-বেঙির শ্বশুর বাড়ি গেল। সঙ্গে গেল প্রহ্লাদের পরের ভাই বিশু। বিশু কুটুমবাড়ি যাবে বলে কাপড়খানা ক্ষার দিয়ে কেচে নিল। পইতে মেজে নিল ভালো করে। বামনীর এমন ক্ষমতা নেই ছেলেদের হাতে তাগা, কানে বৌলি পরায়। তবে গায়ে একখানা চাদর জুটল।
বড় তাতের সময়। ঠিক দুপুরটা গাছের ছায়ায় জিরিয়ে জিরিয়ে বিশু যখন রাঙিদের গাঁয়ে ঢুকল তখন বেলা পড়েছে। মাটিতে তাত উঠছে, বাতাস গরম, তবে রোদটা আর নেই।
ঝালি কাঁধে বাহক দেখে একজন জিগ্যেস করলেন 'কার বাড়ি আগমন হল?'
বিশু ভগ্নীপতির নাম বলল।
'আপনার কে হয়?'
'বোনাই।'
'বোনাই? আপোনারা কি—?'
'মায়াপুর-নবদ্বীপ।'
'অ!'
বলে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—'মেঞাছেলা, সধবা

গিয়েছে ত ভালো গিয়েছে বোলতে হভে।'

বিশু ওঁর কথা ঠিক কান দিয়ে শোনে নি বা বোঝে নি। বাহকটি কিন্তু ঠিকই বুঝেছে। সে বলল—'কি বোলেন ঠাকুর?'

'না, কি আর বোলি!'

বুড়ো ব্রাহ্মণ যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। এদিক-ওদিক চেয়ে নিচু গলায় বললেন 'উ ছেলার কনিষ্ঠা তাই লয়?...'

'আজ্ঞা।'

'যাও বাপু, যেঞে দেখ। আব দেখ! উ মেঞা সর্বনাশী। পার তো ছোটটাকে লিয়ে যাও ঘবে।'

'কেনী ঠাকুর?'

বামুন মানুষ বগলে ছাতাটি ধরা, এক হাতে একটা লাউ, বোধহয় বাড়ি যাচ্ছেন। বিশুর কথা শুনে ওঁব বোধহয় রাগ হল। বললেন 'কনিষ্ঠা ভগ্নী হয় তো?'

'আজ্ঞা।'

'হেঁচড়ে লিয়ে যেয়ে গঙ্গাতে ফেলে দাও গা! উ বেটার হাতে মেঞা দেয় কেউ? ঘরে ডাইন পুষে বেটা। কাব নাবুড়িতে কার্য করেছিলে, অাঁ? যাও যাও! ত্বরা কব।'

ঝালি বইছিল দুখে গরাই। সে দেখল বিশু হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বলল—'বিলম্ব কর্যো না ঠাকুর! মোর বুকটা জানি কেমন কর্যে গো! গরীব হই, ছোট হই, মেঞার বাপ তো বটি।'

'তো বেটার কথা উঠে কেনী? তো বেটার বুক ত দেখি বড়!'

বামুন দাঁত খিঁচিয়ে বললেন বটে, কিন্তু দুখে গরাই জানে বামুন হয়ে জন্মায়নি বলে, তায় গরীব বলে এ-সব গালাগালি ওর পাওনা।

'অপরাধ হয়ে যেঞেছে ঠাকুর!'

বলে দুখে ঝালি নামিয়ে মাটিতে গড় করল। তারপর বিশুর পিঠে কাঁধের বাঁক দিয়ে ছোট খোঁচা দিল। চলতে চলতে বিশু বলল—তিন বৈশাখও ঘুর্যে নাই রাঙি বেঙিকে তুলে দিয়ে খেলাও? মোরা তিন ভাই?

তিন বৈশাখও ঘুরে নাই তো।'

'চল হে ঠাকুর! কথায় সময় যায়।'

দুখে আর বিশু এসে রাঙিদের উঠোনে যখন উঠল তখন বেশি অন্ধকার হয় নি, তবে সন্ধে ঘনাসন্ন।

মাঝে উঠোন। এদিকে-ওদিকে দুখানা চৌ-চালা ঘর। শান্তিপুর-নবদ্বীপ-ফুলিয়া-শিবনিবাস, গঙ্গার দুই কূলের মানুষ ঘর তুলতে, চাল ছাইতে জানে বটে! খড়ের তড়পা একটির ওপর! আরেকটি যে-ভাবে ফেলে তাতেই মনে হয় খড় দিয়ে পাটি বুনেছে কে। দু'খানা ঘরই অন্ধকাব। একটিতে দোর দেওয়া।

উঠোনের একদিকে ঢেঁকিঘর, অন্যদিকে হেঁসেল। পেছনে গোয়াল আছে বিশু সেবার দেখেছিল। চারদিক অন্ধকার, সুনসান। শুধু গোয়ালে গরু খড় চিবোচ্ছে। তার চপর চপর শব্দ কানে এল। ঢেঁকিঘরের পাশে ছোট কুলঙ্গিতে পিদিম জ্বলছে।

মানুষজনের সাড়া নেই দেখে দুখে গলা তুলে চেঁচাল—'ঘরে কে আছেন গো? রা কাড়েন না কেনী? মায়াপুর হতে তাবাস আল্যে যি!'

'কে? কে?'

অন্ধকার দাওয়া থেকে রাঙির বর আর একটি মেয়ে মানুষ নেমে এলো। রাঙির বর আর রাঙির বাপ বয়েসে কাছাকাছিই হবে। বিশুর কাছে এসে সে ঠাহর করে দেখে বলল—'মধ্যম কুটুম যি! তা, কি সম্বাদ পেঞে আলা?'

'কি সম্বাদ?'

বিশুর গলা শুকিয়ে গেল। কি বলতে চায় এরা? তেমন অন্ধকার নামে নি, আঁধলা বেলা। এখন চোখে পড়ল ঢেঁকিশালের পেছনে কচু বনের গায়ে একখানা ছোট চালাঘর। ওখানে ঘর কেন? এরা কিছু বলে না কেন? ঐ মেয়েটাকে বিশু সেবারও দেখে গিয়েছে। এখন এই বাড়ি নিশুত। আঁধলা বেলায় ওর পরনে রাঙা কাপড়, গায়ে গয়না কেন?

'কি সম্বাদ ? মোরা ত কিছু জানি নাই। আমি আলাঙ রাঙি-বেঙিরে লয়্যে আপোনি যাবেন সি কথা জানাতে। দাদার বিভা হবে যি ?'

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ভগ্নীপতি বলল—'রাঙি নাই। আজ দু'দিন হয় ভেদবমি হয়্যে সি···!'

বিশু বুঝতেই পারল না। বলল—'রাঙি নাই! ভেদবমি হয়্যে সি···ই আপনি কি বুল্যেন ? দাদার বিভা হবে যি!'

'আমি কি ঘরে ছিলাঙ যি সম্বাদ করব ? হঠাৎ সমাচার পেয়্যে ত এই ···তা তুমি কনিষ্ঠারে লয়্যে যাও।'

'কোথা লয়্যে যাবে ? যমের ঘর ?'

কি তীব্র গলা। বিশুর বুকের ভেতর কে যেন খাঁড়ার উল্টো পিঠ দিয়ে ঘা মারল।

'তুমি ঘরে যাও কেনী ?'

'তুই ঘরে যা, তোর বেঙির কাছে যা।'

'আহা, কথা কয়্যে এখন আর···'

'শুন ছেলা! তোমার বুন ভেদবমিতে মর্যে নাই, তারে বিষ দিঞেছি আমি! জান ? ওরে মের্যেছি, বামুনরে মারব, বেঙিটাকে নখে টিপে ডাঙর যেমন তেমুনি মারব। তবে আমি বাপের বিটি, হাঁ!'

হতভম্ব বিশু আর দুখী দু'জনে গিয়ে ভগ্নীপতির সঙ্গে ঢেঁকিঘরের কোণে বসল। বেঙিকে ওরা সামনে আনতে দিল না, একঘটি জল আর চারটি পদ্মবীজের মোওয়া ছাড়া কিছু খেতেও দিল না বিশুদের।

সকাল বেলা মেয়ে মানুষটি উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রায় রণচণ্ডীর মতো নাচতে শুরু করল।

'এই যে লয়্যে যাস, আর এ মুখ মাড়াল্যে গলায় পা দিব। যদি বরের ঘরের নাম করিস তভে তোর নলা ছির্যে রক্ত খাব! বাঁউনের মেঞা আবার স্বামীর ভাত খায় কভে ? এই ঘর, এই ঢেঁকি, এই এক বিয়ানের গাই, দু'খানা হাল কি বাঁউনের ছিল ? আমি করি নাই সভ ? অলপাইয়া মিনষা কি না মোরে এখন খেদা করতে উঠে ?'

নাচতে নাচতে বেঙিকে বলল—'কড় কি ? বালা কি ? রাঙা সুতা হাতে বেন্ধে আইছিলি তেমুনই যা !'

ডুখে বিশুকে বলল—'দাদা ঠাকুর ! আর দেখ কি ? এখনো বিয়ান-বেলা, চল্যা ছেঁয়ায় ছেঁয়ায় পথ ধরি। বুনের হাল বুঝ কিছু ? উরে বুঝি বা কোলে লিয়্যতে হয় ?'

বিশু বেঙির হাতটা চেপে ধরে বেরিয়ে এলো। সত্যিই অনাহারে থেকে, রাঙির জন্যে কেঁদে কেঁদে বেঙির শরীরে কিছু নেই। আরোযেন ছোট-খাট হয়ে গিয়েছে বেঙি। বিশু আর ডুখের মাঝামাঝি ও খানিক চলে আর খানিক দাদার মুখের দিকে চায়।

গাঁয়ের বাইরে এসে ডুখে বলল— 'দিদি। পা মোটে চল্যে না যি, কি হঞেছে বল ত ?'

ডুখে গ্রামেরই মানুষ। তা ছাড়া ডুখেদের পাড়ায় কয়টা সিঁদুরে আমের গাছ আছে, খুব আম হয়। চৈত্র বৈশাখের ঝড়ে আম কুড়োতে কতবার গেছে বেঙি, দেখেছে ডুখেকে। যে বছর বটু হয় সে বছর তো খেলতে গিয়ে শামুকের খোলায় পা কেটেছিল বেঙি। ঐ ডুখের বউ গাঁদাপাতা চিবিয়ে, ডুটো ছেঁচে ওর পায়ে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছিল।

বেঙি তাই ডুখের কথায় চোখের জল মুছে বলল—'পায়ের নিচে ঘা হঞে টাটায়।'

'দেখি ?'

বেঙি টপ করে খেতের আলে থেবড়ে পড়ল, পায়ের নিচ দেখাল। লাল দগদগে ঘা।

'ই কি, বেঙি ?'

'পায়ে খোলা বেজ্যে অক্ত ছুটেছিল দাদা ! তা উ মোরে কি ওষুধ দিয়্যে বেন্ধে দিল ঘা হয়ে গেল। উ বোলে কি, বৈদ্য বাটি হতে ওষুধ মেগে দিব, খা ! তা দিদি মোরে রাতে ডেক্যে বোলে, বেঙি ! মোরে এমুন ওষুধ দিল্যে যি মোর পরাণ চল্যে যায়। তুই কিছু খাস না বেঙি !'

'রাঙির কি হঞাছিল বেঙি ?'

'কিছু হয় নাই। তভে উ যেমন-যেমন কুটুম বাড়ি যায়, বাস্তোন তেমন-তেমন দিদিরে বোলে জল দাও, পান আন, পায়ে নিমতেল দাও। বোলে উ ঘরে বেণ্ডি ঘুমাক, তুমি হেতা থাক কেনী। তা উ কি না বুঝে বাস্তো-নের ছলা? বুনঝি ঘরে যাবে বোলে যেয়ে নি। বাঁশবনের পথে ঘুর্যো এসে দেখে আমি একা ঘুমাই।'

'তা বাদে?'

'সিদিন তো কুল গাছে কাগাবগা বসে নাই, উ চিল্লে আকাশ ফেড়ে ফেলে। তখন বাস্তোন বোলে রাণ্ডির ছেলা হবে মোর বংশ রইবে তখন উ দিদিরে নড়া ধর্যো ঢেঁকশালে লয়ে যায়।'

'তা বাদে?'

'ঐ কুটি বেন্ধে দিয়্যে বোলে তু হোথা ঘুমা। না, মোরে দিদির পাশে যেতে ছাড়ে না, দিদি উর ডরে হেথা আসে। দিদির কি ব্যাধি হঞা-ছিল দাদা যি উ ওষুধ করে কিছু জানি না। খুব তেষ্টা গো দাদা। জল জল বোলে কেন্দ্যো কেন্দ্যো দিদির ছাতি ফেট্যো যেঞেছিল। তা আমি বোলি!'

'হা রে পিশাচ!' দুখে সখেদে বলল।

'আমি বোলি মোদের মা-রে সম্বাদ কর কেনী? মোরা অনাবাটা চল্যে যাব গো, দিদিরে তোমরা মের্য না। তা উ বোলে চিল্লাবি তো তোরে সুদ্ধ লয়্যে যেয়্যে সাতগাঁয়ে বাঁদীহাটায় বিচে দিব। বাঁদীহাটে মেঞা বিচে, হাঁ দাদা?'

'রাণ্ডিরে ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলাল?' বিশুর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। রাণ্ডির চীৎকার ও শোনে নি, রাণ্ডির নির্যাতন ও দেখে নি, রাণ্ডি ওর চোখের সামনে যে মরেছে তাও নয়। তাই রাণ্ডি যে মরে গেছে, সেকথা এখনো ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

দুখে বিরক্ত হয়ে বলল—'শুন সি জল জল বোল্যে মরে গেল তাও সুধাও মেরে ফেলাল? কাচ কর না কি, আঁ? মাথায় পশে না কিছু? কি গো দিদি, পায়ে ঘা, কোলে উঠাই? না কি বিভা হয়্যে যেঞেছে,

কোলে চাপতে সরম ?'

বেণ্ডি লজ্জায় ঘাড় নাড়ল। কোলে চড়বে এমন ছোটি বেণ্ডি আর নেই। দুখে ওকে একটা লাঠি কেটে দিল শ্যাওড়া গাছের ডাল ভেঙে। বলল— 'এক পা ছেঁছুড়ে, আন পা তুল্যে চল দেখি দিদি ? আরে দশা ! মায়ের মেঞা মায়ের কোলে পাঠয়্যে দিল্যে কি হত ? তোমার বাবার মতো লোভিষ্ঠ বাম্ভোনের ল্যেগে মেঞাগুলার ই হাল ! উ পিশাচীর নাম দেশে গাঁয়ে ডাক আছে। উ ঘরে কেও মেঞা দেয় ?'

দুখে শুধুই মাথা নাড়তে লাগল। দুখেদের ঘরে ছেলে-মেয়ে সবারই আদর খুব। ওদের মেয়েদের গায়ের রঙ তো কালোই হয়, কিন্তু কালো মেয়ের চোখে কাজল পরিয়ে, চুলে তেল দিয়ে মা-বাপ কত সোহাগ করে। বামুনরা তো দেবতাদের পরে। সূর্য-চাঁদের পরেই বামুনদের তেজ। তা সোনার পুতুল মেয়েগুলোকে ওরা কেমন করে এমন দোজ-বরে তেজবরের হাতে দেয় কে জানে। বড়জাতের বুঝি বেয়াড়া নিয়ম।

হাতে ধরবার একখানা লাঠি পেয়ে বেণ্ডির চলতে সুবিধে হল। বিশুর সঙ্গে যাচ্ছে, মায়ের কাছে যাচ্ছে, তাতেই যেন গত কয়েক মাসের সব ভয় সব আতঙ্ক কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাঙির জন্যে বুকের নিচে যত দুঃখ সব বেণ্ডি ভোলে কি করে ?

বাপ দেখে না, মা খেতে দিতে পারে না। এক কুচো সোনা, এক কুচো রুপো, তিল-হর্তুকি সব চেয়ে মেগে এনেছিল মা। বাপ বলেছিল— 'বরের বার্তা এন্যে দিলাঙ, আর কি ? যা মাগী, বিভার আয়োজন দেখ্‌গা যা।'

রাঙি-বেণ্ডি-চেঙি, তিনটে মেয়ে। চেঙিটার আবার ঘাড় নড়বড় করে এতই ছোট। তিনটেরই বিয়ে হল। বরের নাম চতুর্ভুজ, কাটোয়ার এক সীমানায় বাস। বর রাঙির বাপের বন্ধু হয়।

ঐ সিঁথেয় মেটে সিঁদুর, হাতে রাঙা কড় উঠল। চেঙিটা তোহামা টানে, কাপড়ই পরে না। ওর কোমরে কালো সুতোটা খুলে নিয়ে রাঙা সুতো দেওয়া হল।

দুর্গাজ্যোঠি বলেন—'ওয়াতেই মেলা' অর্থাৎ ওই যথেষ্ট, বেশি আশা করতে নেই। রাঙি-বেঙিরও তো বরের ঘরে যাবার আশা দুরাশা, কিন্তু মায়ের সংসারে বড় অভাব। মায়ের অভাব দেখে দেখে রাঙি একদিন নিলি হাড়িনীকে গোপনে বলেছিল—'মাসি গো। তাদের গোহাল কাড়তে, ধান ভানতে মনিষ লাগে না? মোদের লয়্যে গেলে মোরা কাজ কর‍্যে দিতাঙ?'

কাজ করে দেব বললে তো কুলীন বর বউ নেয় না। তাকে যৌতুক করতে হয়। সেই যে বিয়ের সময়ে শ্বশুর জামাইয়ের হাঁটু ধরে সেধে মেয়ে দেয়, সেই হল শুরু। কথায় বলে—

'জামাইয়ের তালু চিত
শ্বশুরের তালু উপুড়।'

রাঙির বাপ তো উপুড় হাত করে ঘব বসতের দান সামগ্রী দেয় এমন ক্ষমতা রাখে না। তাই রাঙি শিকে বুনে, কাঁথা সেলাই করে, এর বাড়ির সুপুরি কেটে দিয়ে, ওর বাড়ির বড়ির ডাল ফেনিয়ে দিয়ে কাপড়টা, আলতাপাটি, এটা-সেটা জোগাড় করেছিল।

নিজে না খেয়ে বেঙিকে খাওয়াত। বেঙির মাথায় তেল মাখাত, গায়ে হাত রেখে গল্প বলে ঘুম পাড়াত। বেঙির বর আর জল পাত্র ভালো ঘরখানায় ঘুমোত। ওরা যে ঘরে দু'বোনে ঘুমোত, সে ঘরে পুরনো লেপ-কাঁথা-তুলোর পুঁটলি, ভাঙা সিন্দুক, সে ঘর দেখলে ভয় করে।

বেঙি মা! মা! বলে কাঁদত।

দিদি বলত—'চুবো বেঙি। শুনলে উরা মোদের খেদয়্যে দিবে তখন কি মা-রে জ্বালা দিতে ফিরে যাব?'

বলত—'পেট ভরা ভাত দেয় না তাথে কি? যখন ডুব দিবি, জল খেয়্যে লিবি এক পেটা।'

সেই দিদি যে করুণ কেঁদে বলেছিল—'কি ওষুধ দিলে গো! বুক জ্বলে যায়। তোমার চরণে ধরি মোরে মোর মায়ের কোলে তুল্যে দিয়ে এস কেনী? অনাবাটা চলে যাব গো আর ই সংসারের ছেঁয়া দিশব না। ও

গো তোমার চরণে ধরি মোকে জল দাও এতটুনি ?'
সে কান্না বেঙির বুকে বেজে আছে। বড় দুঃখের সংসার, মা আর মেয়েতে মেয়েতে নাড়ী বাঁধা। দিদির কথা মনে করতে করতে বেঙি অন্য মনে বলল—'সেই আল্যে দাদা! এতটুনি আগুয়ে আল্যে না গো! দিদি মায়েরকোলে যাবে বোলে কেন্দেছিল কত!'
বেঙিদের সংসারে একেকজন একেকভাবে শোক কবল।
বামুনের দুঃখ কতটা হল তা বোঝা গেল না। তবে বামুন প্রথমে এক-চোট গালি দিল জামাইকে।
'চতুর্ভুজ হঞাছ! চারটা হাত বেরয়েছে তোমার। শালা! তুমি আমাব মেয়ে মরে যায় সি সম্বাদ মোকে দিতে জান না? জান আমি কে? কনু বংশের ছেলা? আমার তেজ কত?'
বেঙিকে বলল—'বিশু বাস্তোনের কুলে একটা গর্ভস্রাব। উ বোলল আর তুই ধেঞে চল্যে এলি। আরে। মোদের ভাত জুটে না, তোর পেটে ভাত জুটাবে কে?'
মায়াপুরের বাতাস বুঝি বড়ই বদলে গিয়েছে। চারদিকে শুধু অবাধ্যতার হাওয়া। এই বাপই যে স্বর্গ এবং ধর্ম তা ভুলে গিয়ে প্রহ্লাদ বলল—
'মোরা এক মুষ্টি খেলে বেঙি এক মুষ্টি খাবে? না খেলে না খাবে। তারে বিষ সেঁকা কর্য্যেছে, এরে সাতগাঁয়ে বান্দীহাটে বিচে দিত তা ভাল হত?'
বামুন প্রহ্লাদকে বোধহয় আজকাল ভয় করে। তাই একটু নরম গলায় বলল—'বিচে দিলে বিচে দিত? বিভা যখন হঞাছে সি উদের জীয়া-বাঁচার প্রভু তো বটে? মেঞাছেলা রাঙির মতো অমন দু-চারিটা মর্য্যে আবার জন্মে অগণন। মেঞাছেলা বিধাতা অগণন সির্জে তা জান? গঙ্গার ঘাটে যেঞে আমবারুণীর স্নানে দেখ গা শুধা মেঞাছেলার হট্ট। তা তোমরা বুনের পালক হভে তায় মোর কি? হওগা যাও!'
বামনী বেঙিকে বুকে নিয়ে কেঁদে বুক ভাসাল—'আমি যি আলপনায় হাত থুঞে ব্রত করি, ঠাকুর। মোর বুকে এই শেল দিল। আমি যি নিত্য

বোলি ঠাকুর। অন্নপূর্ণা জগজ্জননী মেঞা দুটিরে মঙ্গলে রাখ সি কেও শুনে না গো? আমি যি পিথ্বীমঙ্গলের ব্রত করি, মোরে এই দাগা দিলে কেনী? মোর মায়ে যি একদিনও তপ্ত ভাত দিলাও না। নূতন খড়ের এমন ছামুনি মোর মা দেখল নারে! জগৎ হতে অন্নপূর্ণা নাম কেনী তুলে দিলে ঠাকুর?'

প্রহ্লাদ শুকনো মুখে মাকে বলল—'মেঞার মা অত কেন্দ্যে না। উঠ। মোদের ভাত দাও। দেখ চেঙিটার দুলিটার মুখে বাক্য হর্যে গেল। বেঙি! মোরে তেল দে, গামছা দে, ত্বরা কর্।'

'র!'

বামনী প্রহ্লাদকে বাধা দিল। বলল—'মার আর কিছু মনে নাই। তুই তেল-গামছা ল্যিবার আগে মদনের মা হতে জেনে আয় বেঙির অশুত্ আছে না নাই!'

'চল্ বটু।'

বটুকে এতক্ষণ কেউ কাছে ডাকে নি, কিছু বলে নি। সেই যে রাঙিকে বেঙিকে নিয়ে দাদারা চলে যায়, বাবা বটুকে যেতে দেয় নি। সেই থেকে বটু দিদি-মেজদিকে দেখে নি আর। বিশু যখন রাঙিদের আনতে গিয়েছে, সেই থেকে বটু সময় গণেছে। বটু শুনেছে সাতগাঁয়ে আরব বেণেরা কাঠি পুঁতে কাঠির ছায়া দেখে সময় মাপে। বালির ঘড়ি হয়, সূর্যঘড়ি হয়। যেমন যেমন সময় হয়, কাজির ঘড়িয়ালরা তেমনি তেমনি ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। নবদ্বীপে এত মন্দির, এত কাঁসর-ঘণ্টা বাজে যে ঘড়ির ঘণ্টা সব সময়ে শোনা যায় না।

বিশু যাওয়ার পর থেকে বটু শুধু ভেবেছে সময় মাপতে জানলে কত ভালো হত। বটু বুঝতে পারত কত দণ্ড, কত পল, কত সময় চলে গেল। সেই দিদি আর এলো না। বটু দেখতে অমন, মাথায় বামন, সেজন্যে দিদি তো ওকে কম ভালবাসে নি। কতদিন চাঁদ দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়েছে। একবার বটু ছেলে-বুদ্ধিতে দিদির চুলে ওকড়ার কাঁটা-ফল আটকে দিয়েছিল। একগোছা চুল সেজন্যে কেটে ফেলেছিল দিদি।

মদনের মা রাঙির দুঃখে চোখের জল ফেলল। বলল—'কিসের অশুচ্‌ পেল্লাদ ? কিসের কি ? তবে হাঁ, বাক্যে বোলে বুন সতীনের ঘর। তা দেখ্‌, বেঙি জানি দশটা দিন না তেল না ক্ষার খৈলে নায়, নিরামিষ্যি খায় আর দেখ, এগারো দিনে নখ ফেল্যে ঘাটে ডুব দিয়্যে আঙট কলা-পাতে ভাতবেন্নন সাজয়্যে কলাবাগানে কাকরে ধর‍্যে দিয়ে বোলে দিদি! তুমি যথা ইচ্ছা তথা যাও।'

বটু আর প্রহ্লাদ যখন ফিরে এলো তখন আর বেলা নেই। বটু বলল—'দাদা।'

'কি বটু ?'

'এমত কষ্ট পেয়্যে জীউ গেল্যে দিদি কি হবে ?'

'বরের ঘবে ছেঁচা খেয়্যে যারা মরে তারা বেণেবউ পাখি হয়্যে কেন্দে কেন্দে উড়ে।'

তখনি বটু ঠিক করল পাতের ভাত দুটি দুটি নিয়ে ধনখেতে, নয়তো পুকুর পাড়ে বেণেবউ পাখি খুঁজে খুঁজে খেতে দেবে। পুকুর ঘাটে এঁটো বাসন মাজা হয়। ভাত ছিটিয়ে থাকে। তাই সেখানে আতা গাছে বেণে-বউ, বৌ-কথা-কও, দুর্গাটুনটুনি পাখি এসে বসে।

দাদা হঠাৎ বলল—'ই ভোবনে কারো সুখ নাই, কিন্তুক মেঞাদের দুঃখ। অপার বটু! মেঞারা গাইবাছুর হতেও অবোলা।'

১১

'বাইন্থ বিনা বিভা কি ?'

দুর্গাজ্যেঠি বলেছিলেন তাই বিয়ের দু'দিন আগেই দুর্গাজ্যেঠিদের বাড়ি মৃদঙ্গ-ভোড়ঙ্গ-জয়ঢাক-করতাল বেজে উঠল। মায়াপুর-নবদ্বীপের মানুষ বিয়ে, উপনয়ন, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন বড় ভালবাসে। অধিবাসে বামুনরা এলেন। পান-সুপারি-চন্দন-মালা দেওয়া হল। গঙ্গাপুজো, ষষ্ঠীপুজো, কোনো কিছুই বাদ রইল না।

রাণ্ডির লোক এখনকার মতো বুকে চাপা দিয়ে বামনী এয়োদের খই-কলা-পান-তেল-সিঁদুর দিয়ে আপ্যায়ন করল। বিয়েব জন্যে প্রহ্লাদের গলায় হার, হাতে বালা, কপালে বুকে চন্দন উঠল। বামনী চিরদিন সকলের চেয়ে নিচু, সকলের ছোট হয়ে থাকে, আজও তাই রইল। পাড়াপড়শী-দেব ঘরে ঘরে গিয়ে বলল, 'আয়োস্যূয়ো, না আল্যে মোর কার্য উদ্ধার হবে না গো! মোরে দয়া কর্যে সভে এসেন।'

অতসীকে আজ দু'মাস ধরে দুর্গাজ্যেঠি তেল-বেসম, সর-দুধ মাখিয়ে স্নান করিয়েছেন, রোদে-তাতে বেরুতে দেন নি। বিয়ের চেলি পরে অতসী যখন গৌরী পাটিতে বসল তখন দুর্গাজ্যেঠি নিশ্বাস ফেলে বললেন—'ধন নাই, ধনী নর! তবে রূপে-গুণে সভা উজ্জ্বল বর আইনা দিলাম, অখন তোর কপাল আর আমার কপাল।'

অতসী চুপ করে রইল। বেণ্ডির দাদার সঙ্গে বিয়ে হবে এ কথা তো ও ভাবতেই পারে নি। বিয়ের কথা হবাবপর থেকে ও দুর্গাজ্যেঠি যা বলে-ছেন তাই শুনেছে। পুকুরে গলাজলে দাঁড়িয়ে এক হাতে শিব গড়ে বুক আঁচলে ঢেকে পুজো করে ডুব দিয়েছে। এখন 'আইনা' শুনে ও মৃদু তিরস্কারে বলল—'আবার বঙ্গীয়া কথা বোল কেনী ?'

দুর্গাজ্যেঠি হেসে বললেন, 'বাপে মায়ে আসে বঙ্গ অইডে, পোলাপান এ

দেশে জন্মে এ দেশের বুলি শিখে আর কে বা শ্রীহট্টিয়ারে হট্টিয়া বইলা মস্করা করে, কে বা বঙ্গীয়া বইলা মস্করা করে ! ল ! আমাগো জিহ্বায় আর কিছু হইবে না, তরা গিয়া গৌড়ীয়া বুলি ক !'

ফুল ছেটাছিটি, উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দে প্রহ্লাদের বিয়ে হয়ে গেল। দুর্গাজ্যেঠি তাঁর কথা রাখলেন। তৈজস-বাসন-কাপড়-চাল-ডাল সব ভারে ভারে এল। মায়াপুরের পরমেশ্বর মোদক মিষ্টান্ন দিয়ে গেল দশ হাঁড়ি। সিমুলিয়া থেকে খাসা দই এল। কাদি জেলেনি মস্ত বড় একটা মাছ দিয়ে গেল। বামনীকে বলল—'মেঞাটির আয়-পয় ভাল গো। যত্ন কর্যে রেখ।'

এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই, আর মিশ্রদের বাড়ি যেখানে সে খানিকটা যাকে বলে ব-পাড়া তাই হয়ে যায়। তাই সইকে শুধু প্রহ্লাদকে দিয়ে ডেকে পাঠাল, বামনী নিজে যেতে পারল না। বলল—'কভে সি বউকালে আম-হাতে বারুণীর স্নানে সই হয়্যে সূতা বেন্ধেছিল সি যদি সোঙর থাকে তভে জানি এস্যে দাঁড়ায় ! তোর সইমা এল্যে উঠান আলা।'

প্রহ্লাদের সইমা আসতে পারেন নি।

'মা তুমি যাও না কেনী ?' প্রহ্লাদ বলল।

'যাব। যেয়্যে সমাচার কর্যে আসব।'

'মা মোরে লয়্যে যেতে হবে !'

বটু হঠাৎ বলল। বটু এ রকম আবদার প্রায়ই করে না। নিজের ভাই-বোন, নিজের বাড়িটুকু, এর বাইরে বটু যেতে চায় না। চেহারার জন্যে লজ্জা পায়। তবু বটু সইমার বাড়ি যেতে চাইল। বটুর মনে মনে বড় ইচ্ছে একটা কথা ও বাড়ি থেকে জেনে আসে।

প্রহ্লাদ বটুর মনের সব কথা বুঝতে পারে। এখন বটুর আবদার শুনে ও চোখ তুলে ভাইয়ের দিকে চাইল। বলল—'কেনী রে ?'

'শুধামিছা।'

'ইস্ ! তুই মোরে ভাণ্ডসে। তুই মোরে ভাণ্ডাতে পারিস ?'

'বেশ। বোল তভে!'

'তোরা কি বোলিস? তোদের রঙ্গ মোর বুদ্ধির অপার।'

বামনী সস্নেহে বলল। বামনী শুধু আশা করে আর স্বপ্ন দেখে। দেশে আকাল হলে বুনো মেয়েরা খেত ঝেঁটিয়ে ধান কুড়োয়। বামনীও ক্ষেত কুড়ুনি। বামনী শুধু খুঁটে খুঁটে দেখে কোন্‌টুকু ভালো, কোন্ দিকটিতে আশার জোনাকি আঁধারে জ্বলে।

রাঙি যে নেই, প্রহ্লাদের চোখের নিচে যে গভীর চিন্তার কালি তা বামনী দেখেও দেখতে চায় না। ভুলতে চায়। এই যে ঘর সংসারে একটু শ্রী ফিরেছে এইটি দেখে বামনী ভাবে আমার ব্রত সার্থক হয়েছে। প্রহ্লাদ আর বটুর ভাব দেখে বামনীর মনে হয় ওর সংসারে সব আছে।

বটু ঘাড় কাত করে দাদার দিকে চাইল। বলল—'বোল?'

'গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে যেঞে পড়তে চাস? সে সমাচার ল্যিবি?'

'দাদা, তুমি জান?'

'তোরে জানি।'

'আমি পঢ়তে পারি না দাদা?'

প্রহ্লাদ সস্নেহে বটুর মাথায় হাত রাখল। বলল—'ভগবান তোরে মেরো্য থুঞেছে বটু! তুই কি করো্য গ্রহ খণ্ডাবি? টোলে যাবি কি শাস্ত্র পঢ়বি?'

'দাদা! সইমার ছেলারে ল্যিয়ে উর পিতা টোলে পণ্ডিতের নিকট সই করো্য দিয়ো্য আল। সি হোথা পঢ়ে। আমার তো দাদা! পাঠশালের পর যা পঢ়া সভ তোমার খুঙ্গি-পুঁথি লয়ো্য। গঙ্গাদাস সান্দীপনি, মহেশ্বর বিশারদ, সভে পণ্ডিতদের টোলে যেঞে ব্যাকরণ পঢ়ে দাদা, নব্যন্যায় শিখে। মোর তাই সাধ যায়।'

'বটু! ভগবান তোরে মোরে মেরো্য থুঞেছে। বিশ্বম্ভরের বাপ বড় পণ্ডিত, বিদ্যার মূল্য বুঝে। সি তাই ছেলাকে বোলে পঢ়। তোর আমার বাপ কি লয়ো্য যেঞে একোটা ছেলারে পণ্ডিতের পায়ে থুঞে আসবে? বিদ্যা বুঝে না, ধর্ম বুঝে না, শুধা ভাতের বেবস্থা বুঝে।'

'দাদা মোর সাধ যায়...'

'কি রে ?'

'খুব পড়ি, খুব লিখি, ভাল আঁখরিয়া হয়ে টোল খুল্যে বসি। সভে বোলে বটু পণ্ডিতের টোল।''

'মোদের সোম্সারে তুই আলি্য কেনী বটু ?'

'ই কি কথা ?'

'তোর কথা মোর সোঙরে রাখলাঙ। তুই কি চিন্ত্যেছিলি সইমার ছেলাবে শুধাবি ?'

'সুধাতাম একোবাব, দেখতাম একোবার, সভে কয়্যে আশ্চর্য ছেলা ! মনে সাধ যায়।'

'সি তোরে হেলা দেখাত না রে বটু ! সি ছেলা সামান্য কি ?'

'খুব কান্তি দাদা ?'

'খুব কান্তি।'

'তোমা হতে ?'

'সভা হতে। রূপে চক্ষু ভর্যে যায়।'

'আমি কি বোলি দাদা জান ?'

'কি ?'

'উ ছেলা খুব ভাল হোক, সভার উপবে।'

'বোলিস ই বাক্য তুই ? কারে বোলিস ?'

'ঠাকুররে। আচ্ছা দাদা—?'

'কি রে ?'

'তুমি তার পত্থ ছিণ্ডলে কেনী ? পত্থ রইলে আমি পঢ়তাঙ। আমি লিখতাঙ।'

'কি লিখিতি?'

'গীত ?'

'না বটু ! বড় দুঃখে মনিষ পাঞ্চালি গীত লিখে, বড় দুঃখে গায়। তুই না দুখের ছেলা ? তুই উ কথা চিন্তিস কেনী ?'

বামনী বলল—

'তোরা কি বোলিস বটু ?'

'কিছু না। শুধামিছা রঙ্গ।'

কথাটা এইখানেই থেমে রইল। সইমার ছেলের কাছে গঙ্গাদাস পণ্ডি-তের টোলের খবর নেওয়া হল না বটুর, কেন না কিছুদিনের মধ্যেই জগন্নাথ মিত্র মারা গেলেন। ঘরে বসেই সব শুনল বটুরা। শোকে তাপে জীর্ণ হয়ে ওঁর শরীরে আর কিছু ছিল না।

সবাই দুঃখ করল। শ্রীহট্টের বামুনরা বলাবলি করল শ্রীহট্ট থেকে তো কতজনই এসেছেন কিন্তু ও রকম শান্ত, সদাচারী, নিরভিমান মানুষ দেখা যেত না।

বামনী নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কত বা বয়স ছেলার ? ষোল ? ই বয়েসে সোম্‌সার মাথায় পড়ল বাছার।'

'মা, তুমি গেলা না ?'

'যেতে চরণ উঠে না বটু! সইয়ের সিঁথায় সিঁদুর হাতে শঙ্খ নাই চিন্তিলে মোর বুক পুড়ে। সি তুই জানবি কি ? ধর্‌ বটু! তুলা ধর্‌, পাঁজ দেই।'

মনে দুঃখ হলে বামনী টেকো নিয়ে সুতো কাটতে বসে।

১২

মানুষ দুঃখ কষ্টের ধাক্কায় হঠাৎ বড় হয়ে যায়। সইমার ছেলে বাবামরে যেতে কেমন করে বড় হয়ে গেল সে কথা দুর্গাজ্যেঠি বলে গেলেন। নয়নানন্দ পোলা, বিদ্যায় বড়, রূপে বড়, সকল দিকে বড়। মাতামহ কইছে অর তুল্য মানুষ জন্মে নাই ভুবনে। কি দুরান্ত ছিল মা! বাল্য বয়সে কতজনরে কাঁদাইছে। ঘাটে গিয়া কার বা কলসে ঢেলা মারে, কার বা চুলে ওক্‌ড়া বেন্ধে দেয়, কোন্ পোলারে বা জলে চুবায়।এখন দেখ যাইয়া হেই পোলা কেমূন সুন্দর পোঢ়ো শিষ্য লইয়া টোল খুইলা বইছে।'

'সুবুদ্ধি ছেলা! দাদা সন্নেসী হঞে গেল তা আইরে দেখে, দেবসেবা দেখে। ছেলার বিভা হবে না দিদি?'

'যেমুন নারায়ণ তেমুন লক্ষ্মী পাইলে তবে বিয়া। নইলে কি সাজে রে?

'যতদিন বালক থাক্যে ততদিনই সুখে থাক্যে দিদি! সোম্‌সারের জ্বালায় না মনিষ বড় হয়্যে যায়?'

দুর্গাজ্যেঠি বললেন—'ভাবলে আশ্চাজ্জ লাগে এই না বটু, আর সে দোল পূর্ণিমায় জন্মাইল? সেই না গেরোণ লাগছে, মানুষ রোল করে আর গঙ্গায় ডুব দেয়? আমি হেইদিন গঙ্গার ঘাটে ছিলাম তো? অত মানুষ, মাথায় মাথায় কালো এমুন আর দেখি নাই। হেইদিনই তো এই অতসীর মাসির কানের মাকরি কে কাইটা নিল। ছেম্‌রির বল্‌দা বুদ্ধি। ঐ মানুষজনের ভিড়ে, অমন আন্ধারে মাকরি পইরা ছানে যায়। আমি কই ল! মনে ভাব. গেরোণে কারে বা সোনা দান করছিলি।'

বামনী নিশ্বাস ফেলল। বটু মাথায় ছোট, দেখতে ছোট, ওরও তাহলে বিয়ের বয়েস হল? এখনো বিশু-বুনোর বিয়ের ফুল ফোটে নি। দুলির বিয়ে হয় নি, বামন ছেলের বিয়ের কথা কে ভাবে?

দুর্গাজ্যোঠি বললেন—'এই লাউটা ধর্। খাইতে তো ছাই জানিস। লাউ-কুমড়ায় নাফরা পাক করিস আর একখণ্ড দিয়ে দুধলাউ করিস। বউরে দিয়া রান্ধাস। না করলে ছেম্‌রি শিখব না। বুঝিস, কেমন? পল্লাদের মন বউয়ের উপর পড়ছে?'

'তুমি বউরে সুধাও দিদি। আমি আই হয়্যে ই বাক্য সুধাতে পাবি? লজ্জা লাগে না?'

'তপ্ত কথা কয় কি? রাগ দেখায় অতসীব উপর?'

'তার দেহে বাগ নাই দিদি।'

'পল্লাদের বাপ কি কয়?'

'সি কি ঘব্যে রয় দিদি, না কে বাঁচা কে জীয়া সুধায় কারে?'

'মাইয়ারে ডাক দেখি।'

অতসী আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল।

'তোমরা কথা কও দিদি আমি যেয়্যে ধান ঝাড়ি।'

বিয়ে হয়ে অতসীর লজ্জা বেড়েছে। দুর্গাজ্যেঠি ওকে অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন—'চুলোভুগা আছিলি, কেও ভাবে নাই তুই বাঁচবি, তোর কপালে সিঁদুর উঠবে। অনেক কপালে সভা উজ্জ্বল বর পাইছিস, মাটির মানুষ শাউড়ি। পা ধইরা পইড়া থাকবি ছেম্‌রি। আমার না জানি অপযশ হয়।'

অতসী মাথা হেলাল।

'শাউড়ি দেখে?'

'খুব।'

'ননদরা কেমুন ব্যাভার করে? ছোট্‌টারে তুই কোলে রাখবি।'

'রাখি তো! আর ঠাকুরকন্যারা ভালবাসে খুব।'

'সবারে যত্ন করবি। পল্লাদ তোরে ভালো চোক্ষে দেখে তো?'

অতসী মাথা হেলাল। একটু বিস্ময়, একটু জিজ্ঞাসা অতসীর চোখে। প্রহ্লাদ ওকে স্নেহ করে। ভালো কথা বলে। রাতে বসে বসে প্রহ্লাদ পুঁথি লেখে। পুঁথি সকলের ঘরে থাকে না। অথচ নবদ্বীপের টোলে

টোলে ছাত্র। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, পুঁথি ছাড়া পাঠ ভালো হয় না। শুধু শুনে কি আর বেশি শেখা যায়?

তাছাড়া পুঁথি যোগাড় করে রাখতেও ভালবাসেন অনেকে। 'গীত-গোবিন্দ--গোবিন্দমঙ্গল—শ্রীরামপাঞ্চালী ধর্ম ইতিহাস' এরকম দু'চার-খানা পুঁথি সকলেই রাখতে চান। নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে অনেকেই পুঁথি লিখে যা হোক কিছু উপার্জন করে। প্রহ্লাদ তেমন আঁখরিয়া নয়. ওর হাতের অক্ষর মোটামুটি। তবু সংসারের আয়-পয়ের দিকে চেয়ে প্রহ্লাদ রাত জেগে জেগে পুঁথি লেখে। টোলে তিনশো ছাত্র পড়ে এমন পণ্ডিতও নবদ্বীপে আছেন। ধনী শিষ্যসেবক, ধনী ছাত্র, তাঁব ধন-জনের অভাব নেই।

তাঁরা প্রহ্লাদের মতো আঁখরিয়াদের দিয়ে পুঁথি লেখান, 'বিদায়' দেন।

বামনী বলে--'প্রহ্লাদ, চক্ষু কি যাবে বাপ?'

'না আই!'

রাত জেগে জেগে প্রহ্লাদ পিদীম জ্বেলে পুঁথি লেখে। অতসীকে বলে, 'নিদ্রা যাও গো!'

কখনো বলে, 'এতক্ষণ নিদ্রা যাও নাই? তোমার দেহ ভাল নয়, কোনো ব্যাধি হয় যদি?'

দুর্গাজ্যেঠির গলা হঠাৎ অতসীর কানে বাজল।

'পল্লাদ ভাল চোক্ষে দেখে কি না জিগাইলাম তো বরের নাম শুইনা মাইয়া যেমুন জাইগা ঘুমায়। কথা যা কইলাম উত্তার দিবি তো?'

ঐ ঘুমোতে যেতে বলা, শরীর ভালো আছে কিনা জানতে চাওয়া, এর নাম যদি ভালোচোখে দেখা হয় তাহলে স্বামী ভালোচোখে দেখে। কখনো মাথায় হাত রেখে 'শুয়ে থাক গা' বলার মানে যদি স্বামীব স্পর্শ পাওয়া হয় তাহলে অতসী স্বামীর স্পর্শ পায়। দুর্গাজ্যেঠিকে প্রহ্লাদের কথা আর কি বলবে অতসী ভেবে পেল না। তাই মাথা হেলিয়ে বলল—'দেখে। তুমি যেঞে মোর পুতুল পাটি বলাইরে দিয়ে পাঠিয়ে দিবে। দুলীটা আর বেঙিটা খেলাতে চায়।'

বেরিয়ে এসে দুর্গাজ্যোঠি বললেন—'যাই বুন !'
'এস দিদি !' বামনী উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে এল। দুর্গাজ্যোঠিকে বলল —'সি সমাচারের কি হল দিদি ?'
'অতসীর বাপে বলে দিব, মাটি, হাল, বলদ সবি দিব তবে এ সনে নয়। সব দিচ্ছি, ঐটুক্ আর দিব না? আরো অ-কথা কু-কথা কয় কত।'
'কি গো।'
'তগো কথা নয়, পল্লাদের ব্যাপের কথা। এমন বামুন আর কে আছে যার বিত্তি নাই, শিষ্য নাই, ছাত্র নাই, ভূমি নাই ? কয় পোলার বিয়া দিছে তবু স্বভাব সারে নাই। কয় এই সনের হাল না কি ভাল নয় ? শুন্ছিস কিছু ?'
'আমাগো মাহিন্দাররা কয় সময়ে বর্ষণ নাই, অসময়ে বুঝি বা পৃথিবী ভাসায়। কয় কিছুর মধ্যে কিছু না একটা ডেউরাকাক না কি আকাশ হইতে পড়ল আর মরল। সকলে কয় আকাল আসে।'
'আর দিদি ! আমার কি আর বাটপাড়ের ভয় ! তা আকাল অজন্মার ডর্যেই তো দিদি··'
'দেখুম।'
দুর্গাজ্যোঠি চলে গেলেন। বামনীর মাথায় আকাশ পাতাল অনেক চিন্তা। প্রহ্লাদকে যদি ওরা খানিকটা ধান জমি না দেয় তাহলে চলে কি করে? বিশু শুনেছে অতসীর বাপ কাজিপাড়ায় বলে এসেছে প্রহ্লাদের বাপ বলেছে অত অভাব-অভিযোগ থাকলে অতসীকে ওরা নিয়ে যাবে। একেই চলে না, তায় আকাল হলে কি হবে ? ভাতের জন্যেই তো এত অশান্তি সংসারে, সেই জন্যেই তো রাঙি-বেঙি গিয়ে ওখানে মুখ বুজে পড়েছিল। আশ্চর্য, সংসারে এতরকম জ্বালা যে বামনী মেয়ের জন্যে শোক অব্দি করতে পারল না।
ঘরের চালের ওপর বেনেবউ পাখি বসেছিল, উড়ে গেল।
শ্বশুরবাড়িতে যে সব বউ খুব কষ্ট পায় তারা কি মরে গিয়ে বেনেবউ পাখি হয় ? রাঙি তাহলে পাখি হয়ে উড়ে উড়ে কেঁদে বেড়ায় ?

বামনির বুকের ভেতরটা হঠাৎ গুরগুর করে উঠল। অনেক দূর থেকে ঢাকের শব্দ আসছে। এ সময়ে ঢাক বাজায় কে? কোনো ঢোল-শোহরও পড়ে কি? না কেউ সতী হয়? ঢাকের বাজনা শুনলেই বামনির কেন যেন ভয় করে।

'কেন ঢাক বোলো বটু?'

'বুনো পাড়ায় ঢাক বাজ্যে। আকাল আসে সভে বোল্যে তাই উ-রা কি পূজা দেয়। মা! পূজা দিলে আকাল বন্ধ হয়?'

'তুমি জান?'

'কে বোলে আকাল আসে?'

'সভে বোলে। মা!'

'কি?'

'তুমি পিথ্বীমঙ্গল করল্যে কিন্তু ভাল হয় না কেনী কিছু? দিদি মর্যো, কায়েত বাড়িব মেঞা জলে ডুব্যে মর্যো যায়, ভাল মনিষ মরে মন্দ মনিষ জীয়ে থাকে. আকাল আসে, ই ব্রত কি ভাল মা?'

'উ বাক্য বোলিস না বাপ, মোর বুক কেঁপ্যে যায়। মন্দ হক, তা বাদে ভাল আসবে, ভাল মন্দয় সোম্‌সার।'

'আকাল কি বাদ্য বেজে আস্তে মা?'

'আকালের বাদ্য শুন না বাপা? বাদ্য শুন না?'

মাটিতে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দুখে জিগ্যেস করল। বটু দুখের পিঠে বাঁ পা দিয়ে তিনবার ঠোকর মারল। তারপর গিয়ে বটু একটা উইঢিবির ওপর বসল। এই বৈশাখে ঘর ছাইতে গিয়ে দুখে উল্টে পড়ে যায়। পিঠে খুব ব্যথা, তেল মালিশ করে করে কমে না। বৈদ্য বলল—'তোর পিঠে রক্ত দূষিত হয়্যে যেঞেছে দুখে। তপ্ত শলা বিন্ধে বের কর্যে দিই?'

দুখে বলল—'না ঠাকুর, মোর বৈদ্যে কাজ নাই। অঙ দেখলে আমি ডরাই কত?'

'মরগা বেটা। জেতে ছোট, বুদ্ধিতে ভাম।'

কয়দিন বাদে দুখে বটুকে এসে পায়ে ধরল। বলল—'বাপ ঠাকুর মোর,

নিশি বোল্যে বামুন যদি বামন হয় আর বাঁ পায়ে তিন লাথ মার্যে তভে গা আমি আরোগ হই।'

বটুর খুব মজা লাগল। সে বামন অথচ তার মধ্যে নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। নইলে দুখে এসে তার পা ধরল কেন? তাই বটু কয়দিন ধরে দুখের সঙ্গে বেতবনে আসে। দুখে নদীর পাড়ের বালির ওপর উপুড় হয়ে লাথি খায়, চিত হয়ে পিঠে গরম বালির তাও নেয়।

দুখে বটুকে অনেক কথা বলে। যেমন আজ বলল—'আকালের বাদ্য শুন না বাপা?'

'কি বাদ্য?'

বটু কাশের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বলল।

'আকাল আসবে কিসে জানবা জান? নিশি যখন পায়ে মল পবরে, কোমরে গোট বান্ধবে, সি গহনার বাদ্য আকালের বাদ্য।''

'কেনী?'

'আকাল হল্যে পোক পতঙের মতো মনিষ জঙ্গলে বেরাবে। শিকড় খাবে, পাতা খাবে, বনের খরা গোধা যা পাবে খাবে। আর মেঞা সন্তান ছেলা সন্তান যারে পাবে বিচবে, যারে পারবে গিরস্তের দোরে ফেলে পলাবে। নিশি আকালের গন্ধ পায়। উ যেয়্যে যেয়্যে কড়ি দিয়্যে চাল মেপে দিয়্যে ছেলা মেঞা কিনবে। তা বাদে কি করবে তা জান?'

'বোল।'

'ল্যিয়ে সাতগাঁয়ে বিচবে।'

'উ চাল কড়ি কোথা হতে পায়?'

'যারা জীয়ন্ত মানুষ কিনে বিচে তারা দেয়।'

'বাপে মায়ে ছেলা বিচে?'

'বিচে বই কি! পেটের আগুন তুল্য আগুন আছে?'

'সাচাই বোল?'

'হাঁ বাপা। এক হাতে ছেলা বিচবে আর হাতে চোখে কান্দবে আর ছেলেবিচা চাল রান্ধবে।'

'আকাল কতকাল হয় নাই ত্বখে দাদা ?'

'অনেক, অগণন দিন। পাপে পিথিমি ছেয়ে যায় তভে না আকাল হয়?'

'এখন কেনী আকাল আসে ?'

'ভরা পুন্ন পাপ যি ? পাপে সব ভর্যো যেঞেছে জান না ? মাহাপাপী হয়্যে যেঞেছে সভে।'

'কি হবে গো ?'

'সভে বোলে ই পাপে পিথিমি বিনাশ হঞে স্থদিন আসবে। তুমি জান না ? ঘরে পুঁথি নাই ?'

'আছে।'

ঘরে এসে বটু দাদার পুঁথি আঁতিপাঁতি করে দেখল। সব কথার মানে তো বটুও বোঝে না কিন্তু পাপপুণ্যের কথা খুঁজে পেল না।

পরদিন ত্বখেকে যখন সে কথা বলতে গেল তখন ত্বখে আবার বলল—'তুমি ত্বধের ছেলা। দেখো লিাও কি হয়।'

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল বটু। ত্বখে দাদা এমন সব ভয় দেখানো কথা বলে কেন ? মা তো পৃথ্বীমঙ্গলের ব্রত করেছিল যাতে পৃথিবীর সকলের ভালো হয়। চাঁদ দিয়ে সূর্য দিয়ে দিগ্‌গজ দিয়ে পৃথিবীর তিনকোণা বেঁধেছিল। সে আলপনা মুছে যায় কেন ? কেন বটুর চেনা পৃথিবীতে বাতাসী দাদাকে চিত্রিত পাখা দিতে বলে গঙ্গায় ভেসে যায়। কেন জল দাও গো বলে দিদি মরে যায়, কেন আকাল আসে।

'আমি শুনি না তোমার বাক্য।'

বটু কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাল। ত্বখে হেঁকে বলল—'তোমার ডর কি ? কুন ডর নাই।'

ত্বখে খুব একটা ভুল বলেনি। মাটিতে পা, মাটিতে চোখ রেখে যারা ধান বোনে আর ধান কাটে তারা মেঘের গতি, বৃষ্টির লক্ষণ, সব চেনে।

আকাল আসছে। বিয়ের বর আসে ভোড়ঙ্গ-মৃদঙ্গ-বাঁশী-ঝাঁপতাল কর-তাল বাজে। মশাল জ্বলে, মেয়েরা উলু দেয়। ছেলেপিলে সঙ্গে সঙ্গে যায়।

আকালের বাদ্যভাণ্ড আরেক রকম। খেত হা হা করে, মাটি ফাটে, খর আকাশে কাক চিল করুণ চীৎকার করে পাক খেয়ে খেয়ে ওড়ে। গঙ্গাহৃদি বাংলার গঙ্গার দু'পাশে মাটিতে ধুলো ওড়ে। মানুষ ঘর ছাড়ে, গোরু-বাছুর-বলদ-ছাগল-বাসনকোশন মানুষ পেলে বেচে দেয়। নইলে গাই বলদ মাঠজঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। মান্দারণ-সপ্তগ্রাম-আম্বুয়া-কাটোয়া-নবদ্বীপ-গৌড় নগরে-নগরে ঘোরে।

আকাল আসছে। আকাল এলে নিঃসম্বলের যত ভয়, বিত্তবানের তত নয়। ভয় থাকে না ব্যবসায়ীদের। তারা বারোমাস কিনে খায়। ভয় থাকে না ধনীর।

'বুঝেন কিছু?'

প্রহ্লাদ গয়েশ্বর দত্তকে জিগ্যেস করল। সুলতানের কাছারির লোক, উনি রাজপুরুষ বললেও হয়। বাইরের জগতের খবর উনিই প্রহ্লাদকে দেন। প্রহ্লাদ এখন উনি বাড়ি এলে মাঝে মাঝে যায়। গঙ্গার ঘাটে গাছের নিচে বসে খেউরি হতে হতে উনি গল্প করেন। মেয়ে মরতে স্বস্ত্যয়নটি করে দিয়ে প্রহ্লাদ ওঁকে কিনে নিয়েছে।

'ঘবে চল না কেনে?'

উনি যতবারই বলেছেন ততবারই প্রহ্লাদ সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছে। ও বাড়িতে ঢুকতে পারে না প্রহ্লাদ, ও বাড়ির ঘরে দোরে বাতাসী।

প্রহ্লাদ বললে—'বুলেন কিছু?'

উনি বললেন—'দেখ বাপ, আকাল হল্যে তিভুবনে হয় না। সুলতানের রাজ্য তিভুবনে। চট্টল, ত্রিপুরা, মোজামাবাদ, হোসেনাবাদ, সাতগাঁ, মান্দারণ তার রাজ্য সব। বাকলা, সোনারগাঁ দিকে দিকে টাঁকশালে টাকা হয়। বেপারীরা সোনারগাঁ, সাতগাঁ হতে শুল্ক সোনা কম দেয় না। রাজার কুন ক্ষতি নাই।'

'তা বটে!'

'ক্ষতি নাই বড় বড় মাজমুয়াদারের যেমন হিরণ্য দাসরা দু'ভাই, রাম খাঁ। ওদের অধীনে বড় বড় পরগণা। সুলতানরে কর দেয় সুধা, আর

যা পায় নিজেরা লয়।'

'প্রজা যদি চাষ করতে নারে তভে?'

'একেবারে নারে তো দফে দফে দিবে। ক্ষতি নাই হার্মাদ বেপারীর। তারা জমি ইজারা লয়্যে চাষ করায়। তারা সাতগাঁ, চট্টলের নিকট হতে খাজানা তুলে।'

'ভাল। আর কার ক্ষতি নাই?'

'মোদের নাই। সুলতানের কাছারি দিকে দিকে। কত চাষী ধান আড়ি ম্যেপে খাজনা দেয় তা জান? কে বা আধা ধান মোদের দেয়, আধা রাখে। আট দফে খাজনা দেয় চাষীর কুন কষ্ট নাই।'

'আকাল হলেও কষ্ট নাই?'

'বাপ্! রাজা মরে না, বেপারী মরে না, মরতে চাষী মরে ই বিধান তো বিধাতা সির্জেছে।'

'মোদের খেত নাই, চাষ নাই, তাই চিন্তি।'

'ঘর ছেড়ে যাও না কেনী?'

'ঘর ছেড়ে যাব?'

'কেনে? তোমার পিত্তিপুরুষ আনদেশ হতে আসে নাই? মোদের কায়স্থ সমাজের মনিষ এখন সুলতানশাহীর কাজ লয়্যে দিকে দিকে যেয়্যে বসত করে না? ছেড়ে যেলে যদি ভাল হয় তভে যাবে।'

'কোথা যাব?'

'বাপ। মায়াপুরে জন্ম লয়্যেছ, মাটি কামড়ে পড়্যে আছ তাই ভোবন কত বড় তা জান না? সোনার গাঁ হতে, সাতগাঁ হতে কত নৌকা দিকে দিকে যায়, কত নৌকা আসে সেথা তা জান? ভোবনে ঠাঁইয়ের অন্ত আছে? বাকলা যাও, গৌড়ে যাও, মান্দারণ যাও, দিকে দিকে যেলে ক্ষতি কি?'

'কোথা যাব সভে লয়্যে?'

'আহা, আমি কি বোলি যেতে তোমারে? তভে ই ঠাঁয়ে তো তোমার বাপের কপালে লক্ষ্মী হল্য না, তাই বোলি।'

'যি লক্ষ্মী চায়, সি পায়। যি চাহে না, সি পায় না।'
'বাপ্! মাঙলে শুধা হয় কি? সি কাজে ল্যেগে রইতে হয়। মোর কি এত হত, আমি যদি যেঞে কার্য না ধরতাম সুলতানের কাছারিতে?'
ছেলে নিঃসন্তান, মেয়ে মরে গেল, তবু গয়েশ্বর দত্ত ঐশ্বর্যের জাঁক করলেন। হয়তো ঐ ঐশ্বর্য থেকেই উনি যা কিছু সান্ত্বনা পাবার, তা পান।

১২

'মোরে আপনি লয়্যে যেতে পারেন?'

'কোথা?'

'কুন কাছারি কাজে?'

'দেখি। বোলেছ যখন তখন চিন্ত্যে দেখি।'

প্রহ্লাদের হঠাৎ মনে হল সেই খুব ভালো হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে মা-কে বলল—'যদি আনদেশে কাজ ল্যয়ে যাই, যাবা?'

'কোথা রে?'

'আনদেশে?'

'ঘব ধর‍্যে রবে কে?'

বামনী চালের আড়া থেকে গামছা পাড়তে পাড়তে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'ঘর বোলিতে কি ছিল মা? পরে দিঞেছে তাথে যা হঞেছে। ইকে তুমি মায়া কর‍্য?'

'যেমন ঘর‍্যে বিধাতা মোরে থুঞেছে। দেখ পেল্লাদ, কেও বা দেশান্তরী হয়্যে হেথা বসত কর‍্যে, তাদের আত্মীয় জ্ঞাতি দেখ্ যেয়্যে বঙ্গে, শ্রীহট্টে, বেতালে দিকে দিকে আদি ভিটা ধর‍্যে আছে।'

বটু বলল—'দাদা! মা-রে মিছা বোল। রাঙা গাই বিয়াবে তা জান না? মা যাবে আনদেশে?'

'তাই বে ল!'

প্রহ্লাদ হেসে ঘরে চলে গেল। অতসীর বাবা একটি গাই সেদিন দিয়েছেন সত্যি। বলেছেন—'কচি মেঞাটা খাবে, বাদে আমার লাতি হলে সি খাবে দুধ।'

মায়ের এখন গরুর মায়া। গরুর মায়া, ঘরের মায়া, মা এখন প্রহ্লাদকে

ছু'বেলা আশীর্বাদ করে। বলে—'তোমার বাপে পারে নাই বাপ, তোর কপালে আছিদ্দা ঘরে ঘুমাই আমি।'

বামনী বলল—'কাচ থুয়্যে মোরে রশি গাছ দে। ঝাট কর।'

বটু বলল—'মা! অকাল হল্যে তোমার রাঙা-গাই কি খেয়্যে জীইবে গো?'

'আকাল? আকাল হতে কে বোলে?'

'ছুখে দাদার মুখে আন কথা নাই।'

'ভাল কথা! তোর বাপ ঘরে এসেছে যি! সে কি বোলে তারে কি ছুখে কয়্যেছে তোর চরণ পেয়্যে উর বেদনা আরাম হয়্যেছে?'

'কি বোল?'

প্রহ্লাদও কথাটা শুনতে পেয়েছে।

'বটুবে শুধা।'

'কি বটু?'

'কেনে?' তপ্ত হও কেনে?'

'তপ্ত হই নাই। বোল্ কি হঞেছে।'

'কিছু না। শুধামিছা। ছুখে দাদার কোমরে বেদনা তা নিশি উরে বোল্যেছিল বামুন যদি বামন হয় তভে তার লাথি কাঁকালে মেলে বেদনা সারে। আমি তাই যেঞেছিলাম।'

বামনী গালে হাত দিল—'উর কাঁকালে তুই লাথি দিলি?' অত বড় মনিষটার গায়ে পা দিলি?'

'দিলাম।'

'বেদনা আরাম হল্য?'

'উ তাই বোলে।'

—প্রহ্লাদ বলল 'যা কর্য্যেছিস আর যাইস না বটু! উরা অমন বোলে। তুই তখন ছুধের ছেলা নিশি কোথা হতে শুনে আল্য হাড়িপাড়ার বামীর উপর মনসা ভর কর্য্যে। তা লিয়্যে কি উরা কম লেচেছিল? এখন বামীরে দেখগা যা, যেমন গুগলি কুড়াত তেমনই জল সেঁচে গুগলি কুড়ায় আর

পউষের জাড়ে গাছী পাড়ায় যেঞে গুড়ের চুলায় গা সেঁকে।'
প্রহ্লাদ মানা করলে কি হবে, বটুর বাপ ঘুম থেকে উঠে বটুর কথা ভালো করে শুনে বলল—'কারেও বোলিস না। সময় হলো আমি সভ বেটারে চক্ষে আঙুল দিব।'
বামনী বলল—'সভে যি বোলে আকাল হবে সি কথা চিন্তোছ কিছু?'
'আমি কেনী চিন্তে মরি? তোর ছেলা এখন উপযুক্ত, সি যেঞে চিন্তা করুক।'
বামুন কাঁধে গামছা নিয়ে বেরোল। বলে গেল—'কাল বেঙিরে লয়ো এক ঠেঙে যাব।'
'কোথা যাবে যুবতী মেঞা লয়ে?'
'তোরে বোলে যাব? কাজিপাড়া পেরায়্য একঠেঙে এক অবধূত এসেছে তারে দিয়ো বেঙির হাত গণাব। সি আশ্চাজ্জ বোলে, আশ্চাজ্জ কবচ দেয়।'
'কবচে উ-র হবে কি? সি পিশাচের ঘরে মেঞারে আমি পাঠাব না।'
'তোর মুখে ছাট! সি বেটা এস্থে কায়ালে কি আমি মেঞা দিব? তভে উর কপালটা তো দেখতে হবে।'
'মদনের মায়ের বোন-বোনাই বাস উঠয়ো বিশ্বনাথ যাবে উদের সাথে পাঠয়ো দেব বেঙিরে।'
'তোর কথায়।'
বামুন খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি বেরোল। ধানখেতের পর বাঁশবন। তার-পর নিশি হাড়িনীর দোতলা চৌ-চালা ঘর। নিশির বাড়ির চারদিকে মাটির পাঁচিল। একটা কুকুর নিশি রাতদিন বেঁধে রাখে গাছতলায়। রাতে উঠোনে ছেড়ে রাখে। নিশির উঠোনের এক পাশে একখানা চালাঘর। নিশি একলা থাকে না, কেননা মাঝে মাঝেই ও এখানে-ওখানে ঘোরে। ওর ঘর ধরে থাকে গদন। নিশি বলে, গদন ওর বোনপো। শুধু নেশা করে করে চুলগুলো ওর পেকে গিয়েছে।
সবাই জানে নিশির বোন বা বোনপো কিছুই নেই, নিশি এ গ্রামেরই

মেয়ে, কিন্তু নিশিকে কেউ কিছু বলে না। হাড়ি বুনো-বাগদী-কেওট-তিওর সমাজে নিশির প্রতিপত্তি খুব। সবাই বিশ্বাস করে নিশির অলৌকিক সব ক্ষমতা আছে। গুপ্ত তন্ত্র যারা করে সেইসব অভিচারী বামুনদের সঙ্গ করে করে নিশি মাবণ-উচাটন শিখেছে বলেই মানুষের বিশ্বাস।

বর্ণেতির জাতিদের পক্ষে নিশিকে বড় দরকার। ব্রাহ্মণরা ওদের মানুষ বলে গণ্য করে না। মন্দিরে ওরা ঢুকতে পায় না। তাই ওবা মনসা, বাশুলী পুজো কবে, নিজেদেব দেবদেবী নিয়ে থাকতে চায়। কেউ কেউ গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমানও হয়। বলে 'সেথা অত লাথি নাই হে! এর ছেঞো লাগলে উ খড়ম তুলে না।'

বামুন কিছুদিন আগে থেকেই নিশির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বামুন গিয়েছিল সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রামে নিশি গিয়ে দোভাষী নিয়ে আরব হাবসী বেনেদেব সঙ্গে কথা বলছে, আঁচলে সত্যি সত্যি রূপোর দাম বাধছে দেখে বামুন অবাক হয়ে গিয়েছিল। খুব শ্রদ্ধা হয়েছিল নিশির ওপব। এমন অবহেলে রূপোব টাকা যে আঁচলে বাঁধে সে তো সামান্য নয়?

নিশি ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মাটিতে গড করেছিল বটে কিন্তু সে প্রণামেব মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না।

'নিশি, তোরে উ বেটা টাকা দিল?'

'দেখলা তো।'

'কেনী বে?'

'সি কথা কি বাটে দাঁড়িয়ে হয় ঠাকুর?'

'তভে কি তোর বরে যাব?'

'মোর ঘরে কি বাম্ভোন আসে না?'

'তা বটে।'

বামুনের মনে পড়ল নিশি তো তন্ত্রকাজের জন্যে মেয়ে যোগাড় করে, বাঁদীহাটে ছেলেমেয়ে বেচে দেয়।

'যেয়্যে দেখ। মন বিষালে আর যেও না।'

নিশির যে সপ্তগ্রামেও ঘর আছে, থাকবার জায়গা আছে তা বামুন জানত না। বামুনের মনে হয়েছিল নিশি বোধহয় মাটিকে রূপো, ধুলোকে সোনা করবার মন্ত্র শিখে ফেলেছে।

'তা বোলতে পার ঠাকুর।'

নিশি হাই তুলে বলেছিল, 'দেহ লয় তো মাটিব ঢেলা। ত্যা মনিষ বিচা কড়ি মাটি বিচা কড়ি বোললে বা হয়।'

'মনিষ বিচা কড়ি!'

বামুন হঠাৎ চমকে উঠেছিল। এ কি! তার বুকের নিচে লোভ চমকায় কেন? ঘবে অতগুলো উপোসী ছেলেমেয়ে আছে বলে? সে কি তবে ছেলেমেয়েকে বেচে দিতে চায়? এতই লোভিষ্ঠ সে? এমনই পিশাচ?

'আমি যাই নিশি।'

বলে উঠে পড়েছিল বামুন। পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু লোভ তো যায় নি তাব। তাই এখন সে নিশিব ঘবে ঘন ঘন আসে। কথাবার্তা অনেকদিন ধবে হচ্ছে। কিন্তু নিশি বলে—'ব্বাপো বে। ত্বধকাল হতে দেখ্যেছি, মাসি মাসি বোলে। উ পাপকাজ আমা হেন মহাপাপী দিয়ে হবে না ঠাকুব। তা ছাড়া বালক নয়, যোবতী মেঞা। তুমি বুঝ না উরা মিঞে ল্যিয়ে যেয়ে কি কবে?'

কি করে তা কি বোঝে না বামুন? কিন্তু তাতে কিছু মনে হয় না তাব।

'মেঞা হয়্যে জন্মেছে যখন ততক্ষণ উব কপাল উকে যি দিকে টান্যে সি পথে যেতে হবে।'

'অনেক বাম্ভোন দেখলাঙ তোমা তুল্য পিশাচ দেখি নাই। গুপ্ততন্ত্র যারা কর্যে তারা একটা মেঞারে লয়্যে ন্যানাছ্যানা কর্যে তা জান?'

'যোবতী মেঞার মূল্য কত হয়!'

'আমি জানি না। আমি যোবতী বিচি নাই ঠাকুর। আকালে, উপাসে মনিষ বিচে দিতে চায়, আমি লয়্যে আসি। আমি বেপারিরে দেই তারা যেয়্যে আনদেশে বিচে। ছোট ছেলা, ত্বধের মেঞা বিনা আমি

বিচি নাই।'

'মূল্য কত হয়?'

'জানি না ঠাকুর! যোবতী ল্যিতে চায় কে? যদি জলে ঝাঁপ দেয়, বিষ খেয়ে লেয়? কতগুলান অমনিষ তন্ত্র করে কেনী জান? কেনী করে তন্ত্র?'

'কেনী?'

'কারে বাণ মারবে, কারে সর্বনাশ করবে, কারে ত্রাণে মারবে, সি কারণে। তারা বিনা যোবতী মেঞা কেও খুঁজে না।'

'তারা মূল্য দেয়?'

'দেয়। কেনী, তুমি সেথা মেঞা বিচবা?'

'তো মাগীর তাতে কি!'

'মূল্য শুধালা না?'

নিশির মুখে বিচিত্র হাসি। সে হাসিতে ভয়ঙ্কর ঘৃণা।

'মূল্য বোল্।'

'টাকা নয়, আধুলি নয়, কাণাকড়ি। যাও, মোর ঘর হতে যাও।'

বামুন দাঁড়িয়ে রইল। নিশি বলল, 'মোরে তো উ দস্তু ভাঙা সাধু ছিঁড়ে খায়। বোলে যোবতী আন্যে দে। আমি বোলি জীউ রহিতে আমি তোমারে ই জটাবনে মেঞা আন্যে দিব না। যাও ঠাকুর! আমি তোমারে কিছু বোলি নাই। যাও তুমি! মোর লেশা ধরছে, মাথা ঝিমায়, তুমি যাও।'

নেশার ঘোরে নিশি কি বলল নিশি জানে না। বামুন ছিটকে বেরিয়ে এল। জটাবন গঙ্গার ওপারে। শ্যাওড়া, শিমূল, পাকুড়, অশ্বত্থের গভীর বন। গুপ্ত অভিচারের, গুপ্ত পূজার, গুপ্ত সাধনার জায়গা। বেঙির বয়েস যেদিন থেকে আঠারো হয়েছে, সেদিন থেকে বামুনের মনে এক চিন্তা। ঘর-দোর-জমি-চাষ-শিষ্য-টোল এ সব হল শেকড়। এই সব শেকড় মানুষকে টেনে টেনে গেরস্ত করে রাখে, ভালো করে রাখে, মনে স্নেহ-মমতা দেয়।

বামুনের কিছু নেই। বামুনের মনে স্নেহ-মমতা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই। পরের সর্বনাশ করতেও তার বাধে না। নিজের ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করতেও তার কষ্ট হয় না। তার কারণ বামুন ওদের কষ্টকে নিজের কষ্ট ভাবে না। ওদের সর্বনাশকে নিজের সর্বনাশ ভাবে না। চৈত্র-বৈশাখে গ্রামে আগুন লাগলে পাড়াপড়শী সবাই জল ঢালতে ছুটে যায়, বামুন যায় না। কেউ মরলেও কাঁধ দিতে যায় না। যেন এ সমাজ, পাড়া, নিজের সংসার কারো প্রতি তার কোনো দায়িত্ব নেই। শুধু নিজে আছে, নিজের পেটের খিদে আর শরীরের খিদে আছে।

কেউ পরের উপকার করে, নিজে ভালো হয়ে থেকে অন্যকে ধর্ম আচরণ শেখায় শুনলে বামুন অবাক হয়ে যায়। বলে, 'ই বোকাদের মতো মনিষ থাকতে জগতের উপকার নাই। আমার মতো আপ্তচিনা মনিষ যদি রক্ত-বীজ হত তবে সংসারটা তা দিয়ে পুন্ন করো দিতাম। বাঘের খেলা দেখয়ো দিতাম, হাঁ! ইহজন্মে যা জীউ চায় সব করো লেব। পরজন্মে লয় নরকে ডাঙশ খাব?'

বামুন এখন উন্মাত্তের মতো হন্ হন্ করে জটাবনের দিকে চলল। দাঁত-ভাঙা সাধু কে? কোন গোপন বামাচারী। কি চায়? যুবতী মেয়ে। বেঙি যুবতী। বেঙির রঙ অতসী ফুলের মতো জ্বলজ্বলে। কাশফুলের গাছের মতো ছিপছিপে শরীর বেঙির। বেঙির মাথায় অনেক চুল আর চোখে ভীরু হাসি। বেঙির নাম জগজ্জননী।

লোভ দত্যিদানো হয়ে ডাঙশ মারছে। তারই তাড়ায় বামুন তিন ক্রোশ পথ হাঁটল। মাছের নৌকোয় খেয়া পার হল। মাঝিকে পইতে তুলে শাপের ভয় দেখিয়ে একটা মশাল নিল।

দাঁতভাঙা সাধুর চেহারা অতি ভয়ঙ্কর। জটাবনের ভেতরে ঘর বেঁধে, মড়ার খুলিতে মদের পাত্র হাতে ও যেন বামুনের জন্যেই বসেছিল। বামুনের কথা শুনে সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল ও বামুনের গায়ে লাথি মেরে গালাগালিতে ফেটে পড়ল।

'শালো রে শালো। লোভিষ্ঠ পিশাচ। আয় শালো। আমি তোর মহা-

মিত্যা জানলি ? তো হেন শালোদের তরে আমি বস্যে থাকি। কি শালো মরবি ?'

'এ কি কর ? এ কি কব ? আমার গায়ে এ কি কর ? অশুচি হয়্যো গেলাঙ যি।'

'ই তে অছুৎ কি আছে রে? ই গঙ্গাজল, জানলি ?'

বামুন ছোট ঘবে এদিকে যায় ওদিকে যায়, কিন্তু সাধু ওকে ভিজিয়ে ছাড়ল। দবজা দিয়ে দৌড়ে পালায় তারও উপায় নেই। দরজার সামনে একটা কালো কুকুব এসে বসেছে।

'লেঃ বেটা হেরো্য থেলি।'

সাধু হাসতে হাসতে এসে বসল। বলল, 'ডরালি্য কেনী? ডর লাই!'

বামুন এসে বসল।

'বোল্ কি ল্যেগে হেথা আলি্য। কারে মারা করাবি ? কার মাগের পরে চোক্ষু দিঞেছিস ? বোল্ বেটা। ই হোমকুণ্ডেব আগুন পাঠয়্যো দিব। কার ঘর জ্বালাতে চাস ?'

'আপোনি সভ পার ?'

'বেটা বোলে সভ পাব ?'

সাধু আবেক দফা হাসল। তাবপর বলল, 'বোল্।'

'আপোনি যোবতী মেঞা চাও ?'

সাধু নিমেষে চুপ কবল। বামুনকে তীব্র চোখে দেখতে লাগল। বলল, 'কাব মেঞা ?'

'অধমের।'

'মেঞা বিচবি ?'

'বড় অভাব গো মোর।'

'মেঞা লয়্যো আমি পূজা করব। তা বাদে উয়ে গহনা দিব। লয় কি তু হাতে টাকা চাস ?'

'প্রভু গো।'

'টাকা দিব। ই শুক্লপক্ষ বাদে খোঁজ লিবি। আমাবস্যায় মেঞা লিব।

তবে একটা খুঁজে ল্যিতে হবে যি। কিন্তু শোন্।'

'বোল।'

'তু মোর ছামুতে আল্যে আমি তোরে শুওর পোড়া করো জীয়ন্ত পুড়াব।'

'আজ্ঞা।'

'তো হেন পিশাচদের মেরে আমি লির্বংশ করব।'

সাধু আবার উঠে দাঁড়ায় দেখে বামুন উঠে দাঁড়িয়ে 'দণ্ডবৎ' বলে দরজা টপকে বাইরে এসে ছুটতে লাগল। এখন গঙ্গায় নাইতে হবে। নইলে শরীর শুদ্ধ হবে না।

বামুন যে মহাপাপ করে এসেছে, সে কথা তার একবারও মনে হল না। শুধু মনে হল হাতে টাকা পাবে বামুন। রূপোর টাকা।

রূপোর টাকা! মনে করতেই বামুনের শরীবের রক্ত গরম হয়ে উঠল। শিরায় শিবায় রক্ত লাফায়। রূপোর টাকা কে কবে গ্রাম-বাংলায় নাড়াচাড়া করতে পায়? কড়ি ফেল। সওদা নাও। চাষ নেই, মাটি নেই, কিনে খাও? কড়ি নিয়ে হাটে যাও। শাক, মাছ, দুধ, তেল, লবণ, চকমকি, কড়িতে কি হয় না? কাপড় গামছা? জাতে যদি বামুন হও তা হলে তুমি ভালো হও বা মন্দ হও, মানুষ তোমায় বছরে কয়েকবার বারে-ব্রতে পুজোয় পার্বণে স্নানে কাপড় দিয়ে পেন্নাম করে যাবে।

চার কড়ি এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি। চাব বুড়িতে এক পণ, ষোল পণে কাহন, দশ কাহনে টাকা।

চার ধানে রূপোর রতি, আট রতিতে মাষা, একশো রতিতে টাকা। সাধু ওকে কত টাকা দেবে? টাকার কথা ভাবতে ভাবতে বামুন নদী পার হল, ধানক্ষেতের আল ভেঙে ভেঙে বাড়ি পৌছে গেল।

১৩

বটুর মায়ের ব্রতের আলপনার চিত্র লেপে মুছে গেল। বটু কিছুতেই সে চিত্র বাঁচাতে পারল না।

নিশি হাড়িনী একদিন বেঙিকে এসে পুকুর ঘাটে ধরেছিল। বলেছিল, 'সময়ের গতি বড় মন্দ বেঙি। যি যা বোলে তুই ঘর ছেড়ে বারাস না।'

'আমি কোথা যাই না মাসি?'

'যাইস না।'

নিশির মনে কেন যেন ভয় হচ্ছিল। দুরন্ত নেশার ঝোঁকে সে কি বলেছে বামুনকে? কোনো পথের খোঁজ দেয় নি তো? নিশি মনে করতে পারে নি।

বামুন বেঙিকে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'মোর সাথে যাবে তাতে ডরের কি? লয়্যে যাব, হাত গণাব, ল্যিয়ে আসব।'

'কুথা?'

'সাতগাঁয়ে। এমত ঠাঁই দেখে নাই, দেখায়্যে ল্যিয়ে আসব। তুই চিন্তিস না।'

বেঙি তো বাবাকে অবিশ্বাস করতে শেখে নি। বাবা যেমন হোক, তেমন হোক, বেঙি জানত বাবার কথা শুনতে হয়।

'বউ একটা শাটি দিবি?'

অতসী বেঙিকে একখানা রাঙা কাপড় দিয়েছিল। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিয়ে বল্যেছিল, 'মোর কথা শুধাস ঠাকুরঝি! শুধাস তোর দাদার মুখে হাসি নাই কেনী?'

'শুধাব।'

'বোলিস মোর জ্যেঠাই, পিসি যে উর মন ভুলাতে তাবিজ দেয় তাতে কাজ হয় না।'

'বোলব। দাদা তোরে অনাদর করে্য বউ ?'

'অনাদর নাই, আদর নাই, ঐ এক নিজের ভাবে ডুবে্য রয়ে আর কি বা জানি চিন্তে।'

'বোলব। তুই চিন্তিস না।'

'আর দেখ্।'

'কি ?'

'বোলিস মোর পিতারে যেনী সুমতি দেয়। পিতা জমি দেয না কেনী জামায়েরে ?'

'বোলব।'

বেঙি পায়ে আলতা পরে, বড় খোঁপা বেঁধে মায়ের কাছে যখন এসে দাঁড়াল তখন উঠোন আলো হয়ে গিয়েছিল।

'আসি গো আই!'

'আয় মা!'

বামনির মনে হয়েছিল ও যেন বেঙি নয়, ধানক্ষেতের আল ধরে কোজাগরীর লক্ষ্মী হেঁটে যাচ্ছে। মনে মনে ভেবেছিল কত কালো মেয়ে স্বামীর ঘর করে। কোলে ছেলে, হাতে হাতাবোড় ধরে। বেঙি কেন এমন অফলা হয়ে রইল ?

'মোর পাপে!'

বামনি অস্ফুটে বলেছিল।

সেই যে গেল বামুন আর তার দেখা নেই। ছ'দিন গেল, তিনদিন গেল, চারদিনের দিন বামুন হো হো করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে ঢুকল।

'সোনার পিতিমে বিসজ্জন হয়ে যেয়্যেছে গো! মা আমার গঙ্গায় নাইতে ভেস্যে গেল।'

সবাই কেঁদে উঠেছিল। হো হো করে বুক ফাটিয়ে সবচেয়ে জোরে কেঁদেছিল বেঙির বাপ।

ওর কথা কেউ অবিশ্বাস করে নি। সপ্তগ্রামের গঙ্গার ঘাটে জাহাজ আসে সাবে সারে, নৌকা ভাসে অগণন। জাহাজের ধাক্কায় জলে তাল-

গাছের মতো ঢেউ ওঠে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফি-বছর কয়টি ডোবে, কয়টি মরে, কে তার হিসেব রাখে?

সন্দেহ হয়তো কারোই হত না কিন্তু নিশি হাড়িনী খবরটা শুনে ছুটতে ছুটতে বেঙিদের বাড়ি এসেছিল। ভীষণ ভয় পেয়েছিল নিশি, তা ছাড়া কি শুনতে কি শুনবে, যদি সইতে না পাবে তাই খুব খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েছিল। সারা জীবন নানাজনকে ভালবাসা দিয়ে দিয়ে নিশির বুকে কিছু নেই। তাই সুসংবাদ—দুঃসংবাদ শুনবার আগে নিশি মদ খেয়ে বুক বেঁধে নেয়।

দুপুর রোদে মদের নেশা, নিশির চার পাশে বিশ্বসংসার ঘুরছিল। বামুন-দেবতা ওর খেয়ালে ছিল না। উঠোনে এসে নিশি বলেছিল—'কভে সাতগাঁয়ে গিয়েছিলা ঠাকুর? আমি তো আজ চারদিন হোথা। জাহাজ-ঘাটায় বস্যে আছি। আমি তো তোমারে দেখি নাই। আমি তো শুনি নাই কেও ডুব্যেছে বোলে?'

'তুই!'

বামুন হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

'কি কর্যে আল্যে মেঞাটাকে ঠাকুর? তুমি, তুমি তো ওরে দাঁতভাঙা বিটলার কাছে বিচ নাই?'

'চুবো মাগী!'

বামুন খড়ম তুলে নিশিকে ছুঁড়ে মেরেছিল। নিশি বামনির পায়ে আছড়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—'আমি যা বোল্যেছি তা নেশার ঘোরে মা! আমি তোমার মেঞা বিচি নাই। পাতক বহু কর্যেছি, পাতকের অন্ত নাই মোর কিন্তুক ই কাজ আমি করি নাই। উ থালভরা, ভাতার তোমার, মোরে ছিপ্তে খেয়্যেছে মনিষ ধর, বেঙিরে বিচ। উ কি কর্যেছে জিগাও মা:

নিশি কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিল।

'নিশি কি বোল্যে গেল?'

প্রহ্লাদ বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বামুন চেঁচিয়ে উঠেছিল।

'উ লিচুজাত, অমনিষ্যি, উ যা বোলে তুই তা শুন্যে বাপরে জিগাস?'

'নিশি কি এত বড় বাক্য শুধামিছা বোল্যে গেল ?'
'মর্ গা কুলাঙ্গার।'
বামুন হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি বোল্যে হেথা ঘুর্যে ঘুর্যে আসি। যা! তোদের ছেঞাও দেখব না আর।'
বামনী চেঙি আর ভুলিকে কোলে নিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে থাকে। তখন অতসী লজ্জা ছেড়ে এগিয়ে এল। বলল—'ঠাকরুন! ওঠ গো! তোমাব চরণধরি! তোমার ছেলা ঠাকুরঝির সমাচার করবে। তুমি চেঁচালে মনিষ শুধাবে কি হঞেছে। ততক্ষণ কলঙ্ক হবে গো!'
'বেঙি নাই।'
'শুন ঠাকরুন! সভে জানুক ঠাকুরঝি জলে মরেছে। তোমার ছেলা যেয়্যে নিশিরে বোলবে ই সম্বাদ প্রচার না দিতে। ছেলা তারে খুঁজবে।'
'এখনই যা পল্লাদ, বাপ আমার!'
'এখন কেনী? ই দিনের বেলা? দিনে কুনদিন সি নিশির ঘরে যায় নাই। বাতে যাবে আন্ধাবে। লয় তো কলঙ্ক হবে। বিলম্ব হবে ভাব তো, বটু! তুমি যাও। মাথায় গেঁড়া, বনেবাদাড়ে ঘুর্য়, লুক্কে লুক্কে চল্যে যাও। ই মাকড়ি দিয়্যে বোল সি মুখ বন্ধ রাখে জানি?'
অতসী কানের মাকড়ি খুলে ফেলে দিল। প্রহ্লাদেব দিকে না চেয়ে পেছন ফিরে বলল—'দাদারে বোল মা-বে তুল্যে নিক দাওয়ায়। আমি পারি না।'
প্রহ্লাদ অবাক হয়ে অতসীকে দেখছিল। এখন মাকে কোলে তুলে প্রহ্লাদ দাওয়ায় শোওয়াল। মাথায় বাতাস করতে বলল বেঙিকে। অতসী বলল, 'ভুলি আয়! হেঁসেলে বস্যে তোরে খেতে দিই।'
কিছুক্ষণ বাদে গুড়ের পানা এক গেলাস দাওয়ায় দিয়ে গেল অতসী। ঘোমটার ভেতর থেকে বলল—'আইরে দিক্। আইয়ের প্রাণ শুষে যেয়েছে।'
বটু কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। নিশি মাটিতে শুয়ে আছে। মাকড়ি ফেরত দিয়েছে নিশি। বটুর পায়ের ধুলো চেটে বলেছে, 'কিরা কাড়-

লাম। আমা হতে সম্বাদ প্রচার হবে না। তোমার বুন জলেই যেয়েছে ঠাকুর! আমি নেশার ঘোরে বাস্তোনরে হেনাছেনা করো্য আলাঙ। মোর কথা ধর‍্য না।'

বামনী যেন এই কথাই শুনতে চাইছিল। যা হয়েছে হোক। অতবড় কথাটা যেন সত্যি না হয়। সত্যি হলে কেমন করে বামনী ওকেই স্বামী জেনে পাধোয়া জল ব্রতের দিনে খেত? এ কথা গ্রামে প্রচার হলে কেমন করে বামনী এখানে বাস করত?

প্রহ্লাদ কিছুই বলল না। কোনো কথাই না, শুধু রাতে অতসীকে বলল।

'যদি আনদেশে যাই তুমি রইতে পার না?'

'কোথা যাবে।'

'আনদেশে।'

'ঠাকুরঝিবে সান্ধাতে?'

'যদি পাই।'

'পালো কি তারে ঘরে নিতে পারবে? সামাজ নাই?'

'আছে।'

'ছুলিটা অবুইঢ়া, ঠাকুর পুত্রদের হাতে সুতা উঠে নাই।'

'জানি। কিন্তু মন হতে সন্দ যায় না যি?'

'সন্দ করো্য কি হয়? ছুদিন চুপ হয়ো্য থাক। গ্রামে কথা সভ বলা হৌক, তা বাদে যেলো্য কার্যও হয়, কোন কথাও উঠে না।'

'ভাল বলো্যছ। আচ্ছা শুন!'

'বোল।'

'তুমি কান হতে সোনা খুলো্য দিলে কেনী? উ সোনা যেলে আমি তোমারে কি সোনা দিতাঙ? কি ভাবে?'

'তালপাতার খড়ি পরতাঙ। অবুইঢ়া কালে কত পরো্যছি। উ সোনা যেলে নিশির মুখ বন্ধ হয়, ঠাকুরের মান বাঁচে। আর! মোর সোনা রূপার কাজ কি?'

'কেনী?'

'আমারে কে চেয়্যে দেখে যি আমি সোনা রূপা পরব ?'

অতসী অস্ফুটে বলল, পাশ ফিরে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

পিদিম নিভিয়ে দেবার পরও অনেকক্ষণ অবধি প্রহ্লাদ জেগে রইল।

অতসী কাঁদছে। অন্ধকারে একটু একটু ফোঁপানির শব্দ শুধু ঘরে।

'কেন্দ্যে না বউ!'

প্রহ্লাদ অতসীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বিয়ে করলেই তো হয় না। জীয়ন্ত মানুষ ঘরে আনলে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হয়। ভালবাসতে হয়। অতসীর জন্যে মমতা হল প্রহ্লাদের। চুপ করে থাকে কিন্তু মনে মনে ও নিশ্চিত কষ্ট পায়।

'কেন্দ্যে না।'

প্রহ্লাদ আবার বলল। অতসী এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমার মন বোলে ঠাকুর কিছু সর্বনাশ করো্যে আলেন। ঠাকুরঝিরে তুমি আর জীয়ন্ত দেখবা না গো!'

জীয়ন্ত বললেও হয়, মবা বললেও হয়।

নিশি জটাবনের গহনে চুপ করে দাঁড়িয়ে বেঙিকে দেখছিল। জবাফুলের মালা আর ফুটো কড়িব বালা ছাড়া পরনে কিছু নেই। বেঙি বন্ধ ঘবে পড়েছিল।

'কতদিন পড়্যে আছিস ?'

বেঙি আঙুল তুলে দেখাল ছ'দিন।

'উঠতে পারিস না ?'

বেঙি ঘাড় নাড়ল। উঠতে পারে না, উঠতে সে চায় না। নিশি ওর হাত ধরতে যেতে বেঙি পশুর মতো আর্তনাদ করল।

'মোরে ছুঁয়্যে না।'

'উঠিস নাই কেনী বেঙি ? পালাস নাই কেনী ?'

বেঙি ঘাড় নাড়তে লাগল। যে বাঁচতে চায় সে উঠবে আর পালাবে। বেঙি তো মরে গিয়েছে। বেঙি পালাবে কেন ? মাসি তো জানে না

সেদিন কি কি ঘটেছে।

'উরা ক'জন ছিল বেঙি ?'

'ছ'জন। মাসি! তুমি যাও। কেও যেনী না জানে আমি হেথা মরোছি।'

'মরবি কেনী বেঙি ?'

'মোরে পাশ ফিরাতে পাব ?'

'চিত হবি ?'

'হাঁ।'

'এ কি বেঙি ?'

বেঙির গায়ে দুরন্ত জ্বর, পুড়ে যাচ্ছে। বেঙিব পেটে, হাতে, গরম লোহা দিয়ে বিচিত্র সব ছবি দাগা হয়েছিল এখন বিষিয়ে উঠেছে।

'আমি কাপড় পরব মাসি, লেঙটা বব না।' বেঙি ছোট মেয়ের মতো গুঙিয়ে বলল।

নিশি পরনের কাপড় খুলে দিগম্বরী হল। তারপব অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিজে জড়াল। অর্ধেকটা বেঙির গায়ে ঢাকা দিল।

'বেঙি তোর মুখে ফেনা ?'

'উরা কি খেতে দিল যি। উদের কথা আমা হতে প্রচার হল্যে উদের তন্ত্রে কাজ হবে না যি ? মোর ভিতরে সব অবশ হয়্যে আসে মাসি।'

বেঙির গলা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। নিশির মনে হল ওরা বোধ হয় বেঙিকে বিষ দিয়ে পালিয়েছে। কেন ? প্রমাণ রেখে যেতে চায় না বলে ?

'মাসি।'

'বোস।'

'কেও জানি জানে না।'

'কেও জানবে না। আমি কিরা কের্যেছি বটুর ঠেঙে।'

'বটু ?'

বেঙি একটু হাসল। চোখ বুজে হাসল বলে যেন আরো করুণ দেখাল সে হাসি।

'বেঙি জল খাবি ?'

'নাই।'

বে'ঙি জিভ বের করে দেখাল। জিভ কালো হয়ে ফুলে গিয়েছে। বোধ হয় তেষ্টায়। নিশি দেখল ঘরের কোণে কলসী ঢনঢনে খালি। কলসীটা হাতে নিয়ে নিশি বলল—'র এট্টুনি জল লয়্যে আসি।'

জটাবনের থেকে গঙ্গা আধ ক্রোশ পথ। নিশি প্রায় ছুটে ছুটে গেল। জল নিয়ে এল। কি করে এখন নিশি? সন্ধে তো ঘনঘোর। কেমন করে বেঙিকে ফেলে যায়। কেমন করে ওকে নিয়ে যায়।

'পারি তো লৈকা ধর্য়ে সাতগাঁয়ে মোর ঘরে লিয়্যে তুলব। তা বাদে যা হয় হবে।'

বেঙি জল খেতে পারল না। চোখ বুজেই রইল। মাঝে মাঝে শুধু চমকে উঠল আর ভয় পেল।

নিশি ওর পাশে বসে রইল। রাত বাড়তে লাগল। বিশ্ব চরাচর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বনের গহনে শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে। পাতায় খড়-খড় শব্দ হয়।

নিশির এখন মনে হতে লাগল নিশ্চয় নেশার ঘোরে ও বামুনকে সন্ধান দিয়েছিল।

'মোর তুল্য মাহাপাপী কে?'

নিশি নিজের পাপের, বামুনের পাপের তুলনা খুঁজে পেল না। এত পাপ, এত অধর্ম। নিশি সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল। মদ খেয়ে ওর মাথা ঠিক থাকে না তাই মনে হতে লাগল আজকের রাত আর শেষ হবে না। আর সূর্য উঠবে না, সকাল হবে না, রাখাল গরু নিয়ে মাঠে যাবে না। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবী আর চলবে না। বেঙি যে মরে যাচ্ছে, মানুষের পাপে মরে যাচ্ছে?

রাত যখন তিন প্রহর কেটে যায়, ভুলকো তারা দেখা দেয় আকাশে, তেমনি সময়ে বেঙি হঠাৎ ঠোঁট নাড়ল।

'কি বোলিস বেঙি?'

বেঙি চোখ চাইল। বেঙির কষের ফেনা গড়াতেই থাকল, বুড়বুড়ি কাট-তেই থাকল, বেঙি ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল—'দিদি মোরে ঘরে নে। আমি ডর্যে গেলাম।'

'জয় মা হাড়াইচণ্ডী অধমে দয়া কর মা!' নিশি অভ্যেসবশে বলল। সভয়ে তাকিয়ে দেখল রাঙি বেঙিকে নিতে এসেছে কি না।

'কেও নাই বেঙি, ভয় কি?'

বেঙি ঘাড় নাড়ল। ঘাড় নেড়ে, ভুরু কুঁচকে, নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে চেষ্টা করে বেঙি মরে গেল।

বেঙির কষের ফেনা হলদে, গ্যাজা ওঠা, পরিচিত গন্ধ। নিশি বলল, 'কালাচের বিষ টুক্‌না মদের সাথে দিয়েছিল বুঝি। লয় তো ছ'দিন জীয়ে?'

এখন আলো হতে দেখা গেল ঘরের আড়ায় বেঙির রাঙা কাপড় পৌটলা করা গোঁজা। নিশি কাপড়টা নিল। চাল থেকে খড় টেনে টেনে নিয়ে বেঙির ওপর চারটি ফেলল, চারটি চারপাশে ছড়াল।

তারপর কোমর থেকে চকমকি নিয়ে ঠুকে আগুন জ্বেলে দিল নিশি। জ্বলুক। জঙ্গলের ভেতরে ঘর, তায় অবধূতরা আসে যায়, মানুষ ভয়ে এদিকে আসবে না। যদি বা আসে তবুও জঙ্গলেও ততক্ষণে খানিকটা আগুন জ্বলবে।

'পুড়ে ছাই হয়্যে যাক।'

নিশি সক্ষোভে বলল, বেরিয়ে এল।

গঙ্গার ধারে এসে বেঙির কাপড়টা মুখে কামড়ে ধরে নদী সাঁতরে পার হল নিশি। এপারে এসে ভিজে কাপড়ে হনহনিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। গদন নিচে বসেছিল।

১৪

বেঙির নির্মম অকালমৃত্যু বটুদের সংসারে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

এ সময়ে অতসীকে নতুন করে চিনেছিল প্রহ্লাদ। কত যত্নে অতসী প্রহ্লাদের মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে স্নান করাত, খাওয়াত, গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াত।

কেমন কর্তৃত্বে সে প্রহ্লাদকে বলেছিল, চেঙিকে যেন ওই স্বামীব ঘরে আর না পাঠানো হয়।

বামুনের লজ্জা নেই। তোদের ছায়াও মাড়াতে আসব না আর! চলে যাচ্ছি! বলে সে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার যাবার জায়গাও তো বেশি ছিল না আর। ঘুরতে ঘুরতে সে রাঙি ও বেঙিব স্বামীব কাছেই গিয়েছিল। শ্বশুব ও জামাইয়ে অনেক কথা হয়েছিল।

জামাইয়ের কথাবার্তা খুব পরিষ্কাব, বক্তব্যও স্বচ্ছ। হ্যাঁ, তোমার তিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। ঘবে আমার জলপাত্র বলো, বা উপপত্নী বলো, মেয়েমানুষ ছিল।

রাঙি ও বেঙি ঘর করতে এসেছিল। আমার মেয়েমানুষটি রাঙিকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছিল। তার ঈর্ষা হয়েছিল। বেঙিকে তোমার ছেলে বিশু নিয়ে চলে গেল। শুনেছি যে বেঙিকে তুমি জটাবনে কোনো কাপালিকের কাছে বেচে দিয়েছিলে। তা, সে তোমার মেয়ে হতে পারে। আমার বউ তো বটে। কত টাকায় বেচলে, আমাকে তো দিলে না কিছু।

—এতকাল বাদে কি কারণে আগমন?

চেঙিটা আছে, তারে লয়ে ঘর কর।

—এ এক কথা বটে।

তিনি কোথা? তোমার জলপাত্র?

সে মাগীও বাতব্যথায় কাতর বটে। পাপের ফল! পাপের ফল! বাস্তোনের কন্যা, বাস্তোনের বউ, তারে তুমি বিষ দিবে, তা পাপের ফল ভোগ কর এখন। ই সকল ছোট জেতে মান্যগণ মানে না।

চেঙিরে আন কেন?

আনব?

আমি এনে দিব তারে।

পারবে? বড় উপকার স্থঝে গো! ভাত জল পাই, সেবা পাই, আর সে কন্যাও তো সমত্ত, না কি বল? ই মাগী বুড়ী ছাগী যেমন! মন উঠে না।

পারব না কেনী? আমি তার বাপ নই? কন্যা স্বামীর ঘরে আসে তা দেখাটা আমার কর্তব্য হয়, কি না হয়? লাথাতে লাথাতে লয়ে আসব।

জামাই অসীম ঔদার্যে বলে, তা দেখ! তোমাব তো কানাকড়িও নাই। কন্যারে যৌতুক করতে দরকার নাই।

-এই হল বড় মনের বড় কথা!

গ্রামে গ্রামে বিশটা বিবাহ। তা কুনো বেটা কন্যা পাঠায় না। কি? না জলপাত্র আছে! কি? না সে বাঙিরে বিষ দিল। তা তোমার কন্যা হতে এমন অপবাদ। তোমার ওই কন্যা আসে যেমন! জোঁকের মুখে লবণ পড়ে যাবে বই তো নয়।

বামুন তার জামাইকে বড় মুখ করে কথা দিয়ে আসে। কিন্তু ঘরে এসে সে প্রবল বাধা পায়। ঘটনাটি খুবই নতুন বলতে হবে। কেননা নিচু জাতে মেয়েদের এমন হেলাফেলা নেই। তারা শরীরে খাটে, পেটের ভাত যোগাড় করে। উঁচু জাতে মেয়েরা পণ্য বই আর কিছু নয়। স্বামী হোক, বাপ হোক, মেয়েদের যেমন তেমন পায়ে ঠেলতে পারে।

বামুন তারই সমান-বয়সী এক লম্পট কুলীন সন্তানের সঙ্গে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। রাঙি মরল স্বামীর ঘরে, বেঙি মরল কাপালিকের কুটীরে। চেঙি তো আছে। চেঙিকে স্বামীর ঘরে গছাতে পারলে বামুনের

যাওয়া আসার একটা জায়গা হত।

বাড়ি এসে দেখে সে, পরিবারে সকলে তার বিপক্ষে। বামনী জীবনে স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলে নি। কিন্তু দুই মেয়ের দুঃখে তার বুকে জোড়া চিতা জ্বলে। প্রথমেই সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, অন্নপূর্ণা নাম উঠে গেল, জগজ্জননী নাম উঠে গেল, জাহ্নবী নামও কি তুলে দিবে গো? তুমি না বাপ?

এ মাগী বুঝে না কিছু।

না! দিব না চেঙিরে যেতে!

দিবি না? মুখ তোব ভেঙে দিব।

না! না!

কাটারি কোথা? তোরে কেটে থুয়ে কন্যা লয়ে যেতে পারি তা জানিস?

প্রহ্লাদ উঠোনে নেমে আসে। জীবনে বাপের মুখেব ওপর কথা বলে নি প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ শান্ত, সহিষ্ণু। দুঃখতাপে দগ্ধ।

চেঙি যাবে না বাবা।

যাবে না? তুইও ·?

প্রহ্লাদ দাওয়ার খুঁটায় হেলান দেয়। আস্তে বলে, বাঙি বেঙি বিষে জ্বলে তবে গিছে, নয়? চেঙিরে যদি বিষ দিতেই হয়, আমিই এনে দিব। একটা বুন ঘরে মরুক!

বামুন দেখে প্রহ্লাদের পিছনে বিশ্বনাথ, বনমালী, বটু, তিন ছেলে দাঁড়িয়ে। বামুন নিজের পেটের খিদে, শরীরের খিদের বাইরে কিছু বোঝে না। কিন্তু এখন যেন সে আবছা আবছা বোঝে যে এটা নবদ্বীপ-মায়াপুরের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। বাপ বলছে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি নেব। ছেলেরা বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে তাদের মা আছে।

— সমাজ নাই? বিচার নাই?

— আছে? বেশ! সমাজ যদি বিচার করি দেয়, তবে যা কবে তাই মানি নিব।

— বেশ !

বামুন সদর্প লাফঝাঁপ করে বেরোয় বটে, কিন্তু কারো কাছেই যায় না সে। আচার আচরণের কারণে নবদ্বীপ-মায়াপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজে তার কোনো সম্মান নেই। নদ্বদ্বীপে ধনেমানে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাদান, ধর্মাচরণ, এ সব নবদ্বীপে খুব সম্মানিত। জাতির কারণে ব্রাহ্মণ যে সম্মান পাবার তা পায় বটে, কিন্তু বিশেষ সম্মান পেতে হলে সদাচারী, বিদ্বান, দায়িত্ববান হতে হয়।

বামুন তো তার কোনোটাই নয়।

বামনী ভয়ে ভয়ে বলে, প্রহ্লাদ ! বাবা সমাজকে বলে দিলে চেঙিরে নিতে পারে ?

বটু তিক্ত বিদ্রূপে বলে, বাবার ডরে তো মরে সবে ! তাব তো টোল-চতুষ্পাঠী আছে ! সে তো গরিব ছাত্র ঘরে রাখি বিদ্যাদান করে ! তার কাছে তো সবে পরামর্শ নিতে আসে !

প্রহ্লাদ বলে, চুপ যা বটু! তুমি ডর কেনী মা গো ! চেঙিরে নিতে দিব না। চেঙি কোথা গেল ? তারে ডাক।

চেঙি পায়ে পায়ে কাছে আসে। চুল উলটে খোঁপা বাঁধা, নাকে কানে পিতলের ফুল, হাতে রাঙা কড়, পরনে অতসীর দেয়া ডুবে।

বোনেব চিবুক ধরে তুলে মুখটি দেখে প্রহ্লাদ। তারপর বলে, কোনো ডর নাই রে ! আমাদের ঘরে কন্যা কত থাকে বাপের সংসারে ! আমাদের বিমাতা কত আছে। তারা কি আসে কখনো ?

চেঙি মাথা হেলায় এবং কেঁদে ফেলে। বাবা আল্য দেখ্যে ডরে মরি দাদা গো !

—কোন্—অ ডর নাই। আর মা! কাল হতে তুমি ঢুলির বিয়ার লেগ্যে বলবে না তো ! আমরা চার ভাই আছি। তোমার ভাবনা কি ?

অতসী বটুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বলে, নিশি কি বা বলবে বল্যে ঘুরে।

—কি বলবে ? তারে আমি মেরে দিব।

—না ভাই। অমন কর্যে না।

. নিশি ! ভাবলে বটুর মাথায় আগুন জ্বলে যায়। নিশি বেণ্ডির রাঙা কাপড়টা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তাদের উঠোনে। বলে গিয়েছিল, সে আর নাই গো !

—কেমন করে মরল সে, অ নিশি !

—দেখ ! আমারে শুধাবে না কিছু।

আর কিছু বলে নি নিশি। বটু জানে যে নিশি সবই জানে। ভাবলেই তার মাথায় যেন আগুন জ্বলে যায়।

দেখি, যাব !— বলে সে চলে যায়।

বিকেলে বুনো আর বিশুকে ডেকে বলাই বলে, শুন্ শুন, বঙ্গ কথা।

—কি ?

—তোদের বাবা !

কি করল সে ?

ঘর হতে বারায়ে যেয়ে নদীব ঘাটে বস্যেছিল। যাবার কালে নিমাই পণ্ডিতরে বলে গিছে, আমার ছেলাবা অমনিষ্য। তারা চেণ্ডিবে স্বামীর ঘরে নিতে দিবে না।

- সে কি বলল ?

– সে জনা মাথা নামায়ে বল্যে, আপনার কন্যাদের সম্বাদ নবদ্বীপে সবে জানে। তাতে বলি ! আপনার পুত্ররা ভাইয়ের কার্য করল। ব্রাহ্মণের কন্যা বাপের ঘরে থাকতে পারে, পাবে না ?

-- তারপর ?

--তোদের বাবা বল্যে যে তুমি সমাজে মান্য মানুষ, তোমার মুখে এমন কথা বাবা ! তবে বুঝি তোমা হতে সমাজে সকল গণ্ডগোল হয়। উঁচা নিচে নামবে, নিচা উঁচায় উঠবে, এমন অকার্য তোমা হতে হবে !

--বাবা কোথা ?

– এত কথা বল্যে কয়ে সে যেয়ে গঙ্গাতীরে বসছিল। তা নিশি হাড়ি-নীবে আসতে দেখে লম্ফ মারি কোথা বা পলাল কে জানে ?

বিশু ও বুনো ঘরে এসে সবই বলল। প্রহ্লাদ নিশ্বাস ফেলে বলল: বাবার কথা থাক্ রে! নিমাই…সইমার পুত্র · বটুর সাথে জন্ম। কিন্তু দেখ সমাজে সে জনা সজ্জন। কাল তোমাদের লয়ে যাব একবার তার কাছে, না কি নিজেই যাব?

—কেনী রে দাদা?

- নয় কোনো মন্দিরে পুঁথি পড়, নয় পুঁথিপাটা নকল কর্, কোনো কাজ তো করবি রে ভাই! মারে বড় গলায় বলছি, আমরা চার জনা আছি, তুমি ডরা কেনী? আমার একার ক্ষমতা কি, যে সকল আগুলে চলি?

পরে রাতে অতসীও বলে, চার ভাই কোমর বেন্ধে নামলে সংসার সাজবে গো! কবে আমার পিতা জমি দিবে। না দিবে, সে ভরসায় আমরা রব কেনী?

সংসারের কথা খুব ভাব তুমি, তাই নয়? খুব ভাব। কেন ভাব অতসী?

—এ সংসারে মাথা বলতে তুমি। ছাতা বলতে তুমি। তাতেই ভাবি।

প্রহ্লাদ অতসীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতেও অতসী বলে, চেঙিরে সেথা পাঠায়ো না গো! তারা মেরে ফেলাবে।

–না, পাঠাব না।

আর বটু যায় নিশির ঘরে। নিশি যেন তার প্রতীক্ষায় ছিল। সে চৌকি পেতে দেয়, মাটিতে বসে। তার মুখ শুকনো, কপাল কুঁচকানো, চেহারা গম্ভীর, চুলের রাশি রুক্ষ।

—কি বলবি তুই?

দরজার পাশ থেকে গদন বলে, ওরে লয়ে কি করব ঠাকুর?

—কেনী?

—তোমার পিতারে মারতে গেল!

—কেনী?

—ক্ষ্যাপাক্ষ্যাপ্ত হয়ে আছে যেমন!

নিশি ? এ কি বলে ?

-- ঠাকুর। আমার কি হবে ?

—কেনী ?

বেঙি মোকে তাড়ায়্যে ফিরতেছে।

- কি বোলিস ?

- হঁ৷ ঠাকুর !

কেনী, কেনী, কেনী ?

সে জলে মর্য়ে নাই।

তবে ?

-- তারে তোমার বাপ···জটাবনে সি দাঁতভাঙা বিটলারে বিচে দেয়।

—বেঙিরে !

—হঁ৷ ঠাকুর !

বল্ তুই আমারে! চুপ গেলি কেনী ? বল্, বল্ রে নিশি ! যাবার কালে বেঙি পায়ে আলতা পরছিল, বউঠানের মলপাঁয়জোর ! উঠানে ঘুরে ঘুরে হাঁটে আর বোলে, দেখ্ বটু ! কেমন রাঙা পা ! শুন্ শুন্ ! কেমন মল বাজে ! তার মলের ঝমরঝমর আমার বুকে বাজে রে নিশি ! সি আমার বুন ! আমারে বল্ সব !

নিশি ভুরু কুঁচকে তাকায়। বলে, সকলি বল্‌ব ঠাকুর ! বুকে আগুন জ্বলে যায়।

—বল্।

--আমি মিছা বলেছি তোমাদের। বেঙি জলে ডুবে নাই, জানলে ?

--বললি কেনী ?

-- ঠাকুর ! তোমাদের পুরুষরা আমাদের ঘরে আসি লাচে। আমাদের মা-বুনের গভ্যে তোমাদের সন্তান হয়, হয় না ?

– হয়, খুব হয়।

—হয় কেনী ?

—জানি না নিশি।

—আমি জানি। আমরা তোমাদের আইঠাকুড়া, বাসিপচা জঞ্জাল সামলায়ে নেই। তা সিদিনে ঠাকুর! তোমাদের মানটা রক্ষা করলাম। তাতেই বলি, বেঙি জলে গিছে।

—এখন বল্!

—জটাবনের আন্ধার গহনে তাদের ঘর। সেথা বেঙিরে লয়ে···কয়েকজনে কয়েকদিন তন্ত্রপূজা···ছেনামেনা করে তাকে। লেংটা পড়েছিল··· সর্বঅঙ্গে ছেঁকা···বিষ দিয়ে পলায়·হ্যাঁ···তোমার দাদাবে এ কথা বলেছি যি বেঙিরে বিষ দিছে কেউ!

—ও! তাতেই দাদা বাবারে বলল, রাঙি বেঙি বিষে জ্বলি জ্বলি মরছে।

—তা হবে!

বাবা বিচে দিছিল!

—হ্যাঁ ঠাকুর। তা আমি চলে যেতেছি।

—কোথা?

- যেথা হয়, সেথা! আগে সাতগাঁ যাব, সেথা হতে যেথা হয় যাব। তোমার বাবারে দেখি তো বুকে মাথায় আগুন জ্বলে যেমন! কবে কি করে বসি ঠাকুর! ব্রহ্মহত্যা পাতকী হই বা!

—বেঙিরে কি করছিলি?

—সে কেন্দে বলল, মাসি! আমি লেংটা রব না। আমার কাপড় আধা ফেড়ে তারে ঢাকি দিলাম। জল খাবে, তা গঙ্গা হতে জল বহে দিলাম! আর মরে গেল যখন! ঘরটা জ্বালায়ে দিলাম ঠাকুর! ঘরের সাথে সেও জ্বলি গেল।

বটু ভাবে, আর ভাবে। তারপর বলে, কখন যাবি তুই?

—কেনী, ঠাকুর?

—আমিও যাব।

—তুমি?

—হ্যাঁ নিশি, হেথা আর রব না।

—আমি যাই দহনে, তুমি যাবে কেনী?

--পাপ করতে ! ভাল হব কেনী ? সকল তো পচে গিছে রে, সকলি শ্মশান হয়ে গিছে ! হেথা রব না আর।

—তাই চল ঠাকুর।

বটুর মা তিনকোণা পৃথিবী এঁকেছিল। বটু সে পৃথিবীর চারদিক রঙিন সুতো দিয়ে খুব কষে বেঁধেছিল। বটু ছোট ছোট পায়ে সে ছোট্ট পৃথিবীর আলপনাচিত্র ভেঙে দেয়, বেরিয়ে যায়।

অন্নপ্রাশন কালে বটু গোটা পৃথিবীটাই খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল। নবদ্বীপের ছোট্ট পৃথিবীটা দুই হাতে পিছনে ঠেলে দিয়ে বটু কয়েকদিন পর গভীর রাতে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সবটাই কি পাপে—অনাচারে-অত্যাচারে ভরে গেছে ?

বটু স্বচক্ষে দেখবে, স্বচক্ষে।

১৫

ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ হাটে হাটে ঢোল বাজে, ঝাঁঝর বাজে। গদন ঢোল পেটায়, নিশি হাড়িনী ঝাঁঝর বাজায়। কবে দেশে ঠাকুর দেবতার রাজত্ব ছিল, কবে রাজা রাজ্য হারিয়ে বনেবসে তপস্যা করলে ইন্দ্র-ধর্ম এসে ভূমি পাট্টালী লিখে দিতেন কে জানে। সে বোধহয় ছিল একদিন যখন রাজ্য ছিল দেবতাদের, যাকে ইচ্ছে তাকে দিতেন।

এখনো বোধহয় অজানা সব দেশ আছে যার খোঁজ মানুষ পায় নি। সপ্তগ্রামে যে আরব বণিকরা জাহাজ নিয়ে আসে -সমুদ্রে-সমুদ্রে চট্টল ও ফেনীর যে নাবিকরা নৌকো বায় তারা তো বলে আশ্চর্য সব দেশ আছে। সে দেশে মানুষ নেই, জন নেই। সে দেশের বাতাসে এলাচের গন্ধ, আকাশে সোনালী ঈগল ডানা মেলে ওড়ে। সে দেশের মাটিতে শঙ্খ-কড়ি-প্রবাল না কি পড়ে পড়ে ধুলো হয়।

সে-সব দেশে সবাই যেতে পারে না। দেবতারা ঐ-সব দেশ গড়ে গড়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। এই ঘোর কলিতে তো মানুষের তপস্যার জোর নেই। থাকলে দেবতারা মানুষকে নিশ্চয় সে-সব দেশে রাজা করে দিত।

এখন দেশ হল সুলতানের দেশ। বললে কেউ বুঝবে না। মান্দারণের লোক সাতগাঁয়ের লোকের দিকে হাঁ করে তাকাবে। বলবে 'গাঁয়ের কথা শুধাও কি ? কি বোল ?'

দেশের নাম এখন ইক্‌লিম্, মুলুক, আরসা, দিয়ার আরো কত কি। একেক আরসা আবার মহলে মহলে ভাগ করা। যত মহল তার দশগুণ গ্রাম। আর তিন চারটি গ্রাম মিলিয়ে একেকটি হাট।

এ-গ্রামে যদি সোমে-বুধে হাট বসে তো ও গ্রামে বসে শনি-মঙ্গলে। আজ তিন বছর ধরে মান্দারণ ফতাবাদ-মাজমুয়াবাদ-বাক্‌লার হাটে হাটে মানুষ আর ধরে না। সবাই দলে দলে আসে।

গদন ঢোলে চাঁটি দেয়, নিশি ঝাঁঝর বাজায়। গদন ডাকে—'আসেন গো, আসেন সভে, দিশে চোক্ষু সাত্থক করো্য লেন।'
নিশি বলে—'কি দিশবে সভে?'
'বাবারে দিশবে।'
'বাবা কে?'
'মনিষ্য লয়।'
'তভে কে?'
'মনিষ্যের পেটে জন্ম, মনিষ্যের ঘরে লালন কিন্তুক আজ ক' সন হয় বাবার পরে বাম্‌নাবতাঙ ভর হয়।
'কি হয়?'
'ভর হয়।'
'ভর হলো্য বাবা কি বোলে?'
'সকল কথা বোলে, কে জীয়ে রভে, কে মরবে, ধানে ওক্ড়া লাগে কেনী, দুষ্ট ছেলার সুবুদ্ধি উপজে কেম্‌তে সভ জানে বাবা।'
'বাবা কি ল্যায়?'
'কিছু ল্যায় না গো! বাবা কুন বস্তুতে লোভিষ্ট লয়।'
'তুই কে?'
'আমি বাবার সেবক।'
গদন এখন নেচে নেচে ঢোল বাজায়। হাট মানুষের লেখাজোখা নেই। পান-সুপুরি-নারকেল-লবণ-মশলা-কাপড়--গামছা-পাটি-মাদুর-কাঁঠাল-কাঠের গরুরগাড়ির চাকা, দরজার আড়া, পিঁড়ে, দা, বঁটি, বেড়ি, সাঁড়াশি, বিশ্বসংসারের সব বুঝি হাটুরেরা এনে এনে জমা করে হাটে।
দানী মাশুল তোলে, বেপারি কড়ি গোনে, গণক হাত দেখে গণে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে, হাটে বড় গণ্ডগোল।
মোদক লাড়ু, মুগলকলকি, নারকেলের সাঁইচ থেকে মাছি তাড়ায় ও নিরীহ খরিদ্দারকে ধমকে বলে—'চিনিবাসের মিষ্ট লাড়ুরে যি বোলে বাসি, সি মিষ্ট দেব্য মুখে দেয় নাই।'

'বাস ছাড়ে যি।'

জান কি মতে, অ্যাঁই ? এখোগুড় বিনা আন মিষ্ট জিভে দিয়োছ কোন্‌দিন গো ?'

চিনিবাস গামছা দিয়ে লাড্ডুর বারকোশ ঢাকে আর মাছি তাড়ায়। নিরীহ চাষী বলে—'কুমড়া আর মানচাকি বেচা কড়ি দিয়্যে মিষ্ট লাড্ডু মোরা কিনি না গো। তভে কি জান্ন মশায় ? ই তুষ্ট ছেলা জিদ ধর্‌য়্যে কান্দ্যে যি, তাই ল্যিতে হয়।'

কোথাও বা ঘোর ঝগড়া কেজে বেধে যায়। কোন হাটুরে বুঝি বেগুন বেচতে বেচতে হঠাৎ ঝুড়ি ফেলে রেখে—'কানের বেথায় মরি গো।' বলে মাথায় গামছা বেঁধে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছিল তাকে গিয়ে ধরেছে একটি মোটাসোটা মেয়ে।

'অল্‌পাইয়া, যমের অরুচি, পলাস কুথা ?'

বলে লোকটাকে চেপে ধরে এখন সে চেঁচিয়ে বলছে—'হা দেখ ঝামটা শা'বাড়ি গেরামের পাঁচজনা ! ই মোর বুনঝিরে বিভা কর্‌য়্যে ধর্‌য়্যে মের্‌য়্যে পায়ের মল কানের ফুল কেড়্যে লিয়ে পলায়ে আছে। মোর নাম পাঁচি গো, ই বেটার নাম চরণ ! সমাজ উরে শাস্তি দিবে সি ডর্‌য়্যে পলায়্যে আছে গো, পাঁচজনে বিচার দাও।'

'পলাব কেনী ? বেগুন বিচতে যেয়্যেছিলাম বই তো লয় ?'

বলে লোকটি ক্ষীণ স্বরে কি বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু পাঁচির গলার দাপটে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

তাঁতিরা কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে নেই। তাদের কানে লবঙ্গ, গলায় বিছে হার, এক হাতে তাগা, আরেক হাতে কড়ি বোঝাই গেঁজে। তাদের বাড়ি আট-দশটি দাস-দাসী কেনা থাকে। সঙ্গে দাস নিয়ে ওরা হাটে আসে।

তাঁতিদের পরণে সর্বদা মিহি কাপড় থাকে, কাঁধ অবধি সাজানো চুলে সোনার সরু কাঁকই। তাঁতিরা কখনো মাটি কেনে না, মাটিতে একমুঠো বিছন ফেলে পৃথিবীরে শস্যশালিনী করে না। মাটিতে ধানবীজে বিয়ে

দেবার আনন্দ, সে বিয়ের সন্তান ধানগাছগুলিকে লালন করবার আনন্দ তাঁতিরা জানে না।

ওদের মেয়েরা কাজ করে না। ওদের পুরুষরা সিরবন্দ্, মলমল, দোগজী, চৌদার, সিনাবন্দ্, বুটিদার. রেশমের থান দাসের মাথায়, গরুব গাড়িতে বোঝাই করে সপ্তগ্রামের বন্দরে আনে।

বন্দরের ঘাটে ঘাটে আরব বণিকের ভিড়। বন্দরের ঘাটে ঘাটে জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজ থাকে ভাগীরথীর গভীরে। পাটাতনের ওপর দিয়ে দাসরা কাপড়ের গাঁইট জাহাজে তোলে। উড়িষ্যা ও করমণ্ডল, মালাবার ও সিংহল, আরব ও আবিসিনিয়ায় জাহাজ চলে যায়।

তাঁতিরা সোনার মোহরে গেঁজে বোঝাই করে ঘরে ফিরে আসে।

ওদের মেয়েরা তাই কাজ করে না। তারা রাঁধে বাড়ে, খায় আর সেকরা ডেকে গয়না গড়ায়। রূপটান মেখে স্নান করে। চুলে সোনার চিরুনি, প্রবালের লবঙ্গফুল গুঁজে খোঁপা বাঁধে।

আর দাসীদের কাছে বসে গল্প শোনে। যে দাসী গল্প কথা জানে তার বড় আদর। দাসীরা তাঁতিবউ মেয়েদের মাথার কাছে বসে আলিফ্ লয়লা, সোনার হীরামণ, বাদশাহের তোতাপাখির গল্প বলে।

তাই তাঁতিরা হাটে এসে সদর্পে কড়ি ফেলে সওদা নিয়ে চলে যায়।

শান্তিপুরের আশেপাশে অনেক তাঁতির ছড়াছড়ি। কিন্তু তাদের মধ্যেও খেলারাম সাহার গরম বড় বেশি। খেলারাম সাহার অধীনে তিনশো তাঁতি কাজ করে। তাঁর আড়তে মলমল ও বুটিদারের থান সতত বোঝাই থাকে।

খেলারাম সাহা বড় দুঃখে আজ বটুর খোঁজে হাটে এসেছেন।

খেলারামের মেয়ের বয়েস হয়েছে, তাকে সধবা বললে হয় কুমারী বল-লেও হয়। জামাই 'বেবসা করি তো মলমলের বেবসা। বন্দরে ঘর বান্ধি তো সোনার গাঁয়ে যাই' বলে আজ কতদিন, বুঝি তিন বছর ঘুরে যায় সোনার গাঁ গিয়ে বসে আছে। সেখানে, কি লজ্জার কথা, বাঁদী-হাটের এক যবনী দাসীর পায়ে খত লিখে দিয়ে সে পড়ে আছে। এদিকে

খেলারামের মেয়ে বিপুলার অতুল রূপযৌবন ধুলোয় ছাইমাখা হয়।
খেলারামের বড় ইচ্ছে জামাইকে খেঁটাবাড়ি দিয়ে মেরে বেঁধেছেঁদে এনে বিপুলার পায়ে ফেলে দেন। কিন্তু জামাই বলে কথা। জামাই কানাকড়ির মানুষ হলেও শ্বশুরকে সভায় বসে তার জানু ধরে মেয়ে দিতে হয়। তাই মনের সাধটি মেটাবার নয়।
সেই বিপুলাকে নিয়ে এখন মহাজ্বালা হয়েছে। বিপুলা খেলারামের চোখের মণি, বড় আদরের। খেলারাম ঘোর বিষয়ী হয়েও সংসারের সব রহস্য বোঝেন না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েকে বেশি আদর করেন।
অবশেষে পাড়ায় নেমন্তন্ন খেয়ে এসে গিন্নি তাঁকে চাবি ছুঁড়ে মারলেন। বললেন —'দেশে জানে দশে জানে তুমি জান না? হাটবারে বড় হাটে বাবা আসেন। বাবা আমার বামনগেঁড়া তাই বামনাবতাও ভর কর্যে আছেন। যাকে যি বাক্য দেন তাতেই সিদ্ধাই। যেঞে চস্কে দেখ্যো বাবারে মেঞাটা দেখাও কেনী? বেটাছেলের নেতিধুতিতে বুদ্ধি নাই, মেঞা-মনিষের বুদ্ধি লিল্যে কার্য হত।'
খেলারামের গিন্নি পাঁচ সতীনের পিঠে খেংরা মেরে স্বামী-সোহাগিনী, সংসারের মাথা। খেলারাম অগত্যা হাটে এলেন।
সঙ্গে তিনজন বান্দা নফর। তারা ঝুড়ি কাঁধে ছুটে ছুটে এল। খেলারাম পাল্কি চড়ে এলেন। ঘরে যতই জিনিস গড়াগড়ি যাক, খেলারামের গিন্নি হাট থেকে চারটি সওদা না আনালে বাঁচেন না। সাত জোড়া নারকেল, বেগুন, ঝাড়া পান, গুড়ের চাকি, মধুর কলসি, সুপুরি, জিরে, চৈ, কর্পূর, নানানিধি জিনিস দাসদের সঙ্গে রওনা করে দিয়ে খেলারাম গিয়ে হাটের মাঝে দাঁড়ালেন। মানুষের মাথায় মাথায় কালো। ভালো করে দেখা যায় না।
খেলারাম বুড়ো আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে দেখতে লাগলেন। গদনের পরণে লাল ধুতি, নিলির পরণে লাল শাড়ি। মাঝে উঁচু চৌকিতে বাবা বসে আছেন। বাবার পরণে তসরের ধুতি, কাঁধে চাদর, কপালে সিঁদুরে চন্দনে তিলক আঁকা।

'উ সভে কে ? বাবার চেলা ?'

খেলারাম পাশের লোকটিকে জিগ্যেস করলেন। লোকটির হাঁপানি আছে মনে হয়। সাঁই সাঁই শব্দে শ্বাস টেনে সে বলল, 'উরাই তো স্বপ্নে জানল বাবা দেবতা। বাবারে প্রচার দিল উরা হু মনিষে।'

'বোল সভে, একে একে বোল। দেখ! সূর্য পাটে যাবে বাবার জব্ বন্ধ হবে।'

'আজ্ঞা অধমের নাম সখীচরণ। জেতে আমি তিওর গো! মোর মতো আভাজন ই সোম্‌সারে নাই। মোর নিবাস উ উত্তরে, দেবগেরামে।'

'কি তোর দুস্ক বোল্ বেটা!'

'আজ্ঞা, আমি জেতে অধম বটি তাভ সাঁচা বিনা মিছা জানি না।'

'বোল্ বেটা, সময় যায়।'

'আজ্ঞা, সি সনে বড় আকাল হএ্যাছিল। ধান নাই, চাল নাই, বনে যেএ্যে গাছ লতা খেএ্যে ক'দিন রইলাঙ তা উ দেখ বাবা। উ বেটা যি মাথে পগ বেন্ধে লাঠি হাতে হাসে, উ মোর মামার ছেলা বটে। উরে মোর ঘরে বসিয়্যে আমি খেলাঙ যেয়্যে বড় গাঙ ধারে যদি মাইন্দারি দেয় কেউ! ফিরে আলাঙ যেয়্যে গত চত্তিরে তা উ বেটা যেয়্যে মাজমুয়া-দাররে খাজনা দিয়্যে মোর সভ ল্যিয়ে ল্যিয়েছে গো! সত্য বলে কি কিছু নাই গো বাবা? আমি এখন কোথা যাই?'

'বাপ সখীচরণ! সত্য কি তা জান?'

'তুমি বোল বাবা।'

মাজমুয়াদারের কাছে যেএ্যেছিলে?'

'আজ্ঞা। তা তিনি বোলে তু বেটা খাজনা দিস না। উ দেয়।'

'তবে দেখ বাপ সখীচরণ! ই সভার মাঝে আমি বোলি সত্য কি। তুমি শুন। তা বাদে তোমার বিপদের নিদান আমি দিব।'

'বোল বাবা!'

'শুন সভে! সত্য কি? গাছের ফল নয় পেড়্যে খাও, তেল নয় যি রঙ্গে মাখ! না কি বোল?'

'বাবা গো ! সব তুমি জান।'

'দেখ! মা ছেলাকে লালে পালে, বাপ সন্তানের লেগ্যে মর‍্যে ই সত্য।'

'আজ্ঞা।'

'তভে কি জান্নুঁ সভে? ই সত্য সত্যযুগের। ই কলিকালে মা ছেলারে খেদা করবে, বাপ সন্তানরে হাটে বিচবে ইর নাম সত্য, জান্নুঁ? ই কথা সোঙরলে মোর বুক ফাট্যে।'

'বাবার চস্কে জল!'

'বাবা কেন্দ্যে?'

'তো পাপীদের তরে কান্দ্যে বাবা। ই পাপ দিশে দিশে তভে বাবা সভে তরাতে লিজ রূপ ধর‍্যেছে।'

'হায় গো! মোরা মাহাপাপী।'

'তা সখীচরণ হেথা আগাও।'

সখীচরণ গুটি গুটি চৌকির কাছে গেল। ভয়ে ভক্তিতে চোখ বুজে বসল হাত জোড় করে।

'লে বেটা! পাদ্দোক খা!'

সখীচরণ পাদোদক খেল।

'এখন শুন! চাষা বেটা চাষা কথায় বোলি শুন! হাঁড়িতে চাল জল, মাগ্যে আগুন। ই সত্য?'

'আজ্ঞা।'

'চাল সিজালি ভাত হল ই সত্য?'

'আজ্ঞা।

'চালেজলে দিলে ভাত হয় ই কথা সত্য?'

'আজ্ঞা।'

'ধূর বেটা!'

বাবার বামন পায়ের লাথি সখীচরণের কোঁকে এসে পড়ল। বাবা গর্জন করে হাতের রূপোর তাড়ু কানের মাকড়ি নেড়ে বললেন

'সি চালের ভাত ত্যাতকর্ণ না তু নিজে খাস, ত্যাতকর্ণ আবার কি সত্য

রে ? তু ভাত রান্ধিস খায় তোর বেটা ই কখন সত্য লয়। শুন্। তোরে আমি নিদান দেই। উ বেটারে তোর ঘর ছাড়তে হবে লয় তো আমি আর পা জাগা কর্য়ো উর বুকে ডলা দিয়্যো দই মথব। তু ডর খাস কেনী ? কাল খোঁট লয়্যো যা! বোল্ গা যদি রাত পোহাতে ঘর না ছাড়্যো উর মুখ দিয়ে রক্ত তুল্যো মারব আমি। সি মাল্লা বেটার কথা সোঙর নাই ? কাড়ে সাপ দিয়্যো কাটা করাই নাই আমি তারে ?'

'বাবা গো!'

সখীচরণ ধূলোয় গড়াগড়ি খেল।

কে না জানে সেই যবন মাল্লার কথা? সপ্তগ্রামের জাহাজে মাল পৌঁছিয়ে পৌঁছিয়ে তার বড়ই দর্প বেড়েছিল। তার কানে রূপোর কাঠি, কাঁধ অবধি বাবরি চুল ও মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি সদাই থাকত। অবশেষে অহঙ্কার তার এমনই বেড়েছিল যে কবিরাজদের যুবতী দাসীর হাত ধরে টেনে নিয়ে নৌকোয় তুলেছিল।

নিশি আর গদন তখন বটুকে নিরন্তর জপাচ্ছে 'রাজী হও ঠাকুর! কুন দুস্ক থাকবে না, তুয়ারে হাতি বান্ধ্যা রভে। মোরা জানি তুমি সভ পার।'

বটু শুধু না-না-না-না বলছে।

নিশি বলেছিল 'তোমার মধ্যে দৈবী আছে তুমি জান্ন ?'

'কে বোলে ?'

'আমি বোলি।'

'প্রমাণ ?'

'দিব। ঠাকুর! তুমি আপ্ত চিন না। তোমার নাম ল্যিয়ে আমি নিশি হাড়িনি বোললাঙ, উ বেটা ই মাহাপাপের শাস্তি পাবে। হাট হতে মেঞা লায়্য লৈকায় তুলা ?'

নিশি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বাবা শাঁপায় উ বেটার নিধন হভে। মেঞা ছেলার সরম লায়্য টানে যি সি বাবার শাঁপে মরবে।'

'কি মতে ?'

'মুখে রক্ত তুলে ?'

পরদিন, কি আশ্চর্য! নদীর ওপারে নৌকো ছলাৎ ছলাৎ নাচে। পাটাতনের ওপর মাল্লার সুন্দর, সুঠাম শরীর পড়েছিল। মুখে যন্ত্রণায় চিহ্ন, চোখের কোলে জল, মুখের কষে রক্তের দাগ।

ভীত, হতবুদ্ধি জনতা মাল্লাটির শরীর ওর স্বজাতিদের দিয়ে বহিয়ে নিয়ে এসেছিল। একবার ওরা বটুর দিকে দেখেছিল, আরেকবার মাল্লাটির দিকে। বটুর বুক গরম শলা দিয়ে ফুঁড়ে দিয়েছিল কে! কি শরীর, কি সৌন্দর্য, কি লাবণ্য। কোন না কোন বিধাতার কত যত্নের আর আদরের সৃষ্টি অমন একটি মানব শরীর।

'নিশি! মোর তুল্য বামনগেঁড়াটাকে ঠাকুর করবি তাই উ অভাইগারে কানড় সাপা দিয়্যে কাটা করালি ?'

বটুর ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি আর চোখে ভয় ছিল। আর বুকে ছিল করুণা, দুঃখ। বটু যে চিরকাল উন্নত, সুন্দর, মানুষের দেহকে স্বর্গের ধন বলে জেনে এসেছে। অমন একটা প্রমাণ মাপের শরীর যার আছে, বটুর কাছে সে রাজা।

'কে বোলে ? তোমার শাপে হঞাছে।'

'আমার শাপে ?'

'তা বিনা কি ?'

নিশি চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিল। আঁচলে যেন আগুন লেগেছে এমনই ছুটে গিয়ে ঢোলডগরে ঘা দিয়েছিল। বলেছিল, 'পাপীরে মারতে, দুষ্টকে ডাঙ মারতে বাবা এসেছে গো!'

সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। শুধু যবন দোষে পতিতা সেই দাসীটি সকরুণ কেঁদে বলেছিল, 'মোরা চল্যে যেতাঙ গো! উ মোরে পতিত কর্যেছিল, বিভা কর্য। মোরে কেউ সামাজে ল্যিবে না গো! বাঁজা হয়্যে রভ আমি, লয় তো পারঘাটায় ঘর ল্যিব। উ তোমার চরণে তো কিছু করে নাই ?'

মাল্লাটির দেহের পিছু পিছু চলে গিয়েছিল মেয়েটি। কোথায় গিয়ে-

ছিল ? পারঘাটায় ? যেখানে সার সার ঘরে সকালে দোর বন্ধ থাকে। সন্ধ্যায় পিদিম জেগে ওঠে ? যেখানে সন্ধ্যাবেলা গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্রী, রাঢ়, আরব, সিংহল, স্বর্ণদ্বীপ একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ?

সেখানেই কি গেল মেয়েটি ?

সেখানে মাঝেমাঝে গভীর রাতে আর্ত গলায় বাবা গো! মা গো! শোনা যায়। কখনো শোনা যায় কোনো মেয়ে কাতরে বলছে, 'কাল রাত হতে দুই চক্ষু মুদি নাই গো! মোরে আপোনারা ছেড়ে দাও।'

পতিত, উচ্ছিষ্ট মেয়েরা তো পারঘাটাতেই যায় ?

১৬

সেই থেকে বটু দেবতা। বটু এখন নিজে কি বিশ্বাস করে সে দেবতা? কেউ জানে না। তবে যবন মাল্লাটির কথা ও সময়ে অসময়ে বলে। তাতে খুব কাজ হয়।

গদন খেলারামের দিকে চেয়ে কি দেখছিল, এখন মাটিতে একটা আঁক কাটল।

'খেলাবাম সাহা! তাঁতিকুলে মান্য তুমি, কি চাও?'

জনতাব মধ্যে একটা বিস্ময়, নিশ্বাস টানার শব্দ। খেলারামের মনে হল বাবার চারদিকে আলোর জ্যোতি। দেবতা, দেবতা, সত্যি দেবতা না হলে কে এমন করে মনের কথা জানতে পারে?

'যাও মাহাশয়! বাবা তোমারে সোঙরায়।'

কে যেন খেঁটের গুঁতো দিল নরম করে। খেলারাম এগিয়ে গিয়ে দড়াম কবে আছাড় খেলেন। বাবার পায়ের ধুলো চেটে খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। তারপর গলার হার, হাতের তাগা প্রণামীর থালায় ঝনাত করে ফেলে কেঁদে বললেন, 'মোর মেঞারে পত্যহ নিশি ডাকে বাবা! যেমন রাত তিন পওর হয়, অমুনি বাগান হতে কে যেনী কেন্দ্যো উঠে আর মেঞা মোর ছুটে চল্যো যায়। যুবতী মেঞা বাপ! মোরা যেঞে কিছু দিশি না! কুন দুষ্ট মনিষের কীর্তি লয়। মেঞা মোর দিনে দিনে কি হয়্যে যায় বোল?'

'ঝাড়া ফুঁকা কর্যেছিস?'

'কুন চেষ্টা বাকি লাই বাবা!'

'বেটা তাঁতির ঘরে বেঙা?'

বাবার মুখ থেকে অশ্রাব্য গালাগালি বেরুতে লাগল। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষা।

'বেটা ধনগর্বে মরিস? বেটা মিষ্টান্নমিতরে জনা! যেঞে ঝাড়া ফুঁকা

করাস বেটা মা ফলেষু ? তো বেটার তরে শাস্ত্রে লিখা আছে প্রহারেণ ধনঞ্জয় । ধনঞ্জয়রে খবর দিব সি এসে তোর পিঠে খেঁটে ভাঙবে ।'
'বাবা ! মোরে দয়া কর ?'
'এখন ই ঠাঁই হতে দয়া হয় ? সেথা যেতে হভে, যেঞ্রে ঝাড়ফুঁকের দোষ কাটা করতে হভে। তা বাদে তোর মেঞাকে শোধন করতে হভে ।'
'বাবা যা বল তা দিব । তুয়ারে হাতি বেন্ধে দিব । ই প্রেত ভয় হতে বাঁচাও গো !
'আবার ধনগর্ব করো ! হাতি বেন্ধে দিব। আরে বেটা মোর নাম বামন! বামন নামে হাতি দক্ষিণ দিক পহরা দেয় । হাতি আমি দশটা সির্জে লিতে পারি । মোরে তু লালচ্ দেখাস ?'
গদন বলল, 'বাবা কিছু লেয় না। যার মনে লেয় সি বাবার মন্দির কল্লে যা পারে দেয় ?'
'সাতরত্ন মন্দির গড়ো দিব গো আমি ?'
খেলারাম বুক চাপড়ে বললেন দশজনের মাঝে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলতে নেই । এ-সব কথা গল্প ছেড়ে বললে সবাই শোনে। খেলারামের কোনো খেয়াল নেই । মেয়ের চিন্তায় তিনি কাতর । তা ছাড়া বিপুলা ছাড়া বংশে আরো মেয়ে আছে । বাড়ির তুর্ণাম রটে গেলে তাদের বা বিয়ে হয় কি করে ?
'বাবা গো ! পাদ্দোক দাও ।'
সূর্য ডুবে যায় দেখে সবাই একসাথে বলে উঠল । নিশি সকলকে পাদোদক বেটে দেয় । বটুর ধুলোমাখা পা দেখে খেলারামের ভেতর অবধি ঘেন্নায় কিলবিল করে উঠল তবু তিনি পাদোদক খেলেন । কে যেন বলল, 'বড় লেশা হে! দেব মাহিত্যের লেশা। ই পাদোদক বারেবারে খেতে মন চায় ।'
মানুষ ঠকঠক করে মাটিতে মাথা ঠুকছে এমন সময়ে কে যেন অবিশ্বাসীর মতো হাসল । বলল, 'বুঝা গেল ।'
'কে লোকটা বটে ?'

সবাই বিরক্ত হল।

সন্ধে হল। মানুষজন যে যার মতো ঘরে গেল। মাটি দিয়ে কুমোরবা কমণ্ডলুর মতো দীপাধার গড়ে। তার নাম ছেমো। ছেমোর ভেতর রেড়ির তেলের পিদিম বসিয়ে নিয়ে মানুষ চারখানা গাঁয়ের পথ হেঁটে চলে যায়।

বটু যখন ঠাকুর হয় নি শুধু মানুষ ছিল তখন এমন শীতের সন্ধেয় গায়ে দোলুই দিয়ে ছেমো হাতে প্রহ্লাদকে এগিয়ে আনতে যেত।

আরেকটু শীত পড়লে বটুর মা মাটির কড়াইয়ে কুলকাঠের আগুন জ্বেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোল হয়ে বসত। বেঙি গুটিশুটি হয়ে বলত, 'মা, তোমার ছেলাকালেব কথা বোল কেনী? তোমার বউ সময়েই উঠানে বাঘ হেঁটে যেয়েছিল?'

'কে চক্ষে দেখ্যে থুয়োছে বোল্? বিয়ানে উঠানে নেতা দিই তা দেখি হেঁটে ই-পার উ-পার কর্যেছে।'

বটু গুটিগুটি গিয়ে একখানা চালাঘরের দাওয়ায় উঠল। কুসুম কুসুম আঁধার এখন চারদিকে।

একসময়ে বটু যখন মায়ের ছেলে, দাদার ভাই ছিল তখন শরবনে বসে বসে এই কুসুম-কুসুম আঁধার বিছিয়ে সন্ধে নামা দেখতে ভালবাসত।

বটুদের বাড়ি ছিল একটেরে। নবদ্বীপের ঘন বসতি থেকে আড়াইখানা মাঠ পেরিয়ে। ওদের বাড়ির কাছে সন্ধে নামত চুপেচুপে। আর মায়ের সইয়ের বাড়ি যেদিকে সেদিকে যত বাড়ি, তত দোকান, তত মন্দির। গঙ্গার তীরে তীরে মন্দির, মানুষের ঘরে ঘরে বিগ্রহ। সন্ধে হলেই তাই শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ বাজে, মাঘমাসে ছোট ছোট মেয়েরা পিদিম ভাসাতে যায় গঙ্গায়।

হাটের পাশে এই চালাঘরটিতে বটু এখন মাঝে মাঝে থাকে। হাটুরেদের বড় বিশ্বাস বটু থাকলে ওদের ভালো হবে।

ঘরের দোরগোড়ায় দুখে গরাই বসেছিল। বটু ওর দিকে তাকাল না। নিশি আর গদন দাওয়ার নিচে বসল। গদন বলল, 'সভে বোলে হাতি

বেন্ধে দিব। হাতি দিতে চায় কেনী বোল তো ?
'হাতি তোর কি করেছে ?' নিশি পান খেল একটা।
গদন অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'হাতি খায় বেশি আর দেখ! উ-র গবর হয় না যি ঘসি দিবে! আর কুন উপকার লাই শুধা দেখতে শোভা।'
'তোরে বেন্ধে হাতির নিচে ফেলাবে ই এক উপকার?'
'কেনী ? মোকে ফেলাবে কেনী ? হাতিরে আমি ডরাই গো! মোদের ঠাকুর য্যাতখন মায়ের পেটে ত্যাতখন আমি যোবক ছেলা! এক হাতে হেঁচুড়ে মনিবের মোষ গোহালে আনি। সি-কালে কি হঞেছিল জানু ?'
'কি ?'
'শুভানন্দ রায়ের হাতি খেপে যেঞে গাদগাছা হতে সিমুলিয়া সে ঠাঁই হতে পারডাঙ্গা দলে চষে ফেলেছিল। ত্যাখনি তো লকুলের পিনি পলাতে যেয়ো খানায় পড়ে মর্যো গেল।'
'মর্যো গেল!'
দুখে গরাই মুখ ভেংচে বলল, তারপর বলল, 'বেরা তোরা ঘর হতে।'
'কেনী ?'
'আমি কথা শুধাব।'
'কি কথা ?' বটুর অস্বস্তি হল।
'কেনী ? এখন দেবতা হঞাছ! বামনাবতাও বোলে সভে। তাই কি মনিষের সাথে একা হতে ডরাও ?'
'কে ডরায় ?'
নিশি আর গদন বাইরে গেল। দুখে বলল, 'ঘরের কথা সোঙরে আসে ?'
'মোর ঘর নাই।'
দুখে বিষণ্ণ হাসল। বলল,
'কার ঘর কে জানে ? কার মা কে জানে ? কার মা মোরে বোলে বাপ দুখে! মোর সন্তান আজ কত সাল ঘরে নাই। ছোট পীঠায় কেও বস্তে না! ছোট থালে আমি কারেও ভাত দেই না।'
'দুখে! ঘরে যা।'

'কার বা দাদা মায়ের দুস্ক দেখ্যে বুক ফাট্যে! ভাইরে খুঁজে ফিরে? কার বা মা যেঞে আলধারে পাগল পারা হঞে হাটুরিয়া মনিষে শুধায় মোর ছেলা দেখ্যেছ বাপ?'

'ই কথায় মোর মন নাই দুখে!'

'লাও! দেবতার মন কি মনিষে সোঙরায়?'

দুখে কিছুক্ষণ বসে এ কথা সে কথা বলল। তারপর বলল,

'তোমরা সভে দেবতা হঞাছ ঠাকুর! লবদ্বীপে লয়গ্রাম, লয়দ্বীপ তভে মায়াপুরের ছেলারা দেশয়ে কালিয়ে ঘর ছাড়ে কেনী?'

'চুপ যাও দুখে!'

বটু চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'আমি কে রে দুখে? পোকের পোক, পতঙের পতঙ! নিশির পূজা খাই, গদন মোর নামে ঢোল দেয়! মোর মাঝে ভাল লাই কিছু তাই আমি দেবতা হঞাছি। বড় পাপে ভর্যে যেঞেছে সভ ই শুনে শুনে কানে পোক পড়্যে, তাই দেখতে বেরিয়্যে আলাঙ! কুকুর তাড়া হঞে বেরায়েছি দুখে, বড় দুস্কে! লইলে মোর পাদ্দোকের মহিমা বুঝিস? নিশি উতে লেশার দব্য দেয় তাতে এত লেশা। ভাল হলে মানুষ মরে তাই আমি মন্দ হয়্যেছি।'

'লাও! চেতে উঠ কেনী? দুস্ক হল্যে সোমসারে লাথি দিয়ে বেরালে কি দুস্ক ঘুচে ঠাকুর? তোমার সাথে ছেলাকালে পারি নাই, এখনও পারলাম না। লাও! ক্ষ্যামা দাও গো!'

'গেরামে কেও মোরে সোঙরায় দুখে?'

"মায়ে সোঙরায়, দাদা সোঙরায়।'

'আর বা কে ছিল তিভোবনে?'

'আমি সোঙরাই। যতক্ষণ কাজির বর্শা মাজায় কোঁতকা মারে ততক্ষণ সোঙরাই। তুমি লাই, কে বা বামন পায়ে লাথ মেরে বেথা-বেদনা টেনে ল্যায়?'

'কোঁতকা মারে?'

'ফসল হয় না, সালিয়ানা পায় না, কোঁতকা মারে। দেখ ঠাকুর! ঠাকুর

হএ্যাছ, ভাল কথা। তা এমত কোশল করতে পার যি সময়ে খরা সময়ে জল হয়? মনিষ জীয়ে রয়? দেখ। তামুলীরা পান-বরজ করো্যছিল! তা কি ভূঁই পতঙ মাটি ফুঁড়ে উঠে সভ খেয়্যে দিল তাই বোল?'

'ভূঁই পতঙ?'

দুখে মাথা নাড়তে লাগল। না। এমনটি আর দেখেনি দুখে। মাটি থেকে পোকা উঠে পান গাছ ঝুরঝুরিয়ে খায়, এ আর দেখে নি। পানের পোকা তো অন্য রকম হয়। অন্তত এতকাল তাই হত।

'কলি এস্যেছে তাই কি সভ রকম রকম হএ্যেছে?'

'লয় তো কি?'

'রকম রকম হএ্যেছে?'

নিশি দোর থেকে ঠোঁটে পিচ কাটল। বলল, 'আগে বড় ভাল ছিল সভে, কি বোল দুখে দাদা?'

'তু মাগী মোরে দাদা বোলিস না।'

'কেনী? জেতে ছোট তাই?'

'লয় তো কি? তা ভিন্ন কাপালি সঙ্গ করো্য করো্য মেএ্যাদের বিচে দিতে। তুমি মাহাপাপী হে! তোমা তুল্য পাপী লাই।'

নিশি একসময়ে ঝগড়ায় বিখ্যাত ছিল। নিশির মাসি এমনই ঝগড়াটি ছিল যে সমাজে কারো ঘরে বিবাদ-কলহ হলে নিশির মাসিকে ওরা ডাকতে আসত। বলত, 'ধাওধাই চল গো! উ-রা গালি দিএ্যে ভূত ছাড়া করো্য বুঝি!'

নিশির মাসি এক থাবা গুড় খেত, ঢকঢকিয়ে এক ঘটি জল খেত। তারপর গালে একটি পান দিয়ে—'হা রে আমি কি মরো্য আছি লা কি?' বলতে বলতে ছুটে চলে যেত।

সব পাড়াতেই এই রকম একটি দুটি পাকা ঝগড়াটি থাকে।

নিশি কম যায় না। কিন্তু দুখের কথায় ও ফোঁস করে উঠল না। শুধু বলল, 'আগে বড় ভাল ছিলে! কুথা ছিলে সভে? ই ঠাকুর তখন মাটি ধরে নাই। প্যায়দা লেঠেল দেশ ঘিরো্য ফেলে নাই? ততক্ষণ কেজে-কোঁতকা

খাও নাই ? লগরের চৈ-মাথায় তোমার জেঠারে বেত মারে নাই ?'
মেরোছিল। জেঠা নেশা করো তুজ্জয় সাহস পেঞেছিল গো। বলোছিল পেটে ভাত লইলে বেগার দিব না মোরা, মাহাশয় গো! তাই কেজে বেত খেয়োছিল।'
'আহা! কি যেমন কথাটা বলত তোমায় জেঠা ? বেশ কথাটা গো!'
'গরীবের কেও নাই, গরীবও কারো লয়।'
তুখে চলে যাবে। ওকে এগিয়ে দিতে বটু দাওয়ার নিচে এসে দাঁড়াল। এই সময়ে, কি আশ্চর্য, তুখের কোমর থেকে এতটুকু একটা পেতলের ট্যামটেমি ঝনাত করে মাটিতে পড়ল। এতটুকু পেতলের ঝরা, এক আঙুলে পেতলের কাঠি।
'কারে খেলাতে দাও ?'
বটুর বড়ই পছন্দ হল জিনিসটি। ছেলেপিলে খেলে মাটির খেলনা, সুতো কাঠিকুটো নিয়ে। ছেলেমেয়ে, তিনরকম। কোনো ছেলে মাথায় চড়ে, আহ্লাদে ছেলে। কোনো ছেলেমেয়ে কাঁধেও থাকে, মাটিতেও থাকে, মাঝারি আদর। কতক ঘরে ছেলেমেয়ে ধুলোয় গড়িয়ে, মাটি মেখে, আঙুল চুষে বড় হয়। তাদের নাম হেলা-ফেলা।
আদরের ছেলেটির জন্যে বাপ কুমোর বাড়ি থেকে মাটির ঘোড়া, মাটির হাতি গড়িয়ে আনে।
মাঝারি আদরের ছেলেপেলে অন্যদের খেলে-ধুলে ফেলে দেওয়া খেলনা নিয়ে খেলে।
হেলা-ফেলার ছেলেমেয়েরা পাতাটা-কুটোটা-খড়টা নিয়ে খেলে। তারা তো যেদিন থেকে ভালমতো হাঁটতে শেখে সেদিন থেকে মেয়েগুলো ছোট ভাই-বোনের দায়িত্ব নেয়। ছেলেগুলো জঙ্গলের কাঠ-পাতা খেত ঝাঁটানো শস্যকণা, বনের কুল-আমড়া-বঁইচি, জলের মাছ-কলমীশাক যোগাড় করে করে আনে।
তাদের শৈশব থাকে না।
বটু বড় হেলা-ফেলার ছেলে। তা ছাড়া বামন ছেলে। কবে ওর শৈশব

ছিল, কবে ও বড় হল, কে তার খবর রাখে ?
'টেমটেমিটা ভাল গো ! বাজে ভাল।'
দুখে খুব লজ্জা পেল। ওর পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো খুবই বড় বড়। সে দুটো মাটিতে ঘষে ঘষে বলল. 'বড়বউটা শুধা মেয়ে বিয়াত আর মধ্যমটা বাঁজা। তাই যেঞে মঙ্গলের মেঞাটাকে বিঞা বসলাম। তা দেখ তার কুলে এট্টা ছেলা। বুড়া বয়সে নতুন ছেলা, তাই।'
'শালা তুমি তিনদিন বীতে চিতাসই হভে, এখন যেয়্যে বিয়া বসলে ? তোমার বড়বউয়ের বুনটা, তোমার সেজানীর ছেলাগুলা নাই ?'
'তারা আছে তাদের মত ! ই তুমি বুঝবে না দাদা ! তুমি সোম্‌সার কর কর নাই, এট্টা ছেলা দাও নাই পিথিমিকে, তুমি কি জান সোম্‌সারের সাধ ?'
'তুমি যত জেনেছ।'
'ই সাধ মিটে না। বুকভরা তিষা হে ! পেটে ভাত নাই, মাগ্যে তেনা নাই, তভে যেনী তিষা মিটে না। মন হয় দশটা বিয়া বসি, দশটা বলদ লয়্যে তিভুবন চষ্যে ফেলি।'
'আরে দুখে ! তুমি চোক্ষু মুদলে উদের কি হভে ?'
'কি হয় জীবের ? পোক-পতঙ-গাই-ছাগল-মনিষ মরে না ? যিনি দেখে তিনি দেখভে। কিন্তু ঠাকুর ! সি জনা দেবলগ্নে, তুমি তার কিছু পরে ভুঁই ধরলে। দুজনা ঘর ছাড়লে ?'
'দুখে ! আমি পাপ করতে ঘর ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্রের বেটা ঘর ছাড়ে সভার ভালাতে। তার সাথে তু মোর নাম এক করিস ? তার দুস্কে মায়াপুর-নবদ্বীপের পোকপতঙ কেন্দ্যে। মোর কথা কে শুধায় রে অল্‌-পাই বুড়া ?'
'সি যা বোল্যেছ ঠাকুর ! তার দুস্কে সভে কেন্দ্যে গড়াগড়ি যেঞেছিল। হা দেখ ! শেষ কতদিন হরিনামে পাগল হঞেছিল। লইলে দীনে অভা-জনে তার তুল্য দয়া কেও করে নাই। যিখানে অন্যায় দেখত সিখানে সি বুক চেলে অক্ত দিত গো ! তার ডরে সভে কাঁপত। কেজে বেটার

সি দাপ আর লাই !'
'আর জগা মাধা ?'
'সি মনিষ লাই। আগে বোল্যে লাথ খা ! জুতা মারি ! কোড়া পেটা করি ! এখন যারে দেখে তারে বোলে তোমারে হরি সির্জেছে হে !'
'তোরে হরি সির্জে নাই !'
'কেনী ?'
'তু এত মন্দ ?'
'মোরে বাপ সির্জাল বটে তভে বাপরে বুঝি হরি সির্জেছিল লা কি কে জানে বাপ !'
দুখে হ হ করে হাসতে লাগল। বলল
'হাড়ি বাগদী সভে হরিলামে খুব মেতেছিল জান্ন ? আমি শালা যি পাপী সি পাপী ! মঙ্গলটা এখন শ্বশুর তো ? উর খেত হতে কাঁকুড় লয়্যে এসে বিচে দিঞে কড়ি পেলাঙ। তা হতে মাগুর মাছ কিনে লয়্যে যাব।'
'দুঃ শালা, পেট চিনে শুধা !'
'পেট বড় গুরুমশায় গো ! পেটের বেতে সভে ডরায়। তুমি এসে ঠাকুর হঞাছ কেনী ? আমি বাবা পেটের বেত খেয়্যে চুরি ধরেছি।'
'কাজ করেছ ! যাঃ শালা ! ঘর যা।'
'তভে দেখ ! তিনি হতে মোরা ই সার জানলাঙ হরিনামে সভে তরে। তুমি তা জান্ন ?'
'জানি।'
তবে নাম লাও না কেনী ? ভুজুং ভাজুং ছাড় না কেনী ?'
'শুননাই আমি পাপ করতে ভেক লয়্যেছি।'
'লরকে যাবা।'
দুখে আবার হ হ হাসল। বলল, 'তোমার সাথে আঁটে কে ? চন্নমেত্ত, তাতে লেশা দিয়্যে সভে বেন্ধে রেখেছ ! আঁ ! তা সোম্‌সারে ঝাড়ু মের‍্যে লয়্যে লাও কিছু ! সোনা-দানা-ধান ! লয়্যে চল কুন দূরদেশে যেঞে থাকি

পা।'
'তুই যা।'
'কেমনে? আমারে বিধি বামন করো তো সির্জে নাই। মোরে ই এতবড় দেহ দিয়্যেছে আর খিদা! এমন খিদা কেও দেখে লাই শুনে নাই হে!
'তু মোরে মানিস না হুখে?'
'লাও! শাপ কর্যো না, শাপ কর্যো না। তোমার চেলী উ নিশিরে ডরাই আমি। শাপ কর্যো না। তভে কি, দেবতার কাচ করতে করতে মনিষ দেবতা হয়্যে যায় তুমিও হভে?'
'হভ। তিন পা তিভুবনে রেখে সবারে হাতিমাড়া করব।'
'আর কি করবে?'
'বামুনের বামনাই ঘুচাব।'
'ছি!'
'মেয়ে বিচে, সন্তানের লোউ শুষে যি বামুন বামনাই কর্যো তারে লীলা দেখাব।'
'ছি!'
হুখে গম্ভীর হয়ে আবার বলল। সব বোঝে হুখে, অনেক বোঝে। যখন হরিনামের গান শোনে, ওর বুকও দলমল করে। কিন্তু বামুনের বামনাই ঘুচবে এমন কথা শুনলে ওর রক্তের অন্ধকার থেকে কারা ছি ছি বলে।
শ্রেষ্ঠ, ওরা শ্রেষ্ঠ, হুখেরা জন্মজন্মান্তর থেকে তাই শুনে আসছে। ওরা বড়, হুখেরা ছোট, এ বিশ্বাস ওদের রক্তে। তাই হুখে বলল, 'ছি!'
'আরে সি যখন বোলে যি হরিনাম লেয় সি সভার মতো মনিষ তখন তু কি বোলিস? তুই শালা যেয়ে হরিগান শুন না? আমি জানি না?'
'সি যখন বোলে তখন তাই সত্য মনে লয়, আর যখন সভে বোলে বাম্ভোন সভার উপর তখন তা সত্য মনে লয়।'
'লে বেটা ঘরে যা?'
'যাই। হা দেখ! বলতে বিসোঙর। তোমার দাদার ঘরে যি এক ছেলা

হঞাছে।'

'ভাল। তু ঘরে যা।'

'যাই। যেঞে একবার দেখ না কেনী?'

'ধুস। যা। আমি নিদ্রা যাব।'

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কে আসে কাছে? কোন্ সে দুঃখিনী জননী, মুখ যার জ্যোৎস্নার মতো সাদা ও স্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা?

-বটু, বটু, বটু রে!

—কে তুমি ডাকো?

—বটু!

—আমি সুখে নিদ্রা যাই, ডাক কেনী?

আমি তোর মা!

আমার মা এখানে কেমন করে আসে?

—তোর মন হতে উঠে আলাং।

—কেনী আস?

—বটু রে! এক সময়ে জন্ম, সে ছেলা দেখ দেশে দেশে পূজা পায়।

—জানি।

তুই এ কি করিস বাছা?

কি করি?

-ঘরের কথা মনে নাই?

-কে তুমি ঘরের কথা বল? সেজ না দেবতা হতে পার্যে গো মা! আমি বামনগেঁড়া. আমার চক্ষুতে শুধা পাপ আর পাপ দেখি। তাতে আমি পাগল-ক্ষেপা দেশে দেশে ঘুরি। আমারে ঘরে রইতে দিল্য নাই কেউ! পাপে পাপে সাপের বাসা—আমারে ঠেল্যে বার করল। তা তো তুমি দেখ না!

—ঘরে আয় বাপ!

—না! দেখতে বামনগেঁড়া, কিন্তুক ঘরে আমায় ধরে না রে মা! কুল্ লগ্নে জন্ম তা জান না?

—বটু !

—না !

বটু ঘামে নেয়ে জেগে ওঠে।

না, কেউ নেই। স্বপ্ন, স্বপ্ন সব। ঘরের কথা শুনলেই মন যদি এমন হয়, তাহলে আরো দূরে যাবে বটু।

নিশি ঘুমোচ্ছে, গদন ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

এক প্রাচীনা বেশ্যা, এক তার দুষ্কর্ম-সুকর্মের সঙ্গী, এক বামনগোঁড়া। ওরা তিনজন কোথায় যাবে, কত দূরে ? বটু জানলা দিয়ে চায়। নিদ্রা-মগ্ন চরাচর, নিঃশব্দ সব

স্বপ্নে আমাকে ছলনা কোর না। পৃথিবী কত বড় আমি দেখে নেব। অনেক পাপ, অনেক অনাচার—দেবতা হব না আমি। মানুষ হয়েই দেখে নেব সব।

——————— —— প্র থ ম খ ণ্ড স মা প্ত